শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আলোর গল্প, ছায়ার গল্প

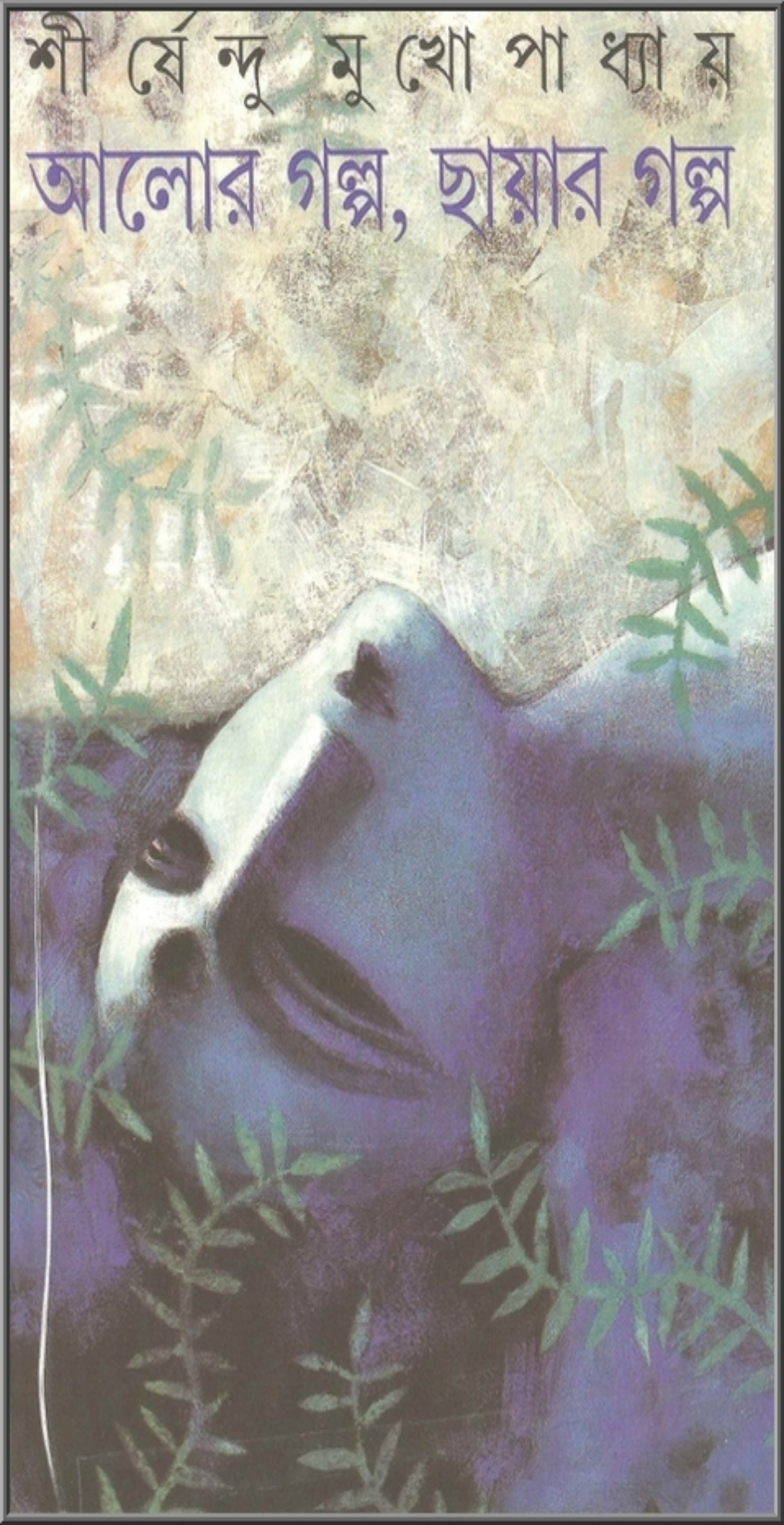

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আলোর গল্প, ছায়ার গল্প

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে গগন বলল, না, উকিলবাবু তো এখনও আসে নাই।

হাঁদু মণ্ডলের হাতে ঘড়ি। পট করে দেখে নিয়ে বলল, চারটে বাজে। ফেরার শেষ বাসটা কখন যেন ?

সে দেরি আছে। সাড়ে সাতটায়। উকিল মুরুব্বিদের কি আর সময়ের ঠিক আছে !

ঘরের ভিতর থেকে একটা সরু গলা বলে উঠল, কে ? বাইরে কে ?

গগন শশব্যস্তে বলল, আজ্ঞে আমরা।

তা বাইরে কেন ? ঘরে এসো।

একটু আগু-পিছু ঠেলাঠেলির পর দুজনেই ঢুকল। ভয়-ভয় ভাবটা আছে। উকিলের ঘর হল বাঘের খাঁচা।

বাইরে মেঘলা আকাশের দরুন ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। তার ওপর, বোধহয় বৃষ্টির ছাঁট আসার ভয়ে জানালাগুলো এঁটে বন্ধ করা। বাঁ দিকের কোণে একটা ভারী ছোটখাটো, রোগা-ভোগা চেহারার মানুষ একটা ন্যাড়া টেবিলের সামনে টুলের ওপর বসা। চোখে ভারী কাচের চশমা। মুখ ফিরিয়ে বলল, কীসের মামলা ?

গগন কিছু সাহসী। বলল, আছে একটা। তা আজ্ঞে, আপনিই কি উকিলবাবু ?

উহুঁ। আমি হলাম মুহুরি। তা কার নাম লিখব ?

গগনই কথাবার্তা চালাচ্ছে। বলল, লেখালেখির কী আছে মশাই ?

বাঃ নাম লিখতে হবে না ! পর পর সব ডাকা হবে তো। একজন দু'জন নিয়ে তো কারবার নয় হে বাপু।

অ। তা হলে লিখুন হাঁদু মণ্ডল। গ্রাম হল গে

কাশীগঙ্গা।

লোকটা একটা খাতায় নামটা লিখে বলল, তোমরা হলে আট নম্বর।

তার মানে? আমরাই তো প্রথম দেখছি, আট নম্বর কেন?

প্রথম কে বলল? সাত জনের নাম ঢুকে গেছে।

গগন হাঁদুর দিকে চেয়ে বলল, সাড়ে সাতটার বাস কি ধরা যাবে হাঁদুদা?

মুহুরি কাশছিল। একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, সাড়ে সাতটার বাস ধরবে? পাগল নাকি? দশটার আগে হচ্ছে না ধরে রাখো।

তা হলে তো ভারী মুশকিল হবে মশাই। না ফিরলেই নয়।

মামলাটা কীসের?

আছে একটা।

লোকটা বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে বলল, ওরে বাপু, উকিলও যা মুহুরিও তা। উকিলের নাম হয়, মুহুরির হয় না— এই যা তফাত।

গগন তাজ্জব হয়ে বলল, তাই নাকি?

মোকদ্দমায় পড়েছ কখনও? পড়লে বুঝতে। এই মুহুরিরাই সব কাগজপত্র সাজিয়ে দেয় পেছন থেকে, মামলার সব পয়েন্ট তৈরি করে। উকিলবাবুর তো দশ বিশটা মক্কেল নিয়ে কারবার, কার ঘাড়ে কোন মামলা চাপাচ্ছেন তার ঠিক কী? এই মুহুরি শর্মাই তো সব ঠিকঠাক করে দেয় কিনা, খোঁটার জোরে যেমন মেড়া লাফায়, তেমনি মুহুরির জোরে উকিলের বারফট্টাই। মুহুরি ছাড়া উকিল কানা বুঝলে?

আজ্ঞে বুঝলুম। তা মামলাটা সরলই বটে। এই হাঁদুদার শাশুড়ি তার মেয়ের নামে কয়েক বিঘা জমি লিখে দিয়েছিল, কিন্তু শালারা তা দিচ্ছে না।

কার শালা?

হাঁদুদার শালারা। মোট পাঁচজন।

BanglaBook.org

দলিল-টলিল আছে ?

আছে। তা মশাই, উকিলবাবুর দেখা কখন পাব ?

দেরি আছে। কাছারি থেকে ফিরবেন, জল-টল খাবেন, জিরোবেন, তবে না।

এই যে শুনলুম কাছারি আজ বন্ধ, কোন উকিল মারা গেছে বলে।

ওসব বাইরে থেকে বন্ধ থাকে। ভিতরে ভিতরে কাজকর্ম চলে।

তা মশাই, আমরা কি ওই আট নম্বরেই ?

হ্যাঁ, আট নম্বর মানে রাত দশটা ধরে রাখো।

তা আর সব মক্কেলরা গেল কোথায় ?

আছে কাছে পিঠে। নাম লিখিয়ে সব হাওয়া খেতে গেছে। এই ভ্যাপসা গরমে ঘরে বসে বসে মশার কামড় খাবে কেন বলো। উকিলবাবু নিয়ম করেছেন তিনি যতক্ষণ না এসে বসবেন ততক্ষণ পাখাও চলবে না, আলোও জ্বলবে না, বুঝলে ?

বুঝলাম। কিন্তু মশাই, আমাদের বড় ঠেকা।

ঠেকা কার নয় ?

তা হলে মশাই, আজ আর হল না। আমাদের ফিরে যেতেই হবে। জরুরি কাজ আছে।

মুহুরি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, বলি বিড়িটিড়ি আছে ?

গগন খায় না। হাঁদু মণ্ডল বলল, সিগারেট আছে।

মুহুরি হাতটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বাড়িয়ে বলল, চলবে।

সিগারেট ধরিয়ে ফোকলা মুখে হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলল, এক নম্বরে আছে সুযশ সরখেল। পুরনো মোকদ্দমা। ওহে বাপু হাঁদু মণ্ডল, গোটা পাঁচেক টাকা হবে ?

হাঁদু মণ্ডল একটু থতমত খেয়ে বলে, কেন বলুন তো।

পাঁচটা টাকা ছাড়লে নামটা এক নম্বরে তুলে দিতে পারি।

হাঁদু উজ্জ্বল মুখে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল। হাতখানা খপ করে চেপে ধরে গগন বলল, পাঁচ নয়, দুই।

একজন ঘুড়েলকে আর একজন ঘড়েল ঠিকই চিনে

BanglaBook.org

নেয়। মুহুরি হাত বাড়িয়ে বলল, চলবে।

হাঁদু মণ্ডল দু টাকার একটা ন্যাতানো নোট হাতটায় খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দিয়ে বলল, আপদ উদ্ধার করে দেন মশাই, আজ রাতে গাঁয়ে না ফিরলেই নয়।

হয়ে যাবে। ছটা নাগাদ এসো।

গগন উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, এখনও দু ঘণ্টা? সময় কাটাই কোথায়?

মুহুরি ফ্যাক করে একটু হেসে বলে, তার ভাবনা কি? ওই তো সামনে চায়ের দোকান রয়েছে। বসে যাও গিয়ে দু পাত্তর নিয়ে। আমাকেও এক ভাঁড় পাঠিয়ে দিয়ো।

চা খেয়ে আর কতক্ষণ?

চা খেয়ে একটু এগিয়ে যাও না, মনসাতলার মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দেখো গে। তা তাতে রুচি না হলে আরও একটু এগিয়ে গেলেই বাদামতলার মোড়ের ওপর বীণাপাণি বালিকা বিদ্যালয়। সাড়ে চারটে নাগাদ ছুটি হয়। পিলপিল করে সব মেয়ে বেরোবে। কাঁচা বয়স তোমাদের, দেখোগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সময় দিব্যি কেটে যাবে।

হাঁদু মণ্ডল লজ্জা পেয়ে বলে, কী যে বলেন।

মুহুরি গম্ভীর মুখ করে বলে, আহা, তাতে দোষটা কী হল শুনি! আমাদের তো মাথাপিছু মোটে একখানা করে মেয়েছেলে বরাদ্দ। বাকিগুলো যদি একটু দৃষ্টিপ্রসাদ করে দাও তাতে ক্ষতিটা কী? আর দেরি কোরো না হে, যাও গিয়ে টক করে চা-টা আগে পাঠিয়ে দাও। মাথাটা টিকটিক করছে। মুহুরির মাথা পরিষ্কার থাকলে তবে না উকিলের কেরামতি!

BanglaBook.org

দরমার বেড়া আর টিনের চালের দোকান। পিছন দিকটা খোলা, সেই দিকে একখানা পুকুর। শাপলা আর কচুরিপানায় ছেয়ে আছে। চায়ের জলটা ওই পুকুর থেকেই আসে, বোঝা

গেল।

দোকানি মাঝবয়সী লোক। গায়ের রংটি কালো, গলায় কণ্ঠি, গায়ে হাতাওলা গেঞ্জি, পরনে খাটো ধুতি। রোগা ভোগা চেহারা। খুব বিনয়ী। বসে বসে কী একখানা ছোট পুঁথি পড়ছিল ফাঁকা দোকানে।

গগন বলল, চা হবে ?

যে আজ্ঞে। সঙ্গে কী খাবেন ? বিস্কুট আছে, ডিম ভাজা আর কোয়ার্টার রুটি হবে।

গগন মাথা নেড়ে বলে, না হে না। বেলা দুটোয় দুজনে পাইস হোটেলে পেল্লায় খাওয়া খেয়েছি। শুধু চা।

তিন কাপ তো !

হ্যাঁ, মুহুরিবাবুরও এক কাপ বরাদ্দ, না ?'

যে আজ্ঞে। উনি বিস্কুট ছাড়া চা খান না। ওরে ও পল্টু, ইদিকে আয়।

পিছন দিকটায় পুকুরঘাটে একটা ছোকরা বসে বোধহয় বাসন-টাসন ধুচ্ছিল। ডাক শুনে উঠে এল। খালি গা, পরনে হাফ পেন্টুল।

উনুনে গুঁড়ো কয়লার ঢিমে আঁচে ডেকচি বসানো। পল্টু এসে উনুন খুঁচিয়ে আঁচ তুলতে লাগল।

নাক সিঁটকে গগন বলল, ক'ফোটের চা হে দোকানি ? এক ফোট না দো ফোট ?

আজ্ঞে এক ফোট।

কোথায় এক ফোট ! এ তো মনে হয় বেহান থেকে জল ফুটছে, চায়ে ভ্যাস্তামারা গন্ধ হবে যে।

দোকানি ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, কয়লা যা আক্রা, সকাল থেকে ফোটালে তো গেছি।

তা অবশ্য বটে।

জলে বগবগানি উঠল। যত্ন করেই চা-টা বানাল দোকানি। গগন চুমুক দিয়ে দেখল, চা কিছু খারাপ হয়নি। কড়া লিকার, কড়া চিনি। পল্টু দুখানা বিস্কুট আর চা মুহুরিবাবুকে দিয়ে এল।

Banglabook.org

দোকানির নামটা শুনতে পাই না ?

আজ্ঞে মরণচাঁদ দাস।

এই মুহুরি লোকটি কেমন হে মরণচাঁদ ?

লোক খারাপ নয় কিন্তু। যেমন সব হয় আর কি। সবারই পেটের টান।

আর উকিলবাবু ?

উকিল ভালই। তবে মক্কেল হচ্ছে না এখনও। হয়ে যাবে দিনে কালে। কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

কাশীগঙ্গা, বাসে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। তারপর এক ক্রোশ হাঁটা।

কাশীগঙ্গা খুব চিনি। পাশের মুক্তকেশী গাঁয়ে আমার বড় শালার শ্বশুরবাড়ি। মুক্তকেশীর কালীবাড়ির খুব নামডাক।

বোস্টম বট হে ?

যে আজ্ঞে। ভালুকবাড়ির গয়েশ মহারাজের শিষ্য।

আমারই আর ধর্মকর্ম হল না। পদে পদে কত পাপ যে হচ্ছে। পাপতাপ কাটায় কে বলো !

হাঁদু মণ্ডল বলিয়ে কইয়ে মানুষ নয়। সে ঘনঘন ঘড়ি দেখছে। সাড়ে সাতটার বাস না ধরলেই নয়। রাত দশটা থেকে যাত্রার আসর বসবে। সে-ই মুরুব্বি।

গগন চা খেতে খেতে চারধারটা দেখছিল। এ ধারে তেমন বাড়িঘর হয়নি এখনও। কচুবনে ছাওয়া। একটু দূরে একখানা জম্পেশ বটগাছ শতেক ঝুড়ি ফেলে দাঁড়িয়ে। ওদিক থেকেই কয়েকটা সাদা রঙের ফ্রক পরা মেয়ে আসছে। তাদের হাতে বা পিঠে ইস্কুলের ব্যাগ। খুব কলকল করে কথা কইছে আর হাসছে। বালিকা বিদ্যালয় ছুটি হল বোধহয়। সাড়ে চারটে বেজে গেছে তা হলে।

কাঁচা রাস্তায় এখনও এখানে সেখানে বৃষ্টির জল জমে আছে। খানাখন্দ। মেয়েগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে জল ডিঙোচ্ছে আর হাসির লহর তুলছে। গুটি চারেক ছোট, গুটি চারেক ডবকা। কথাটা মুহুরির পো খুব খারাপ বলেনি। শুনতে খারাপ— এই যা। নইলে ঠিকই তো মাথাপিছু

বরাদ্দ তো মাত্র একটি করে মেয়েছেলে। কিন্তু মেয়েছেলে যে কত।

একটা মেয়ে গগনকে একেবারে গেঁথে ফেলল। ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল, ঢলঢলে মুখ আর টানা চোখ।

রসস্থ মুখে গগন বলেই ফেলল, বাঃ, দিব্যি তো মেয়েটা!

মরণচাঁদ একটু সতর্ক গলায় বলল, উটি ছোট।

তার মানে?

উকিলবাবুর দু নম্বর। তবে তার কাছে এ কিছু নয়।

কার কাছে?

বড়টির কাছে। যেমন চেহারায় ডানাকাটা পরী, তেমনি নাচে গানে লেখাপড়ায় চৌখস। সে এখানে থাকে না। কোথায় যেন গানবাজনার কলেজে তালিম নিতে গেছে।

আর এটি?

এটিরও মেলা গুণ। নাচে, গায়, কেলাসে ফার্স্টও হয়।

উকিলবাবুর ছেলে নেই?

না। তবে ছেলের জায়গা নেওয়ার জন্য মেলা হবু জামাই ঘোরাফেরা করছে। ওই যে সাইকেলে চেপে দুজন।

বাস্তবিক পিছন থেকে দু'খানা সাইকেল পড়িমরি করে খানাখন্দে ঝকাং ঝকাং করতে করতে এসে মেয়েদের পেরিয়ে যেতে যেতে সাইকেলবাজ এক ছোকরা শিস দিল।

উকিলবাবুর ছোট মেয়ে বেশ হেঁকেই গাল দিল, রাসকেল!

ছেলে দুটো পেরিয়ে গেল।

মরণচাঁদ বলল, বড়টা গিয়ে অবধি ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে। এখন এটিও যদি যায় তবে আমার পথে বসার অবস্থা।

তার মানে কী হে মরণচাঁদ! বলছ কী?

কপালের কথাই রে ভাই। বড় গৌরী যতদিন ছিল ততদিন আমার দোকানও ছিল পয়মন্ত। সকাল সন্ধে ছেলেছোকরার ভিড়। চায়ে চায়ে ছয়লাপ, ডিমে ডিমাক্কার, কোয়ার্টার রুটি পাঁজা পাঁজা উড়ে যেত, চোখের পলকে বিস্কুট শেষ। আহা কী দিনই ছিল। গৌরীও হস্টেলে গেল,

banglaboi.org

দোকানও অন্ধকার।

তা এটির জন্য কেমন হচ্ছে ?

বয়সের ডাক দিয়েছে সবে। আসছে দু-চারজন করে ছোকরা। তবে গৌরীর বেলা যেমন হত বকুলের বেলা তেমন নয়। তবু হচ্ছে। বছরটাকের মধ্যে এটি যুবতী হয়ে উঠলে মা লক্ষ্মী আবার চোখ তুলে তাকাবেন।

বকুল উকিলবাবুর বাড়িতে ঢুকে গেল। অন্য মেয়েরা এগিয়ে গেল আরও। সাইকেলবাজ দুটো ছোকরা ফিরে এসে সাইকেল রেখে দোকানে ঢুকে বসল, বেশ হাঁফাচ্ছে দুজন।

দুটো চা।

মরণচাঁদ মধুর কণ্ঠে বলল, ডিম ভাজা লাগবে ?

লাগাও। ভাল করে লঙ্কা কুচিয়ে দিয়ো।

এই দিচ্ছি।

দুই

প্রভাসরঞ্জন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। অধিরথ তার মাজা দাবাতে দাবাতে বলছিল, তারপর ছায়াটা সাঁৎ করে সরে গেল।

প্রভাসরঞ্জন একটু ককিয়ে উঠে বলল, আহা হা, ডানদিকটায় না বাপু, মাঝখানটায় দাবাও। হ্যাঁ, তারপর কী হল ?

আজ্ঞে সরে গেল।

কার ছায়া ? মেয়েমানুষ না পুরুষমানুষ ?

বলা মুশকিল। মেয়েরও হতে পারে, ছেলেরও হতে পারে। সাঁৎ করে আসে, সাঁৎ করে সরে যায়।

তা ঘর অন্ধকার থাকলে ছায়াটা দেখতে পাও কী করে ?

অন্ধকার থাকলে দেখা যায় না। নরেনবাবুর বাড়ির বাইরে আলোটা অনেক রাত অবধি জ্বলে। সেই আলোটাই জানালা দিয়ে এসে আমার দেয়ালে পড়ে। একটা চৌখুপির মতো। তাইতেই দেখা যায়।

BanglaBook.org

হুঁ। তা হলে তো ভয়ের কথা হল। রোজই দেখো নাকি ?

প্রায়ই দেখা যায়। কাল রাতেও দেখলুম।

কী দেখলে ?

কাল অবশ্য মানুষ নয়, দেখলুম একটা গোরুর শিংওলা মাথা। জাবর কাটছে।

বলো কী ? গোরুর ভূত তো কখনও শুনিনি ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বাঁ পাশটায় একটু আলতো করে চাপ দাও। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে। গোরুর মাথা না কী যেন।

আজ্ঞে, গোরুই। সেটা পট করে আবার একটা গণ্ডারের মুখ হয়ে গেল। তারপর গণ্ডারের মুখটা একটা মেয়ে হয়ে দিব্যি নাচতে লাগল।

বাঃ বাঃ, তা হলে তো বিনিপয়সায় সিনেমা চিড়িয়াখানা সবই দেখা হয়ে গেল।

[illegible] দাদা, বড্ড ভয় পাচ্ছিলুম। শেষে বিছানার চাদরটা তুলে মুখ চাপা দিয়ে শক্ত করে চোখ বন্ধ করে রইলুম।

আঃ। হ্যাঁ, মেরুদণ্ডের তলার দিকটার বেশ করে কয়েকটা কিল মারো তো ! ... আহা, অত জোরে নয় তা বলে, আমার বড় অশৈরণ। শরীরের ব্যথাট্যাথা সইতে পারি না। হ্যাঁ, তারপর ?

আপনি তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। বলে আর লাভ কী ?

কে বললে বিশ্বাস করছি না ? খুব করছি। তোমার বড় অল্পেই অভিমান হয়। শোনো, তোমার কথা কেন বিশ্বাস করছি জানো ? ওই মোড়ের কাছে দুর্গাবাবুর বাড়িতেও ওরকম ছায়া দেখা যায়।

সত্যি বলছেন ?

আমি উকিল মানুষ, মিথ্যে কথা বলি বটে, কিন্তু অকারণে বলি না। দুর্গাবাবু নিজেই আমাকে বলেছেন ওঁর শোওয়ার ঘরে চওড়া জানালা দিয়ে ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে

BanglaBook.org

দেওয়ালে পড়ে। তিনি একটা দাড়িওলা লোকের ছায়াকে প্রায়ই দেখেন এ ধার থেকে ও ধার পায়চারি করছে।

তা হলে আমার কথাটা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে ?

খুব হচ্ছে। আর শুধু দুর্গাবাবুই বা কেন, ওই শালা ছায়াটাকে আরও অনেকেই দেখেছে। আলো আঁধারি জায়গা পেলেই বিটকেল ছায়াটা হাজির হয়ে যায়। এই ম্যাকফারলনগঞ্জে আরও অনেক কিছু আছে, বুঝলে ? কিছুদিন থাকো, টের পাবে।

এই কথাটায় অধিরথ ভারী মুষড়ে পড়ে বলল, থাকব বলেই তো আসা। কিন্তু বউদিমণি কি আর টিকতে দেবেন ? আজও দুপুরে খাওয়ার সময় মুখের ওপরেই বলে দিলেন, যা রাক্ষসের মতো খাও, এ সংসার উজাড় করে ছাড়বে দেখছি। না বাপু, এবার অন্য ব্যবস্থা দেখো।

প্রভাসরঞ্জন মিটিমিটি হেসে বলল, ওসব গায়ে মাখলে কি চলে ? সংসারে হাঁসের মতো থাকতে হয়। গায়ে কিছু মাখতে নেই।

সে না হয় না মাখলুম, কিন্তু বের তো করে দিতে পারেন।

খাওয়াটা না হয় একটু কমিয়েই ফেলো।

কমই খাচ্ছি। যা খেতুম তার অর্ধেক খাই এখন। তা সেটাও নাকি বেশি হয়ে যাচ্ছে। কী করি বলুন তো !

আরও কমাও।

আরও ? তা হলে পেটের ভিতরে যে বড্ড চুঁই চুঁই করবে।

কষে জল খেয়ে নেবে।

তাও না হয় খেলুম। কিন্তু জল যে বেশিক্ষণ পেটে থাকতে চায় না। একটু বাদেই নেমে যায়। তখন ফের পেটের মধ্যে খিদের হুলস্থুল। তার চেয়ে আপনি ঝুনঝুনওয়ালার ওখানে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। আপনি বললেই ঝুনঝুনওয়ালার গুদামে স্টোরকিপারের চাকরিটা আমার হয়ে যায়।

হবে, হবে। তুমি তো আর পর নও। ভাইয়ের শালা।

BanglaBook.org

সম্পর্কটা দূরেরও নয়। নিজের শালার মতোই। কী বলো!

আজ্ঞে যা বলেন। শালা বলুন শালা, শুয়োরের বাচ্চা বলুন শুয়োরের বাচ্চা, শুধু চাকরিটা করে দিন। তা হলে ম্যাকফারলনগঞ্জে আমি থিতু হতে পারি।

এঃ, তুমি যে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছ দেখছি। অত সহজে ভেঙে পড়লে চলে!

আপনি যে মোটে গা করছেন না। ঝুনঝুনওয়ালা না আপনার মক্কেল!

মক্কেল হলে কী হয়! সে ভারী ব্যস্ত লোক।

তা জানি। তার চারটে কারখানায় চার রকম দুনম্বরি জিনিস তৈরি হয়। বনস্পতি, সর্ষে তেল, গুঁড়ো সাবান আর মশলা। সব এক নম্বরি নামী ব্রান্ডের ছাপ্পা মেরে বিক্রি হয়। ব্যস্ত থাকারই কথা।

প্রভাসরঞ্জন মিটিমিটি হেসে বলল, এত জানলে কী [illegible]!

[illegible] করতে করতে সব খবরই বার করে এনেছি। সেই থেকে লোকটার ওপর আমার ভারী শ্রদ্ধা।

দরজার কাছে একটা গলা খাঁকারির শব্দ হল। তারপর মুহুরি বিজয়বাবুর গলা পাওয়া গেল, স্যার, মক্কেল এয়েছে।

প্রভাসরঞ্জনের মতো অলস লোক দুটো নেই। গা-গতর নাড়াতে তার ভারী অনিচ্ছে। কথিত আছে নতুন বিয়ের পর সংসার পাতার প্রথম দিনই প্রভাস বাজারে গিয়ে খুঁজে খুঁজে পচা মাছ, কানা বেগুন, ধসা আলু, নিকৃষ্ট বস্তা ঝাড়াই মশলা ইত্যাদি নিয়ে আসে। সেগুলো জোগাড় করা বড় সহজ হয়নি। মশলার দোকানি তো রীতিমতো সন্দেহই প্রকাশ করল যে, প্রভাস পুলিশের লোক, তাকে ফাঁসাতে এসেছে। যাই হোক বাড়িতে ফেরার পর বাজার দেখে নতুন বউয়ের তো গালে হাত, এ সব কী এনেছ! এ মা, তোমাকে যে ভীষণ ঠকিয়ে দিয়েছে। প্রভাস যথাসম্ভব আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করল। বউ অবশেষে বলেই ফেলল, থাক, কাল থেকে আর তোমাকে বাজারে যেতে হবে না। আমিই যাব।

BanglaBook.org

হাঁফ ছেড়ে প্রভাস বাঁচল। সেই থেকে মনোরমাই বাজার করে আসছে। দ্বিতীয় ঘটনাটা জুতো পরা ও খোলা নিয়ে। বিয়ের পর প্রথম দিন জুতো পরে কাছারি গেল বটে, কিন্তু ফিরে এসে জুতোসুদ্ধ বসে বারকয়েক বউয়ের নাম ধরে ডাকল। বউ কোনও কাজে ব্যস্ত ছিল, বলল, আসছি গো আসছি। কিছুক্ষণ পরে এসে যা দেখল তাতে বউয়ের চোখ ছানাবড়া। প্রভাস শোওয়ার ঘরের বিছানায় দিব্যি জুতোসুদ্ধ পা তুলে শুয়ে আছে। বকাঝকা হল বটে, কিন্তু প্রভাস বলল, ও বাবা, জুতো-টুতো আমি খুলতে পারব না। তিন মিনিট দেখব, তারপর জুতোসুদ্ধ শুয়ে পড়ব।

সেই থেকে আজ অবধি তার জুতো খোলার লোকের অভাব হয়নি। পরিয়েও দেওয়া হয়। কারণ জুতো পরিয়ে দেওয়া না হলে প্রভাস কাছারিতে যাবেই না। ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে থাকবে।

এই যে মক্কেল নিয়ে উকিলদের যত মাথাব্যথা সেই মাথাব্যথাটুকুও তার নেই। দু-চারজন শাঁসালো মক্কেল আছে তার। আর যারা আসে তাদের নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামায় না, মাথা ঘামায় তার মুহুরি ওই বিজয়বাবু। কারণ উকিলের পসার না হলে মুহুরির যে হরিমটর।

মক্কেল এসেছে শুনেও তাই প্রভাসের কোনও বৈলক্ষণ দেখা গেল না। সে শুধু মুখটা ফিরিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বলল, কেমন মক্কেল ?

আজ্ঞে গাঁয়ের লোক।

বিদেয় করে দিন। বলুন আজ আমি ব্যস্ত আছি।

আতান্তরে পড়ে এসেছে। জলের মতো সোজা কেস।

কত নিয়েছেন ?

আজ্ঞে বেশি নয়। দুটি টাকা। ছোট মেয়েটার অসুখ যাচ্ছে, ওষুধপথ্যির ব্যবস্থা নেই বলে—

অ। ছ'টার পর আসতে বলুন। এখন হবে না।

যে আজ্ঞে। তাই বলেছি। তবে কিনা এরা আবার সাড়ে সাতটার বাস ধরবে।

banglaboi.org

ওই ছ'টা। ছ'টার আগে নয়।

যে আজ্ঞে। বলে মুহুরি গুটগুট করে চলে গেল।

প্রভাস নিমীলিত নয়নে চেয়ে বলল, ঘুষখোর! ঘুষখোর! ব্যাটা এক নম্বরের ঘুষখোর। দিব্যি ছুটির দিনটা শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছিলুম, এখন এই লোকটার জন্যই উঠতে হবে, জামা পরতে হবে, একতলায় নামতে হবে, মক্কেলের সঙ্গে বকবক করতে হবে, সোজা সরল জিনিসকে প্যাঁচালো করে তুলে মক্কেলের মাথা ঘুরিয়ে দিতে হবে। বিজয় মুহুরির জন্যই আমার জীবনে শান্তি নেই, বুঝলে! ব্যাটাকে না তাড়ালে আর চলছে না।

তা দিন না তাড়িয়ে। ওর জায়গায় আমাকেই মুহুরি করে নিন বরং।

ওরে বাবা, তাড়াব বললেই কি তাড়ানো যায়! বিজয় মুহুরি হল চিত্রগুপ্ত। যত দলিল দস্তাবেজ, মামলার নথি সব ওর পেটের মধ্যে গিজগিজ করছে। ঘুষ-টুষ খায় বটে, কিন্তু কাজের লোক। ধরে বেঁধে আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় বলে দুবেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছি। নইলে না খেয়ে মরতে হত।

কিন্তু সবাই যে বলে, আপনার মতো উকিল হয় না! প্রভাস উকিল যার কেস হাতে নেয় তাকে নাকি আর ভাবতে হয় না!

বলে নাকি?

মাইরি বলে। মা কালীর দিব্যি। তবে সবাই এও বলে, আপনার নাকি ভারী আলিস্যি, কাজকর্ম করতে চান না।

ওরে বাবা! কাজের কথা আমার সামনে উচ্চারণও কোরো না। কাজকর্মকে আমি ভারী ভয় পাই।

কিন্তু শরীরটা তো ভগবান কাজ করার জন্যই দিয়েছেন, বসিয়ে রাখার জন্য তো নয়।

ওরে বাপু, ভগবান তো আর কমিউনিস্ট নন যে সব এক ছাঁচে গড়বেন। তিনি কাজ করার লোকও পাঠান, আবার কুঁড়েমি করার লোকও পাঠান। নতুনপাড়ার সদাশিবের

ব্যায়ামাগারে গেছ কখনও। দেখবে সেখানে সকাল-সন্ধে কিছু ছেলে ছোকরা হাপুর হুপুর ব্যায়াম করে অ্যাই তাগড়াই চেহারা বানাচ্ছে। দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।

কিন্তু ব্যায়াম তো ভাল জিনিস দাদাবাবু! শরীর ভাল থাকে। গায়ে জোর হয়, রোগ বালাই থাকে না। আমিও করতুম। কিন্তু খাওয়ার টান পড়ায় আর করি না। ব্যায়ামের সঙ্গে ভাল খাবার না জুটলে টিবি হয়ে যাবে।

তুমি ব্যায়ামও করতে নাকি?

বিস্তর। ব্যায়াম করতুম বলেই তো ভাল মাসাজ করতে পারি।

নাঃ, তুমি দুনিয়াতে টিকে থাকতেই এসেছ দেখছি।

কী যে বলেন! টিকে থাকাটা কি অত সোজা? শুধু ব্যায়ামে কী হয়? আরও এলেম লাগে। এই যে দেখুন, এ বাড়ির বউদিমণিকেই ম্যানেজ করতে পারলুম না এখনও। অথচ কোথাকার কে উটকো লোক সমীরণ এসে বাড়িতে চা-বিস্কুট ওমলেট খেয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কত খাতির করে কথা বলছেন বউদিমণি! পারলাম আমি সমীরণ হতে? চেষ্টা কিছু কম করিনি মশাই।

প্রভাস একটু কেতরে অধিরথের মুখটা দেখে নিয়ে বলল, সমীরণ রোজ আসে নাকি?

রোজ কি বলছেন! দোবেলা আসছে।

কখন আসে?

এই ধরুন সকালের দিকে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ, আপনি কাছারিতে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই।

তখন চা ওমলেট খায়?

না। তখন চা-বিস্কুট। বিস্কুটে পুরু মাখন মাখানো থাকে।

আর বিকেলে কখন আসে?

সন্ধেবেলা, যখন আপনি নীচের ঘরে মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

তখন ওমলেট?

BanglaBook.org

হ্যাঁ, ডবল ডিমের। সমীরণ "না, না" করে আর বউদিমণি খুব আদর করে বলেন "খাও, খাও"। সমীরণ খেয়ে নেয়। আদর করে দিলে কে না খায় বলুন। আমি তো অনাদরে দিলেও খাই। বাড়িতে ডিমেরও অভাব নেই। কুড়িটা মুরগি আর বারোটা হাঁস দোয়ারে ডিম পেড়ে যাচ্ছে। ডিম পাড়তে পাড়তে হাঁফ ছাড়ার সময় পাচ্ছে না। কিন্তু কথা সেটা নয় দাদাবাবু। সমীরণকে দেখার পর থেকে আমি সমীরণের মতো হওয়ার বিস্তর চেষ্টা করেছি। লাভ হচ্ছে না।

প্রভাস একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, হুঁ।

হওয়াটা অবশ্য সোজাও নয়। সমীরণ একশো কুড়ি ঘণ্টা নাগাড়ে সাইকেল চালিয়ে একসময়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। সে ভাল ফুটবল আর ক্রিকেট খেলে। দারুণ গজল গায়। আর চেহারাটাও বলতে নেই, খুবই ভাল।

প্রভাস ঘোর অন্যমনস্কতার মধ্যে বলল, হুঁ।

ভগবানের একচোখোমি ছাড়া একে আর কীই বা বলা যায় বলুন। এক একজনের মধ্যে এমন ভাল ভাল জিনিস পুরে দেন যে তার ফাটো ফাটো অবস্থা। এই সমীরণের কথাই ধরুন। বড়লোকের ছেলে, তার ওপর চেহারাটা ভাল— সে না হয় বুঝলুম। কিন্তু তার সঙ্গে আবার গানের গলাটাও অমন ভাল হওয়ার দরকারটা কী ছিল? আচ্ছা সেও না হয় হল, কিন্তু সেই লোকটারই আবার ফুটবলের পা বা ক্রিকেটের হাতটাও কেন অত উঁচুদরের? আবার সেখানেই ভগবান ক্ষান্ত হননি, ওই একই লোককে দিয়ে একশো কুড়ি ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে নিয়ে লোকটাকে একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে করে দিলেন।

এবার অন্যমনস্কভাবে নয়, অতি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করে প্রভাস বলল, হুঁ।

কিন্তু প্রভাস উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বলে ভ্রূকুটিটা দেখতে পেল না অধিরথ। প্রভাসের শিরদাঁড়া বরাবর অতি যত্নে একটা আলতো মাসাজ করতে করতে সে বলল, ডিমের কথাটাই ধরুন। অতগুলো হাঁস-মুরগি মিলে ডজন ডজন

BanglaBook.org

ডিম পাড়ছে। বউদি সেই ডিম বিক্রি করে পয়সা পাচ্ছেন। সমীরণ এসে ডিম খেয়ে যাচ্ছে। এসোজন বোসোজনেরা খাচ্ছে। তা খাক। যার ডিমের কপাল সে খাবে, কার কী বলার আছে! কিন্তু পরশুদিন যে চেঁচামেচিটা হল সেটা কি ন্যায্য হয়েছে, বলুন!

কীসের চেঁচামেচি?

ঘটনাটা হল, হাঁসগুলো পুকুরে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একটা মাদি ডিমের বেগ সামলাতে পারেনি, ভচাক করে বাগানের ঘাসের ওপর একটা ডিম পেড়ে ফেলেছে। ডিমটা তখনও শক্ত হয়নি, থলথল করছিল। কাকপক্ষীতেই খেত, তা আমি দেখলুম ডিমটা লোকসানে যায় কেন, তাই টপ করে হাতের কোষে তুলে নিয়ে কপ করে গিলে ফেললুম।

ওয়াক....

দুঃখিত অধিরথ বলল, আপনার ঘেন্না হল বুঝি! আমার তো সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে।

ওয়াঃ....

আচ্ছা থাক, ও কথা আর বলব না। তবে বউদিমণি দোতলা থেকে দেখে এমন চেঁচামেচি জুড়লেন যে লোক জমে গেল। হাঁসের পাছা থেকে ডিম চুরি করেছি বলে হাটুরে কিল খাওয়ার উপক্রম। তাই বলছিলুম সকলের কি এক কপাল? সমীরণ ডিম খেতে চায় না, বউদিমণি তাকে সাধাসাধি করে খাওয়ান। আর আমাকে কেউ কখনও ডিম খাওয়ার কথা ভুলেও জিজ্ঞেস করে না, তার ওপর একখানা পড়ে পাওয়া ডিম খেয়েছি বলে কী অপমান!

তুমি কি আমার কাছেই আমার বউয়ের নিন্দে করার চেষ্টা করছ নাকি হে?

একগাল হেসে অধিরথ বলে, নিন্দে! কী যে বলেন। আসলে নিজের দুঃখের কথা বলতে গেলেই কথাগুলো একটু অন্যের নিন্দের মতো শোনায় বটে। একজনের দুঃখের কারণ তো অন্যরা। কী বলেন?

তা ঠিক। না হে আমি কিছু মনে করিনি। আমি অলস

BanglaBook.org

লোক, চারদিকে কী সব হচ্ছে তার ওপর নজর রাখতে পারি না। এরকম খবরটবর পেলে চারদিকটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়। তুমি চালিয়ে যেতে পারো।

চালিয়েই তো যেতে চাইছি। কিন্তু তিষ্ঠোতে পারলে তো! মান অপমানের বালাই আমার নেই। তবে ঘাড়ধাক্কা দিলে তো আর কিছু করা যাবে না। কথায় আছে প্রহারেণ ধনঞ্জয়।

তুমি কী বুঝছ। মন্দা কি ততদূর যাবে?

লক্ষণ ভাল বুঝছি না। রোজই তো অন্য ব্যবস্থা দেখার কথা বলছেন। কীসে যে ওঁকে ভেজানো যায় সেটাই ধরতে পারছি না।

গম্ভীর মুখ করে প্রভাস বলল, তুমি তো মোটে কয়েকদিন ধরে দেখছ, আমি বিশ বছর ধরে চেষ্টা করেও ধরতে পারিনি। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু উনি তো আপনাকে খুবই ভক্তি করেন।

কী করে বুঝলে?

রোজ জুতো পরিয়ে দেন, জুতো খুলে দেন, বাজারহাটে পাঠান না, সর্বদা তটস্থ।

ছাই বুঝেছ। ওসবের অন্য কায়দা আছে। আমাকে যদি ভক্তিই করত তা হলে ওই সমীরণ ছোঁড়াকে আসকারা দিত না। ছোঁড়ার গুণ আছে মানছি, কিন্তু ছোঁড়া ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানোর টাইপ। মন্দাক্রান্তা ওর চটক দেখে ভুলেছে।

জিব কেটে অধিরথ বলল, ছিঃ ছিঃ, শুনলেও পাপ হয়। বউদিমণিকে তো আপনি সুখে মুড়ে রেখেছেন, ওঁর কি আর কোনও ছেলেছোকরাকে দরকার আছে?

ওঃ হোঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না হে। আমি কি বললুম যে, মন্দাক্রান্তা তার নিজের জন্য সমীরণকে পছন্দ করেছে?

তবে?

ওকে জামাই করতে চায়। কিন্তু আমি যতদূর জানি,

BanglaBook.org

গৌরী মোটেই ওকে পছন্দ করে না।

ওঃ, এইবার ব্যাপারটা ভারী পরিষ্কার হয়ে গেছে। এ তো জলের মতো সোজা ব্যাপার। আমি ভেবে মরছি, বউদিমণি কি শেষে একটা ফচকে ছোঁড়ার ফাঁদে জড়িয়ে গেলেন! না হবেই বা কেন, বউদিমণির চেহারাটা তো এখনও বড়ই কাঁচা বয়সের মেয়ের মতো।

অ্যাঁ! তোমারও হাবুডুবু অবস্থা নাকি?

খুব লজ্জা পেয়ে অধিরথ বলে, কী যে বলেন! যা সত্যি তাই বললাম, মনে পাপ থাকলে বলতাম কি?

ওহে বুরবক, তাতে আমি কিছু মনে করিনি। শুধু তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি যে, ওটাই হল লাইন।

কোনটা?

আমার বউ মন্দাক্রান্তা তার চেহারার প্রশংসা করলে খুশি হয়। যদি খুশি করতে চাও তবে ওই লাইনটা ধরো। নইলে আনতাবড়ি তেল দিয়ে গেলে কোনও লাভ হবে না।

চেহারার প্রশংসা! ওরে বাবা, সে আমি পারব না।

কেন ভয়টা কী?

মেয়েদের চেহারার প্রশংসা করা খুব বিপজ্জনক। কথার একটু এধার ওধার হয়ে গেলেই মারধর খাওয়ার সম্ভাবনা।

আহা, খুব সূক্ষ্মভাবে শুরু করেই দেখো না! ধরো, প্রথম দিনটা বললে, বউদি, আপনার কী ঘন চুল! ব্যস সেদিন আর এগোবে না। দু দিন ফাঁক দিয়ে একদিন হয়তো বললে, বউদি, আপনার গায়ের রংটা এমন গোলাপি হল কী করে? এইভাবে খুব সূক্ষ্ম চাল দিতে হয়, তাও মুড বুঝে।

কেমন ভয়-ভয় করছে। শেষে হিতে বিপরীত হবে না তো। মানুষ যাকে দু চোখে দেখতে পারে না সে প্রশংসা করলেও রেগে যায়।

আহা, তা বলে রিস্ক নেবে না নাকি?

আজ্ঞে, ন্যাড়া বেলতলায় কবার যায় বলুন! দিগিনবাবুর স্ত্রীর দাঁতের প্রশংসা করে কী বিপদেই পড়েছিলুম।

দিগিনবাবুটা আবার কে?

BanglaBook.org

আমার মাসতুতো দাদার খুড়শ্বশুর। নয়াগঞ্জের বিখ্যাত পাটের কারবারি। কাজকর্মের ধান্দায় তাঁর ওখানে গিয়ে কিছুদিন জুটে গিয়েছিলুম। সেখানেও একই অবস্থা, মিয়া অরাজি ছিল না, কিন্তু বিবি রাজি নয়। তা সেই খুড়িমার বয়স বেশি নয়। চল্লিশ বিয়াল্লিশের মধ্যে। চেহারা শাকচুন্নির মতো। হাকুচ কালো বলে রক্ষা, কারণ চোখ নাক মুখ বোঝাই যেত না। তবে হ্যাঁ, দাঁতগুলো ছিল ভারী ঝকঝকে। আমি প্রশংসা করার মতো আর কিছু না পেয়ে একদিন রাতে খেতে বসে তাঁর দাঁতের খুব প্রশংসা করতে লাগলুম। এমন ঝকঝকে দাঁত দেখিনি, একেই তো বলে মুক্তোর মতো দাঁত, মধুবালার দাঁতের সঙ্গেও তুলনা দিয়ে ফেললুম।

মধুবালার দাঁত কেমন ছিল ?

তা কে জানে ! আন্দাজে লাগিয়ে দিলুম। কিন্তু শেষ অবধি মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে বলে ফেলেছিলুম, এত মুক্তোর দাঁত যেন মনে হয় সদ্য বাঁধানো। ব্যস, অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে গেল !

কেন ? উপমাটা তো খারাপ হয়নি !

খারাপ হয়নি ! বলেন কী ? ভদ্রমহিলার দাঁত যে সত্যিই বাঁধানো ছিল ! কেউ টের পেত না, এই যা। অনেক পয়সা খরচ করে বড় ডেন্টিস্টকে দিয়ে বাঁধিয়ে ছিলেন। এই কথার পর তদ্দণ্ডেই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। খাওয়াটা অবধি শেষ করতে দেননি।

সেই জন্যই তো বলছি, বাড়াবাড়ি করবে না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে প্রশংসা করতে থাকবে। ভয় নেই, মন্দাক্রান্তার দাঁত বাঁধানো নয়। তবে দাঁতের প্রশংসা না করাই ভাল। ওর দাঁত তেমন সুবিধের নয়, কালো কালো ছোপ আছে।

ঘরে বজ্রাঘাতের মতো একটা তীক্ষ্ণ গলা বেজে উঠল, কার দাঁতে কালো কালো ছোপ ?

দরজায় মন্দাক্রান্তাকে দেখে অধিরথের হাতে স্তম্ভন মতো হয়ে গেল। অবশ্য দুঁদে উকিল প্রভাসরঞ্জনের তেমন

BanglaBook.org

বৈলক্ষণ দেখা গেল না। খুব উদার গলায় বলল, আর বোলো না, পাকড়াশিবাবুর ছেলের বউয়ের কথা বলছিলাম। দেখতে সুন্দরী হলে কী হয়, দাঁত সুবিধের নয়।

তুমি এখনও শুয়ে শুয়ে গা টেপাচ্ছ! কটা বাজে খেয়াল আছে?

কটা বলো তো!

ছটা বাজতে পাঁচ মিনিট। নীচে মক্কেল বসে আছে। বিজয়বাবু তিন চারবার ওপরে এসে ঘুরঘুর করে গেলেন।

এই উঠছি। ওহে অধিরথ, একটু টেনে তোলো তো। ওঃ শরীরটা নিয়ে এত টানাহ্যাঁচড়া আর পারি না বাপু।

মন্দাক্রান্তা বলল, এরপর ব্লাডসুগার হবে, কোলেস্টোরাল হবে, এই বলে রাখছি। বাতে তো ধরল বলে।

সে এমনিও হবে, ওমনিও হবে।

মন্দাক্রান্তা এবার তার বড় বড় চোখ অধিরথের দিকে ফেরাল। সেই চোখের এমনই তীক্ষ্ণতা যে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেতে হয়। মন্দাক্রান্তা তার দিকে চেয়ে বলল, আর তুমি কী ভেবেছ? অ্যাঁ! দাদাবাবুর সেবা করেই এ বাড়িতে গ্যাঁট হয়ে শেকড় গেড়ে বসবে?

আজ্ঞে না।

আর অত গুজগুজ ফুসফুস কীসের? লাগানি ভাঙানি স্বভাব তো মোটেই ভাল নয়।

কী যে বলেন বউদিমণি! লাগানি ভাঙানি নয়, এই দুটো সুখদুঃখের কথা হচ্ছিল।

বলি কেরাসিন তেলের লাইনটা দেবে কে শুনি? সকালে যে বলে রেখেছিলুম আজ মতিনের দোকানে কেরাসিন দেবে সে কথা মনে আছে? এতক্ষণে লম্বা লাইন পড়ে গেছে নিশ্চয়ই, তেল যদি ফুরিয়ে যায় তখন কী হবে?

এই যাচ্ছি। তা ইয়ে, বউদিমণি।

আবার কী হল?

বলছিলাম কি, আপনার চুলগুলো কী সুন্দর। মেঘের মতো।

BanglaBook.org

আ মোলো। হঠাৎ চুলের কথা উঠল কেন? অ্যাঁ! মতলবটা কী তোমার?

শোওয়া থেকে অতি কষ্টে উঠে বসে প্রভাস দম নিচ্ছিল। একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, আহা, ভাল জিনিসের প্রশংসা আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। রাগারাগির কী আছে?

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। ভাল জিনিসের প্রশংসা না হাতি। এটা মিটমিটে বদমাশ।

বড্ড থতমত খেয়ে গিয়েছিল অধিরথ। অবস্থা বেসামাল দেখে তাড়াতাড়ি বলল, কী যে বলেন বউদি! আপনি মায়ের মতো!

এই কথায় যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল মন্দাক্রান্তা, কী? মায়ের মতো! কেন, তোমার মায়ের মতো হতে যাব কোন দুঃখে? এঃ, কচি খোকা যেন! মায়ের মতো! কেন, আমার কি চুল পেকেছে না দাঁত পড়েছে যে তোমার মতো দামড়ার মা হতে যাব!

প্রভাসরঞ্জন ব্যাপারটা খুবই উপভোগ করছিল। কালোয়াতি গান শুনে যেমন সমঝদার মাথা নাড়ে তেমনি মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, কথাটা খুব ঠিক। বউদি হল বউদি, মা হল মা। তেলে জলে মিশ খাওয়ানো ঠিক নয়। ওহে অধিরথ, তুমি বরং একটা ক্ষমা চেয়ে নাও।

অধিরথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, বলল, যে আজ্ঞে। বউদিমণি, আমাকে ক্ষমা করে দিন আজ্ঞে।

থাক থাক। এখন দয়া করে যাও, কেরোসিনটা নিয়ে এসো।

মন্দাক্রান্তা চলে যেতেই অধিরথ কাঁচুমাচু হয়ে বলল, দেখলেন তো! কোনও দিক দিয়েই সুবিধে করতে পারছি না। চুলের প্রশংসায় চটে গেলেন, মা বলায় খাপ্পা হলেন। কোনখানটায় গণ্ডগোল হচ্ছে বলুন তো!

টাইমিং-এ। সব কথাই সময় বুঝে বলতে হয়। যখন তখন বলতে নেই।

BanglaBook.org

এসব শেখার একটা ইস্কুল থাকলে ভাল হত।

সংসারটাই ইস্কুল।

তিন

সই, অদ্য আমার শেষ রজনী।

সে তো জানি, আজ তুই মরবি, গা শিরশির করছে না? ভয় ভয়! কেমন কেমন লাগছে না?

বলিসনি, বলিসনি সই, কী যে উথাল পাথাল হচ্ছে বুকের মধ্যে সে আমিই জানি। আজ আমি যেন আমিই নই। আমার ভিতরে এক পাগলি আজ যেন গায়ে ধুলোবালি মাখছে, বাতাসে চুল উড়িয়ে হি হি করে হাসছে। আবার হাপুস নয়নে কাঁদছে। আজ আমি নিজেকে চিনতেই পারছি না।

মাগো! শুনে আমারই কেমন ভয় ভয় করছে! হ্যাঁ রে, মরণে পেলে কি লোকে পাগল হয়?

কে জানে। পাগল হলেই বরং মরণে পায়।

আর সে? যার জন্য মরলি সে কি জানল?

না সই, যার জন্য মরলুম সে তো কখনও চোখ তুলে তাকালই না আমার দিকে। জানলই না যে এই বুকে তার জন্য এক সমুদ্দুর ভালবাসা ছিল।

তা হলে এ কেমন মরণ হবে তোর? বড্ড একলা, বড্ড নিরালা হবে যে!

মরণ তো একলারই।

তোর কাঁদতে ইচ্ছে করছে না?

খুব। বুকটায় দাউদহন। মরণে জুড়োবে কি না কে জানে!

BanglaBook.org

ওই দ্যাখ সই, পটলবাবু আজও কেমন বুড়ো শিবতলার মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চুলে সিঙ্গাড়া, সরু গোঁফ, লম্বা জুলপি, পাতলা ঠোঁটে কেমন মিচকে হাসি! সাজের বহর দেখেছিস? কালো পাতলুন, মুগার পাঞ্জাবি। কাছে গেলে

হয়তো আতরের গন্ধও পাবি। তোকে চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে।

দেখেছি।

ও তোকে চায়।

জানি। মেয়েমানুষ হল আপনা মাসে হরিণা বৈরী। শরীর চাওয়ার কত লোক আছে। পটলবাবু আমাকে চায় না, আমার শরীরটা চায়। যদি আমি শুধু শরীরটাই হতুম!

কেন, রাঘবেন্দ্র বলে সেই ছেলেটা! কী সুন্দর দেখতে। কী ভাল কবিতা লিখত। তোকে কবিতায় কতবার চিঠি দিয়েছে!

হ্যাঁ সই, আমি ছিলুম তার কবিতার পারুল। আমার চোখ নিয়ে, ঠোঁট নিয়ে, গালের আঁচিলটি নিয়ে কী সুন্দর উপমা সাজাত। তার লেখার মধ্যে যে-আমি ফুটে উঠতুম সে ভালবাসত তাকে। সে অর্ধেক মানবী, অর্ধেক কল্পনা। রক্তমাংসের এই আমিকে সে সইতে পারত কি কখনও? যদি না পারে সেই ভয়ে আমি তাকে বরাবর দূরে রেখেছি। আমি জানি ওর আনন্দ শুধু আকাঙ্ক্ষায়, পাওয়ায় নয়।

কিন্তু বুড়ঢা যে তোকে নিয়ে কখনও কবিতা লেখেনি, তোর জন্য সাজগোজ করে কখনও বুড়োশিবতলায় দাঁড়িয়ে থাকেনি! তার জন্য তা হলে মরবি কেন?

না, সে কখনও আকাঙ্ক্ষা করেনি, কামনাও করেনি আমাকে। সে আমাকে চোখ তুলে দেখেওনি কখনও।

কী আছে তার বল তো! দেখনসই চেহারা নেই, বড় ডিগ্রি নেই, সে শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

না, তার কোনও চটক নেই, প্রেমিক হওয়ার মতো কোনও গুণও নেই। কিন্তু তোর ঘরে যদি কখনও আগুন লাগে, তখন দেখিস, সে-ই সবার আগে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেবার যখন চুর্নী নদীর বাঁধ ভেঙে গভীর জলে ভেসে যাচ্ছিল শহরতলি তখন সেই পাগলা স্রোতে একটা লোক সাতজন লোককে টেনে তুলেছিল স্রোত থেকে। সে দুঃখীর বন্ধু, তার মন বড় ভাল। চক্কোত্তিমশাই বলেন, বুড়ঢা হল

banglabook.org

ভগবানের লোক।

এ মা! তুই আজ জীবনের শেষ কাজটা করতে যাচ্ছিস আর চক্কোত্তিমশাইকে প্রণাম করে এলি না!

পাগল! ও মুখ দেখলে কি আর মরার সাধ হবে? ইচ্ছে করেই যাইনি। চক্কোত্তিমশাইকে সেদিন দেখতে গিয়েছিলাম, একটু হেসে সুর করে দুলে দুলে বললেন, ভালবাসার নিদানে, পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধু পেলে কোনখানে। শুনে আমি কেঁপে ঝেঁপে মরি, আর চক্কোত্তিমশাইয়ের সে কী দুলে দুলে হাসি! মনের কথা বড্ড বুঝতে পারেন যে!

তা হলে তুই সত্যিই মরেছিস।

মরে বাঁচলুম, বাব্বাঃ, ভালবাসার যা ঝক্কি! কখন একটু তাকে এক পলক দেখা যাবে সেই জন্য সারাদিন চাতকিনীর মতো অপেক্ষা। ক্ষণে ক্ষণে বুক কাঁপে, ক্ষণে ক্ষণে গলা শুকোয়, পদে পদে কাজ ভণ্ডুল হয়ে যায়। উৎকণ্ঠায় মরি, ভয়ে কাঁপি, তার মুখখানা ছাড়া চোখের আর সব ছবি আবছা হয়ে যায়। কতবার হোঁচট খাই, কতবার এক কথার আর এক জবাব দিই, বুক কেঁপে কেঁপে সারাদিন কতবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে!

কোথায় মরবি সই?

ওঃ, সে বড় সুন্দর জায়গা। পাতালদীঘির ধারে ভাঙা মন্দিরের পাশে কী সুন্দর একটা কুঞ্জবন আছে। মাধবীলতায় ছাওয়া। সেইখানে বসে জন্মের শোধ একটু কাঁদব। একটু তার কথা ভাবব। একটু একটু সকলের কথাই ভাবব। তারপর ঝাঁপ দেব জলে।

ডুববি? ডুববি কী করে? তুই যে সাঁতার জানিস! সাঁতার জানলে কেউ ডোবে না।

পায়ে ইট বেঁধে নেব শক্ত করে। পাতালদীঘির জলের নীচে সনাতনীর ভূত থাকে, জানিস। কেউ মরতে এলে সনাতনী তাকে জলের নীচে টেনে নেয়।

মাগো! তোর কী সাহস!

সাহস। মোটেই না। ভয়-ভয় করছে, গা শিরশির করছে,

BanglaBook.org

দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। মরতে কারও সাধ হয় বল! জীবন কত সুন্দর!

তা হলে কেন মরবি?

উপায় নেই বলে।

বুড়ো শিবতলা পার হয়ে এল পারুল। তারপর নির্জন রাস্তা আর ঝোপজঙ্গল। হাঁটতে হাঁটতে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছে সে। সে যেন একা পারুল নয়, দু'টো পারুল। দুই পারুলের রোজ কত কথা হয়। যখন আর কেউ থাকে না তখনই পারুলের সঙ্গে পারুলের যত কথা।

বাঁ ধারে বিশাল অন্ধকার একটা বাঁশবন। তারই ভিতর দিয়ে সরু একটুখানি রাস্তা। ঝরা পাতার ওপর পা ফেলে পারুল যাচ্ছে আর চারদিকে সরু সরু ছায়ার শরীর বাতাসের মর্মরধ্বনির ভিতর দিয়ে বলতে লাগল, হায় হায়, হায় হায়। প্রায় অশ্রুত সেই অশরীরী কোলাহল আজ শুনতে পাচ্ছিল পারুল।

চোখের জল মুছে ঝরা পাতার গালিচার ওপর খুব ধীর পদক্ষেপে পথটুকু পার হল সে। সামনেই ভাঙা মন্দিরের চাতাল। একটা সবুজ লাউডগা সাপ একটা ঝোপ থেকে নেমে বয়ে গেল আর একটা ঝোপের দিকে। তক্ষক ডাকল। একটা গিরগিটি তাকে দেখে একটু থমকে পথ ছেড়ে সরে গেল।

পাতালদীঘির নিথর জলে হঠাৎ প্রেতের শ্বাস বয়ে গেল বুঝি। লক্ষ লক্ষ ঢেউ নেচে উঠল জলের ওপর। ঢেউ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল পারুলকে, আয় আয়। এখানে জলের তলায় কত খেলা তোর, কত ছুটি, কত শান্তি। আয়...আয়...

জলে নামতেই যা দেরি। তারপর সনাতনীই টেনে নেবে তাকে, পারুল জানে। গত একশো বছর ধরে সনাতনী কত মেয়েকে টেনে নিল পাতালে!

এই তার কুঞ্জবন। কিছু বুনো ঝোপের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা একটুখানি ঘাসজমি। দুপুরেও বৃষ্টি হয়েছিল খুব। ঘাসের

BanglaBook.org

গোড়ায় থকথক করছে কাদা। জোঁকও আছে। পারুলের আজ আর জোঁকের ভয় নেই। সে খুব ধীরে ঘাসের ওপর বসল। ঠাণ্ডা মাটির শিরশিরানি উঠে এল শরীরে। দু'খানা হাঁটু জড়ো করে দু'হাতে জড়িয়ে থুঁতনিটা তার ওপর রেখে চেয়ে রইল জলের দিকে। এখনও একটু আলো আছে। ক্রমে উঠে আসছে ছায়া, অন্ধকার।

কাঁদল পারুল। ফুলে ফুলে, কেঁপে কেঁপে, তার উনিশ বছরের জীবনের কত কথা যে ঝড়ে উড়ে আসা কুটোবাটার মতো মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল! কতজনার মুখ ভেসে এল চোখের সামনে।

মেঘের ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের একটু ম্লান আলো এসে পড়ল দীঘির জলে। জল থেকে একটা ছায়া উঠে এল। শূন্যে ঘুরে ঘুরে সেই ছায়া নানা বিচিত্র নকশা বুনে চলল চারদিকে। পারুল জলভরা আবছা চোখে দেখতে পেল না তা।

দু'টো থান ইট জড়ো করা ছিল। কোমর থেকে দু'গাছা দড়ি বের করল পারুল। তারপর শক্ত করে দু'পায়ে দু'টো ইট বাঁধল। পারবে কি? পারবে। মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করল সে, পারলুম না বলে ক্ষমা কোরো ঠাকুর। পরের জন্ম যদি পাই...

আলো মরে এল।

একটা মেঘ এসে ঢেকে দিল সূর্যকে। হতাশ একটা ছায়া বাঁশঝাড়ে বাদুড়ের মতো ঝুলে রইল।

একটা ঝটকায় উঠে দাঁড়াল পারুল।

মা গো! বলে জলে ঝাঁপ দিল।

এখানে জল খুব গভীর। এখানে জলের রং মিশমিশে কালো। এখানে জল বরফের মতো ঠাণ্ডা।

বুক থেকে শেষ বাতাসটুকু বুদবুদ হয়ে গাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে। অতল জলে ডুবছে পারুল। সনাতনীর দু'খানা শক্ত হাত কি চেপে ধরে আছে তার পা? কতদূর আর কোন অতলে তলিয়ে যাবে সে? কোন অন্ধকারে?

BanglaBook.org

কিন্তু কোথায় অন্ধকার ? ফুটফুট করছে আলো। জলের তলায় চৌকি পাতা। ধপধপে সাদা বিছানায় চক্কোত্তিমশাই বসে আছেন। তাকে দেখে দুলে দুলে হেসে বললেন, ভালবাসার নিদানে, পালিয়ে যাওয়ার বিধান বঁধু পেলে কোনখানে ?

ভারী লজ্জা পেল পারুল। অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে হাসতে হাসতে বলল, তামাক সেজে দিই চক্কোত্তিমশাই ?

দে।

উকিলবাবুর আজ মুড নেই। ছ'টায় নামলেন বটে, কিন্তু ঘন ঘন হাই উঠছে, চোখ দু'খানাও ঢুলু ঢুলু।

কী ব্যাপার বলো তো হে ? বলে চেয়ারে বসে ঠিক দু'মিনিট কথা শুনলেন। তারপর নাকটা কুঁচকে, ভুরুতে ভাঁজ ফেলে বললেন, অ। তা সময় লাগবে বাপু। দলিল টলিল এনেছ ?

শশব্যস্তে হাঁদু মণ্ডল দলিল বের করল। উকিলবাবু সেখানা ছুঁলেনও না। বললেন, মুহুরিবাবুর কাছে রেখে একখানা কাঁচা রসিদ নিয়ে যাও। পরশু দিন এসো। দলিল টলিল দেখতে হবে।

আজ্ঞে, আপনার দক্ষিণা ?

দু'শো টাকা। ওই মুহুরিবাবুর কাছেই রেখে যাও।

ভরসা দিচ্ছেন তো উকিলবাবু ?

দেওয়ানি মামলা বাপু, কতদিন চলে আগে তাই দেখো। ততদিনে তুমি আমি দু'জনেই ফৌত হয়ে যেতে পারি।

গগন হঠাৎ বলল, আমি হাঁদুদাকে বললুম মামলা না করে শালাদের সঙ্গে মিটিয়ে নিতে। আধাআধি ছাড়লে তারা রাজিও ছিল। কিন্তু হাঁদুদা বলছে, কানাকড়িও ছাড়বে না।

উকিলবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, সব বখেরাই যদি আদালতের বাইরে মিটে যায় তা হলে উকিলকে যে না খেয়ে মরতে হবে বাপু।

গগন লজ্জা পেয়ে বলে, কী যে বলেন !

BanglaBook.org

উকিলবাবু কিছু উত্তেজিত। বললেন, আচ্ছা, তা হলে এসো গিয়ে।

একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই দু'জনে বেরিয়ে এল। সন্ধে হয়ে এসেছে। হাঁদু মণ্ডলের ঘড়িতে ছ'টা কুড়ি। শেষ বাস ছাড়বে সাড়ে সাতটায়। বাজারের দোকানে বসে আর এক কাপ চা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে।

কী বুঝলি গগন ? কেসটা নিল তো !

নেবে না কেন ? উকিলরা আবার কবে কেস না নেয় ? তবে তোমার কিন্তু জলের মতো টাকা বেরিয়ে যাবে দেখো। দেখলে তো, দলিলটা একবার ছুঁয়েও দেখল না, দুশো টাকা পকেট থেকে বেরিয়ে গেল। এরকম রেট-এ গেলে তোমার জমির যা দাম তার দশগুণ বেরিয়ে যাবে।

তবে কি শালাদের কাছে মাথা নোয়াব নাকি ?

প্রেস্টিজ ধুয়ে শেষে জল খেতে হবে বলে রাখছি।

তাই খাব। তবু সহজে ছাড়ব না।

দু'জনে নির্জন রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। ডান পাশে একটা বাঁশঝাড় পেরনোর সময় হঠাৎ গগন চিৎকারটা শুনতে পেল, মা গো !

তারপরেই জলে ঝপাং শব্দ।

গগন দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, কী হল বলো তো ?

হাঁদু বলল, কোথায় কী ?

একটা চিৎকার শুনলে না ? মেয়েছেলের গলা।

চল চল। আর সময় নেই। সাড়ে ছটা বাজে, শেষ বাস ছাড়তে দেরি নেই।

দাঁড়াও হাঁদুদা। ব্যাপারটা না দেখে গেলে পরে বিবেকের দংশন হবে।

কী দেখবি ? কিছু দেখার নেই। কিছু হয়নি।

গগন কথা না বলে বাঁশঝাড়ের ভিতরে ঢুকে চটপট এসে ভাঙা মন্দিরের চাতালে দাঁড়াল। এ দিক ও দিক একটু তাকিয়েই সে মরা আলোতেও জলের ওপর ভুরভুরিটা দেখতে পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে।

BanglaBook.org

হাঁদু পিছু পিছু এসে বলল, কী করছিস ? ওরে অন্যের ব্যাপারে ফেঁসে যাওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ ? চ তাড়াতাড়ি সরে পড়ি।

না হাঁদুদা, তুমি যাও। আমি একটু দেখে যাই। মনে হচ্ছে কোনও মেয়ে জলে ডুবেছে।

জামাটা খুলে ঘাসজমির ওপর ছুড়ে ফেলে গগন জলে নামল। তারপর ডুব।

এক ডুবে হল না। একবার দম নিয়ে ফের ডুব দিতেই সে হাতে দু'খানা পা পেয়ে গেল। পায়ে দড়ি বাঁধা, দড়িতে ইঁট। আর একবার দম নিয়ে গগন মেয়েটাকে তুলে কাঁধে ফেলে প্রাণপণে পায়ের ধাক্কায় ভেসে উঠল। উঠেই ফের লাশটার ভারে ডুবে যাচ্ছিল সে। বুকে দমের জন্য আঁকুপাঁকু। মেয়েটাকে পাড়ের দিকে টেনে নিয়ে বুকজলে থৈ পেল গগন। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, হাঁদুদা, জলে নামো। দু'জনে টেনে তুলতে হবে।

হাঁদু তটস্থ মুখে বলল, বেঁচে আছে ?

তা জানি না। আগে তো তুলি।

পায়ের ইঁট দুটো খুলে ফেলল গগন। হাঁদু জলে নামল। দুজনে মিলে তুলে আনল পারুলকে।

এবার কী করবি ?

দাঁড়াও, জল খেয়ে থাকলে পেটের জলটা আগে বের করা দরকার।

শেষে পুলিশ কেসে জড়াবি না তো! এ তো আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে।

দেখো হাঁদুদা, তোমার ঘর সংসার, জমি-জিরেত, ছেলে-পুলে নিয়ে অনেক দায়। তাই তুমি ভয় খাও। আমি গরিব বামুন, পুরুতগিরি করে খাই, ত্রিসংসারে কেউ নেই, আমার ভয়টা কী ? যদি পুলিশই ধরে তো ধরবে, দিনকয়েক লপ্‌সি খেয়ে আসব।

পারুলকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠে চাপ দিয়ে দেখল গগন। বার কয়েকের চেষ্টায় দু' কোষ জল বেরুল মাত্র।

BanglaBook.org

হাঁদু যাই-যাই ভাব করে এখনও আছে। একটু আলগা। বলল, টেঁসে গেছে নাকি ?

মনে হচ্ছে, বাঁচবে। শ্বাসটা চালু করা দরকার। হাঁদুদা, ন্যায্যত ধর্মত আমি কোনও পাপ করছি না, সাক্ষী থেকো। ইহকালকে ভয় নেই আমার, ভয় পরকালকে।

কী করবি ?

ওর মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস চালু করব।

তাতে কী হল ? অমন তো করতেই হয়।

সাক্ষী থেকো।

গগন পারুলের মুখে মুখ দিয়ে শ্বাসক্রিয়া চালু করার চেষ্টা করতে লাগল। বেশি চেষ্টা করতে হল না। গলায় শ্লেষ্মা আর কাদামাটির মতো কিছু ফট করে বেরিয়ে আসায় পারুল হঠাৎ বুক কাঁপানো একটা শ্বাস নিল।

টর্চটা জ্বালো হাঁদুদা।

হাঁদু টর্চ জ্বেলে বলল, ওরে, এইবার কেটে পড়। কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে, দায় চাপবে ঘাড়ে। যদি বেঁচে গিয়ে থাকে তো একটু ভাল বোধ করলে নিজেই বাড়ি চলে যাবেখন।

হাঁদুদা, তুমি ভয়ের চশমা দিয়ে সব দেখছ। ভাল করে বোঝো ব্যাপারটা। পায়ে ইঁট বেঁধে যে-মেয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছিল সে কখনও নিজের ইচ্ছেয় বাড়ি ফিরবে ?

তুই বড্ড ঝক্কি নিচ্ছিস।

শোনো হাঁদুদা, আমার মাথায় একটা বিষ-বিছে বাস করে। সেটা বিবেক হলেও হতে পারে। তবে কোনও অন্যায্য কাজ করলে সে ব্যাটা এমন দংশাতে থাকে যে, আমার পাগল-পাগল অবস্থা। সেটাকে আমি বড় ভয় পাই। এ মেয়েটার একটা ব্যবস্থা না করে আমি যাচ্ছি না। তুমি একটা রিকশা ডাকো বরং।

রিকশা করে কোথায় নিবি ?

মনে হয় রিকশাওলা মেয়েটাকে চিনবে। বাড়িই পৌঁছে দেব।

BanglaBook.org

তার চেয়ে লোকজন ডেকে তাদের হাতে ছেড়ে দে।

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে গগন বলল, কাজটা ঠিক হবে না। কাঁচা বয়সের মেয়ে, চারদিকে রা পড়ে যাবে। পাঁচজন ওকে নিয়ে কথা কইবে। সেটা ঠিক হবে না হাঁদুদা।

বেঁচে আছে কি না আগে দেখ।

জলে ডোবার ঘটনা আমি মেলা দেখেছি। বেঁচে আছে। জ্ঞানও ফিরবে। জলটা বেশি যায়নি পেটে, তাই তেমন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু জলের তলায় তিন মিনিটের বেশি থাকলে অনেক সময় মাথা নষ্ট হয়ে যায়, স্মৃতি থাকে না। কতক্ষণ ছিল বলো তো।

তিন মিনিট হবে না। 'মা গো' চিৎকারটা শুনেই তো তুই দৌড়ে এলি।

উত্তেজনায় আমার সময়ের হিসেবটা কাজ করছে না।

সাতটা কিন্তু বাজতে চলল।

তুমি রিকশাটা ডেকে দিয়ে যাও। গিয়ে বাস ধরো। আমি যদি বাস ধরতে পারি তো ধরব। নইলে কোথাও বসে রাতটা কাটিয়ে সকালে ফিরব। তোমার ব্যাগে একটা চাদর আছে হাঁদুদা। সেটা দাও। একে একটু ঢাকাঢুকি দেওয়া দরকার। নইলে রিকশাওলা ভেজা কাপড় দেখে সন্দেহ করবে।

ঠিক এই সময়ে পারুল অস্ফুট 'মা গো' বলে চোখ মেলল।

টর্চের আলো ফেলে হাঁদু বলল, এই তো জ্ঞান ফিরেছে দেখছি।

একটু ভেজা বাতাস ছাড়ল এ সময়ে। মেঘ চমকাচ্ছিল একটু আগে। চটর পটর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল হঠাৎ।

এই রে! বলে হাঁদু মণ্ডল ছাতা খুলে বলল, দফা রফা।

গগন বলল, একদিক দিয়ে ভাল, বৃষ্টি হলে ভেজা জামা-কাপড় নিয়ে আর জবাবদিহি করতে হবে না। লোকে ধরে নেবে বৃষ্টিতে ভিজেছে।

কিন্তু আর যে মোটে সময় নেই রে গগন। বাসটা না

BanglaBook.org

ধরলেই নয়।

তুমি যাও হাঁদুদা, আমি একটু দেখে যাই।

বাসটা ধরতে চেষ্টা করিস কিন্তু।

করব হাঁদুদা।

কিন্তু হাঁদু মণ্ডল চলে যাওয়ার পর গগন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মেয়েটা নড়ছে, "উঃ আঃ" করছে।

গগন বলল, একটু ভাল বোধ করছেন ?

মেয়েটার নড়াচড়া বন্ধ হল হঠাৎ। ভাঙা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, কে ?

আমাকে চিনবেন না। বাইরের লোক। শরীরে একটু জোর পেলে উঠবার চেষ্টা করুন।

এত অন্ধকার কেন ?

সন্ধে হয়ে গেছে যে। তার ওপর মেঘ করে বৃষ্টি হচ্ছে। নিজের নাম মনে পড়ে ?

হ্যাঁ। আমি পারুল।

জলে ডুবে মরতে গিয়েছিলেন কেন ?

আমার ইচ্ছে।

মরে কিছু হয় না বুঝলেন। মরে কিছু প্রমাণও করা যায় না। আমাদের গাঁয়ে যতীন মাস্টার তার বউয়ের ওপর রাগ করে গলায় ফাঁসি দিল। ভাবল বউ বোধহয় অনুশোচনায় দগ্ধে মরবে। কাঁচকলা। বছরও ঘোরেনি, সেই বউ দিব্যি হাসছে খেলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, যতীনের কথা তার মনেও পড়ে বলে বোধ হয় না। যদি কিছু করতে হয় তো বেঁচে থেকে করুন। শুনেছি সাধনভজনও শরীর থাকতেই করতে হয়, মরার পর বায়ভূত হয়ে শত সাধনভজনেও লাভ হয় না। মরার কথা ভাবে আহাম্মকেরা।

ওয়াক তুলে দু' ঝলক বমি করল পারুল। তারপর ক্লান্ত হাঁফধরা গলায় বলল, আমাকে কে তুলল ? আপনি ?

না। ভগবান তুলেছেন। আমি তোলার কে ?

বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। পাতালদীঘির ওদিকটায় নীল বিদ্যুতের ঝলক তুলে একটা প্রচণ্ড বাজ পড়ল।

banglaboi.org

একটু কেঁপে উঠল পারুল, মা গো !

উঠতে পারবেন ?

পারুল জবাব দিল না। তবে দুর্বল হাতে ভর দিয়ে শরীরটা একটু তুলল। বলল, মাথা ঘুরছে।

যদি বলেন তো ধরে তুলতে পারি।

থাক। পারব।

উঠে বসল পারুল। তাকে আর হুড়ো দিল না গগন। একটু হাঁফ ছাড়ুক।

আপনি যান, আমি একটু জিরিয়ে একাই ফিরতে পারব।

পাগল ! আমাকে কি বোকা পেলেন ? এখন বাড়ি ফিরতে আপনার লজ্জা হবে। আর সেই লজ্জায় আবার জলে ঝাঁপ খেলে আশ্চর্য হওয়ার নেই।

অন্ধকারে পারুলের মাথা নাড়াটা দেখতে পেল গগন। পারুল বলল, আর মরব না। জলের নীচে চক্কোত্তিমশাইকে দেখেছি। আর কি মরা যায় ?

তিনি কে ?

মস্ত মানুষ। ভগবানের মতো।

মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এখন। কিছুক্ষণ বসে দু'জনেই ভিজল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে পারল পারুল।

পারবেন ?

পা একটু কাঁপছে। কিন্তু পারব।

পারুল আঁচল তুলে একটা লম্বা ঘোমটায় মুখটা ঢাকল। তারপর বলল, চলুন।

উঁহু। আপনার সঙ্গে আমাকে দেখলে কে কী ভাববে। আপনি এগোন। আমি পিছনে আছি।

বাঁশবন পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল পারুল। জনমনিষ্যি কেউ কোথাও নেই। কাঁপা বুক, কাঁপা পায়ে সে এগোতে লাগল।

দু' একবার মাথা টলে গেল, দু' চারবার চোখ অন্ধকার হয়ে এল, হাতে পায়ে খিল ধরার মতো অবস্থা, তবু পারুল রাস্তাটুকু পেরিয়ে বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। কড়া নাড়ল।

একটু দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিল গগন। দরজা খুলে এক

BanglaBook.org

ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, এই তো। কোথায় ছিলি এতক্ষণ সর্বনাশী...পাড়াময় লোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তোকে...

যাক এবার নিশ্চিন্ত। গগন ফিরে বাজারের দিকে হাঁটতে লাগল। তার ঘড়ি নেই। সাড়ে সাতটার বাস ছেড়ে গেল কিনা কে জানে। গেলে গেছে। সে এখানে সেখানে বসে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে। মেয়েটা যে বাঁচল তাইতেই আজ বুকটায় হঠাৎ একটা আনন্দ হচ্ছে তার।

দৌড় পায়ে এসে গগন দেখে বাসটা তখনও দাঁড়িয়ে। ছাড়ব ছাড়ব করছে।

গগন চলন্ত বাসে উঠে পড়ল।

ভারী খুশি হয়ে হাঁদু মণ্ডল বলে উঠল, এসে গেছিস! আয় আয় বোস। ব্যাগে গামছা আছে, নিবি?

তার দরকার নেই। যা ভিজেছি গামছার কর্ম নয়।

বাড়িতে একটু মা-ই যা চেঁচামেচি করে। একটা মিথ্যে কথা বলতে হল, বকুলদের বাড়ি গিয়েছিলুম।

ভেজা শাড়ি জামা ছেড়ে, গা মুছে নিজের বিছানায় কিছুক্ষণ চুপটি করে শুয়ে থাকতে গিয়ে গাঢ় ঘুমে তলিয়ে গেল সে। অনেকক্ষণ বাদে যখন মা এসে খাওয়ার জন্য ডেকে তুলল তখন মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। বারবার মনে হচ্ছে, ভুল হল, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেল! কীসের ভুল তা ধরতে পারছিল না।

ভুলটা ধরা পড়ল ভোররাতে। ঘুম ভেঙে আচমকা উঠে বসেই বুকটা কেমন ধড়াস ধড়াস করতে লাগল তার। হায় রে, সে যে লোকটার মুখখানাও দেখেনি ভাল করে। নামও জানে না। কোথায় বাড়ি তাও খবর নেয়নি! কত কষ্ট করে জল থেকে তুলল তাকে, প্রাণ ফিরিয়ে দিল, আর লোকটার কোনও চিহ্নও রইল না কোথাও?

লোকটা একটা ভাল কথা বলেছিল, মরে কিছু প্রমাণ করা যায় না। তাই বুঝি! তাই হবে হয়তো। সে মরলে কীই বা হত? দু'-চারদিন বাড়িতে কান্নাকাটি। তারপর সব

স্বাভাবিক। আর যার জন্য মরা তাকে দয়া করে কেউ খবরটা পৌঁছে দিলেও হয়তো ভ্রূ কুঁচকে বলত, পারুল! সে আবার কে?

ভোরবেলা বাসি ছেড়ে শুদ্ধ হয়ে বৃষ্টিভেজা বাগানে ঠাকুরপুজোর ফুল তুলতে তুলতে অন্ধকার মুখখানা বারবার চোখে ভেসে আসছে। না কোনও অবয়ব নেই। অন্ধকার মুখ। সুন্দর ভারী একটা গলা।

চার

শালা এবার শেপ নেবে। দুর্গাবাবু দৃশ্যটা মোটেই দেখতে চান না। কিন্তু রাতে ঘুম না এলে দৃশ্যটা তাঁকে দেখতেই হয়। ভবিতব্য। শক্ত করে চোখ বুজে থেকে চেষ্টা করেছেন না-দেখার। কিন্তু শালা চোখ দুখানার ওপরেও আজকাল আর তাঁর কোনও হাত নেই। শালার চোখ আপনা থেকেই পট করে খুলে যায়। তখন দেখতেই হয়।

জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে ডানপাশের দেওয়ালটায়। বেশ চওড়া জানালা, আলোটা অনেকটা জায়গা জুড়েই পড়ে। ওই আলোয় শালা প্রথমে একটা বাদুড়ের ছায়ার মতো ঝুল খেয়ে চুপটি করে বসে থাকে। কিছুক্ষণ নড়ে না, চড়ে না। তারপর পট করে ওই বাদুড় থেকে বেরোয় নানা রকমের শেপ। একটা তেঁতুল গাছের ছায়া হয়তো ঝিরিঝিরি করল কিছুক্ষণ, তারপর সেটা হয়ে গেল তাজমহলের মতো একটা বাড়ি। আর তার পরেই রোজ একজন দাড়িওলা লোককে দেখা যায়। মাথায় পাগড়ি গোছের কিছু আছে। লোকটা এ ধার থেকে ও ধার, ও ধার থেকে এ ধার পায়চারি করতে থাকে। করতেই থাকে।

খুবই ভয় হয় দুর্গাবাবুর। কিন্তু জানালাটা যে বন্ধ করবেন তারও উপায় নেই। ঘরে একটিই ভেন্টিলেশন। তা ছাড়া বন্ধ না করার আরও একটা কারণ হল, দুর্গাবাবুর সন্দেহ, ছায়াটা যদি তেনাদের কেউ হয়েই থাকেন তা হলে জানালা

banglaboi.org

বন্ধ করায় কুপিত হয়ে অন্য রকম কাণ্ডকারখানা শুরু করতে পারেন। তার চেয়ে বরং এটা মন্দের ভাল।

মলিনা বেঁচে থাকতে দুর্গাবাবুর এসব ভয়ভীতি ছিল না। মলিনার সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল না ঠিকই, কিন্তু সে একটা জন তো ছিল। বউ হল মস্ত পাহারাদার। স্বামী হলেও নজর রাখে। মলিনা যাওয়ার পর থেকেই ফাঁকা বাড়িতে সারাদিন নানা রকম শব্দ হয়। নানা রকম দুশ্চিন্তা আসে, নানা ভয়ভীতি।

আজ দুর্গাবাবুর মাথাটা বড়ই গরম। ঘুম সহজে আসবে না। দু'দিন ঘরে জামাই নবকুমার আর মেয়ে মালা এসে থানা গেড়েছে। মেয়ে এলে আনন্দেরই কথা, কিন্তু আনন্দটা হচ্ছে না। কারণ, মেয়ে-জামাই একটা যুক্তি করে এসেছে।

পরশুদিন এসেই জামাই নানা ধানাই পানাই শুরু করল, বাবা আপনি এভাবে একা থাকেন এটা তো ভাল দেখাচ্ছে না। আমরা থাকতে একা পড়ে থাকার মানেটাই বা কী? তার চেয়ে বিষয়সম্পত্তির একটা বিলিব্যবস্থা করে দিয়ে আপনি নয়াগঞ্জে আমাদের কাছেই গিয়ে থাকবেন চলুন।

মালাও সায় দিল, হ্যাঁ বাবা, আমরা ঠিক করেই এসেছি যে, এবার তোমাকে নিয়ে যাব।

দুর্গাবাবু জানেন, প্রস্তাবটা শুনতে যত ভাল কার্যত হয়তো ততটা ভাল নয়। দুনিয়ার ঘটনাবলির ভাবগতিকও তিনি ভাল বুঝতে পারেন না। সেটা পারত মলিনা। বোধহয় মেয়েমানুষের অ্যান্টেনা অনেক বেশি প্রখর হয়।

মালার কথাই ধরা যাক। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। খুবই আদরে মানুষ। বয়সকালে মেলা খুঁজেপেতে মনের মতো হবু জামাই বেছে বের করার জন্য প্রাণপাত করেছেন দুর্গাবাবু। মালা দেখতে তেমন ভাল নয়, তাই একেবারে এক নম্বর জামাই পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সারির সেরাদের বেছে নিয়ে তারপর অনেক ভেবেচিন্তে, অনেক তর্ক-বিতর্ক মতান্তরের পর নবকুমারকেই পছন্দ করা হল। বিয়েটা সাধ্যমতো জাঁক করেই দিয়েছিলেন দুর্গাবাবু। নগদ

banglaboi.org

বিশ হাজার, স্কুটার ইত্যাদি দাবি মেনে নিলেন মুখ বুজে। কিন্তু বিয়ের ছ' মাস না ঘুরতেই মেয়ে এসে কেঁদে পড়ল, জামাই নাকি তাকে পছন্দ করে না, বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। সেই নিয়ে এমন অশান্তি শুরু হল যে আর বলার নয়। জামাইকে জিজ্ঞেস করলে মিটিমিটি হেসে বলত, না, অপছন্দ করব কেন ? তবে আপনাদের মেয়ে খুব জেদি আর খরচের হাত বড্ড বেশি। সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না, ঝগড়া করে। অত মেজাজ করলে চলবে কেন ?

অশান্তি এমন বাড়ল যে বিয়ে ভাঙার মতো অবস্থা। মলিনা তখন জামাইকে বশ করার জন্য কোন সতীমা, কোন হর কাপালিকের কাছে গিয়ে নিত্যি ধর্না দেয়। মন্ত্র পড়া সিঁদুর, আরও কী কী সব তাবিজ মাদুলি নিয়ে এসে মেয়েকে পরায়, ধারণ করায়। মন্ত্রতন্ত্রের জোর আছে কি নেই কে জানে, তবে বিয়ের বছর দেড়েকের মাথায় দুর্গাবাবু জামাইকে দশটি হাজার টাকা গোপনে দান করলেন এবং তারপর মেয়ে স্বামীর ঘর মোটামুটি নিরাপদেই করতে লাগল।

কে কাকে বশ করল কে জানে, তবে মালা আর নবকুমার মাঝে মাঝে এসে হানা দিত আর মালা তখন প্রায়ই তার বরের জন্য এটা-ওটা চাইত। সেই নিয়ে আবার নতুন করে অশান্তির অঙ্কুর দেখা দিল। মলিনা বলত, মালা কেবল মাগতে আসে। জামাইয়ের জুতো লাগবে, নতুন একটা ঘড়ি হলে ভাল হয়, জামাইয়ের নাকি গরম কোট নেই। এসব কী বলো তো ! মতলবটা কী ?

দুর্গাবাবু ঘটনার এই বৈপরীত্যে কিছু দিশাহারা। জামাই-মেয়ের বনিবনা ছিল না, সেটা একটা সমস্যা ছিল। এখন বনিবনা হয়ে আবার সমস্যা হচ্ছে। দুনিয়াটা কি এ রকমই ?

দুর্গাবাবু বলতেন, যা চায় দিয়ে দাও। ওরাই তো সব পাবে।

মলিনা ঝঙ্কার দিয়ে উঠত, পাবে তো কী ? আমরা মরলে পাবে পাক। কিন্তু এমন মাগুনে স্বভাব তো ভাল নয়।

BanglaBook.org

দুর্গাবাবু মলিনার সঙ্গে একমত হলেন বটে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। আর এই সব নতুন ঘটনার সূত্রপাত হতে না হতেই মলিনা ফুস করে মরে গেল। দুপুরে খেয়ে দেয়ে পান মুখে দিয়ে শুয়েছিল, আর উঠল না। ডাক্তার এসে দেখে বলল, হয়ে গেছে।

শোকের চেয়েও দুর্গাবাবুর যেটা বেশি হল সেটা একা হওয়ার ভয়। তিনি বুঝতে পারলেন, মলিনার সঙ্গে বনিবনা ছিল না বটে, কিন্তু সে সংসারের অনেক ঝুট ঝামেলা থেকে তাঁকে রক্ষা করত। অবনিবনার বউও যে পুরুষের মস্ত সহায় তা বিপত্নীক হয়ে বোঝা গেল।

মলিনার শ্রাদ্ধে এল মালা আর নব। আর তখনই দুর্গাবাবু টের পেলেন তিনি কতটা অসহায়। কারণ নবকুমার শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েই শ্বশুরকে ভারমুক্ত করতে শ্রাদ্ধের খরচাপাতির টাকা নিজের হাতে নিল এবং দায়দায়িত্বও নিল কাঁধে। কিন্তু দুর্গাবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারছিলেন, নবকুমার দশ হাজার টাকার কাজে ত্রিশ হাজারের হিসেব দিচ্ছে। জামাই বলে কথা, তাকে কী আর বলবেন দুর্গাবাবু ? তা ছাড়া তিনি নিজেও মুখচোরা মানুষ। তবে তাঁর এ কথাটা খুব মনে হল, আজ মলিনা থাকলে নবকুমার এটা কিছুতেই করতে পারত না। মুশকিল হল, নিজের শ্রাদ্ধে মলিনা উপস্থিত থাকেই বা কী করে ? মলিনা মারা যাওয়ার পর বছরখানেক কেটেছে। দুর্গাবাবু একাই আছেন। মলিনার অভাবটা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিচ্ছেন। একটি ঝি আছে, সে-ই সব কাজ করে দিয়ে যায়। কাজই বা কী ? একটা দুটো বাসন মাজা, একখানা ঘর ঝাঁটপাট আর একটা ঝোল ভাত রেঁধে দেওয়া। বিরাট বাড়িটা লোকজনের অভাবে খাঁ খাঁ করে— এই যা। আর রাতে কেমন গা ছমছম করে।

এই একাকীত্বের মধ্যে মেয়ে-জামাই এলে ভাল লাগারই কথা। কিন্তু দুর্গাবাবুর মনে হচ্ছে, জামাই-বাবাজি যেন এ বার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্যটা সুবিধের ঠেকছে না তাঁর। বিষয়সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা বলতে

নবকুমার কী বোঝাতে চাইছে বা নয়াগঞ্জে নিয়ে গিয়ে তাকে রাখতে চায় কেন তাও ভাবতে তাঁর ভয়-ভয় করছে।

গতকাল বিকেলে মালা বলেই ফেলল, কেন এত ভাবছ বলো তো। তোমার কি জামাইকে বিশ্বাস হচ্ছে না? ও যা বলছে তোমার ভালর জন্যই তো বলছে।

দুর্গাবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, তা তো বটেই।

তা হলে আর দেরি করছ কেন? তোমাকে একা ফেলে রাখতে কি আমারই ভাল লাগছে!

সে তো বটেই।

এ ছাড়া আর কোনও জবাব এল না মুখে। মলিনা হলে হয়তো এই সব কথার ভিতরকার প্যাঁচটা ধরে উল্টো প্যাঁচ দিতে পারত। মেয়েমানুষরা পারেও। কিন্তু তিনি যে অকূল পাথারে পড়ে যাচ্ছেন! ম্যাকফারলনগঞ্জ ছেড়ে কোন নয়াগঞ্জে গিয়ে দাঁড়ের ময়নার মতো মেয়ে-জামাইয়ের হাত তোলা হয়ে থাকতে হবে— ভাবলেই দমে যাচ্ছেন। অথচ জোরালো প্রতিবাদটাও আসছে না।

মালা বলল, আমরা তো বেশিদিন থাকতে পারব না বাবা। তোমাকে তাড়াতাড়ি একটা কিছু ঠিক করতে হবে।

সে তো বটেই।

বিষয়সম্পত্তি ধুয়ে তো আর জল খাবে না বাবা? অসুখ-বিসুখ হলে দেখবে কে?

দুর্গাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এ শহরে আমার জন্ম। সহজে কি ছেড়ে যেতে পারি? তোর মায়ের স্মৃতিও তো এখানে রয়েছে কি না।

এসব বাজে সেন্টিমেন্ট ছাড়ো তো। জন্মস্থান আঁকড়ে পড়ে থাকতে হলে তো আর লোকে দেশ-বিদেশে যেত না। আর মায়ের স্মৃতি আবার কী? মা তো আমারও। স্মৃতি আঁকড়ে থাকতে গেলে তো আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে হয়।

দুর্গাবাবু বুঝতে পারছিলেন, তিনি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন। এর জবাবে কী বলতে হয় তা মলিনা জানত।

BanglaBook.org

মেয়েরা ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা বলতে পারে। তিনি কোনও কথাই খুঁজে পেলেন না।

তবে রাতের দিকে তিনি একখানা কাণ্ড করলেন। এই কাণ্ডটা তিনি মলিনাকে করতে দেখেছেন প্রায়ই। বিয়ের পর মেয়ে-জামাই যখন আদায় উসুল করতে আসত তখন মাঝে মাঝে মলিনা গিয়ে ওদের ঘরের দরজায় আড়ি পাতত। দুর্গাবাবু তাতে অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন, এটা ঠিক করছ না। স্বামী-স্ত্রীর কথা তৃতীয় ব্যক্তির শোনা উচিত নয়।

রাখো তোমার নীতিজ্ঞান। ওরা যেমন কুকুর আমাকে তো তেমন মুগুর হতে হবে। কী মতলব ভাঁজছে দুজনে, কোন চাল চালবে তার একটা আন্দাজ না রাখলে চলে? আড়ি পাতলে যদি পাপ হয় তো আমার হবে, তোমার তো আর হচ্ছে না।

আড়ি পেতে এসে মলিনা দুর্গাবাবুকে জাগিয়ে উত্তেজিত গলায় অনেক তথ্য ফাঁস করত। সবই ওদের বিরুদ্ধের কথা। শুনে দুর্গাবাবুর মন খারাপ হয়ে যেত। সংসারটা যে কত পঙ্কিল ও জটিল তা বুঝতে বুড়ো হতে হল।

কাল রাতে দুর্গাবাবু অনেক ভেবেচিন্তে একটু রাতের দিকে মেয়ে-জামাই যখন দরজা দিয়ে শুয়েছে তখন দোতলার হলঘরটা অন্ধকারে পা টিপে টিপে পেরিয়ে ওদের দরজায় কান পাতলেন।

প্রথমে খুব হাসাহাসির শব্দ হচ্ছিল। তারপর এমন কিছু কথাবার্তা বা শব্দ শোনা গেল যা বাপ বা শ্বশুর হিসেবে তাঁর শোনা মোটেই উচিত নয়। তিনি ভাবলেন, ফিরে যাবেন। কিন্তু ফিরে গেলে ব্যাপারটা আধ খ্যাঁচড়া থেকে যাবে বলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নবকুমার হঠাৎ বলল, ঝুনঝুনওয়ালা পাঁচ লাখে উঠেছে।

পাঁচ লাখ!

হ্যাঁ। অর্ধেক আমার।

তোমার অর্ধেক কী করে?

শ্বশুরমশাইকে বাড়ি আর জমিটমি বাবদ আড়াই লাখে

banglaboi.org

রাজি করাতে হবে। উনি আড়াই পাবেন। বাকি আড়াই আমার কমিশন।

আর আমি ?

আরে আমি পেলেই তো তোমার পাওয়া হল। শ্বশুরমশাইয়ের আড়াইও তো তুমিই পাবে একদিন।

সে তো বাবা মারা গেলে।

আরে দূর। কবে উনি মারা যাবেন তার জন্য বসে থাকবে নাকি ? নানা কায়দায় অল্প-স্বল্প করে চেয়ে নিতে নিতেই দেখবে আড়াই তোমার হাতে এসে গেছে।

ঝুনঝুনওয়ালা তোমাকে ঠকাবে না তো ? শুনেছি লোকটা ভীষণ চালাক।

আরে না, আগাম দেবে বলে রেখেছে।

কিন্তু বাবা যেন কী রকম করছে। বিক্রি করতে রাজি হবে বলে তো মনে হয় না।

রাজি করানোর ভার তোমার ওপর।

কীভাবে ?

বিক্রি করতে না চাইলে তোমার নামে বিষয়সম্পত্তি সব লিখে দিতে বলো।

বললেই দেবে ?

এভাবে বলো যে, বাবা, তোমার হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে তো বিষয়সম্পত্তি বেহাত হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে আমার নামে লিখে দাও। বিষয় তোমারই থাকবে, নামটা আমার থাক।

অনেক তো বলছি। কিন্তু বাবা কেবল বলছে, তা তো বটেই। কিন্তু কেমন যেন জুলজুল করে তাকাচ্ছে। আমাকে যেন বিশ্বাস করতে চাইছে না।

হাল ছেড়ে দিয়ো না। বার বার বলতে বলতে এক সময়ে রাজি হয়ে যাবে। লোকটা তেমন শক্ত ধাতের নয়, ভিতুও আছে।

আচ্ছা, তুমি নয়াগঞ্জে বাবাকে নিয়ে যেতে চাও কেন ? বাবাকে নিয়ে রাখলে তো আমাদের অনেক অসুবিধা।

BanglaBook.org

বাড়তি ঘর নেই। সেবা দেবাই বা কে করবে।

এই বাড়ি বিক্রি করাতে গেলে তো নয়াগঞ্জে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই হয়।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তা হলে রান্নার লোক রাখতে হবে।

তাই রাখব। হাতে টাকা এলে অসুবিধে হবে না।

শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি।

বলো।

আমি কিন্তু আমার বাবাকে খুব ভালবাসি। মা মারা যাওয়ার পর বাবার ওপর আমার বড্ড মায়া পড়েছে। তোমার কথায় এ সব করছি বটে, কিন্তু বাবাকে ঠকিয়ো না।

পাগল! ঠকাব কেন? আমি চাইছি ওঁর এই বিষয়সম্পত্তি ফেলে না রেখে একটা কারবারে লাগাতে। যারা বিষয়সম্পত্তি ফেলে রাখে তারা বোকা। সবসময়ে এসব জিনিসকে হয় বাড়িয়ে তুলতে হয়, নয়তো অন্য ভাবে লগ্নি করতে হয়। ওঁর তো আর বিষয়সম্পত্তির দরকার নেই। বয়স হয়েছে, এখন ধর্মকর্ম নিয়ে থাকুন। কাজ কারবার আমি দেখব।

এইটুকু শুনেই হাত-পা কেঁপে, শরীর অস্থির করে এমন অবস্থা হল যে, পালিয়ে এলেন। কাল রাতে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারেননি। মাথাটা এত গরম হয়ে গেল যে, মাঝরাতে উঠে মাথা ধুতে হল।

আজ সকালে জামাই বাবাজীবন চায়ের কাপ হাতে দুর্গাবাবুর ঘরে এসে বসল। নানা ধানাই পানাই কথা। তারপর বলল, এত বড় বাড়িতে একা থাকাটা ঠিক হচ্ছে না আপনার। বয়স তো হয়েছে। কখন কোন রোগ দেখা দেয় তার ঠিক কী? পট করে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, সেরিব্র্যাল বা করোনারি থ্রম্বসিস হতে পারে। ডাক্তার ডাকার মতো একটা লোকও তো নেই।

শুনে দুর্গাবাবুর শরীরের মধ্যে নানা রকম অস্বস্তি শুরু হল। বুকে যেন একটা ব্যথা ব্যথা ভাব, মাথাটা ঝিমঝিম, শ্বাসকষ্ট, বেশ কাঁপা-কাঁপা গলাতেই বললেন, তা তো হতেই

পারে।

সেই জন্যই বলছি, আমাদের সঙ্গেই চলুন।

দুর্গাবাবু খুবই অসহায় ভাব করে বললেন, ভাবছি।

বেশি ভাবলে কাজ হবে না। বাড়ি জমি বেচে দিন, টাকাপয়সা যা পান তা ব্যাঙ্কে রাখলে সুদ হবে। খদ্দের ঘোরাঘুরি করছে, ভাল অফার আছে। সাধা লক্ষ্মী পায়ে না ঠেলাই ভাল।

জামাই বাবাজীবন উঠল। কিন্তু সারাদিন মেয়ে এসে বারবার সেই একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বোঝাল তাঁকে। দুর্গাবাবুর যে শরীর খারাপ হবে, মারাত্মক ব্যাধি হতে যে আর বাকি নেই, এবং তিনি হঠাৎ মারা পড়লে যে এসব জমি বাড়ির বিলি ব্যবস্থা করা কঠিন হবে, সাকশেসন সার্টিফিকেট বের করা এবং ট্যাক্স মেটানো যে সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার তাও বোঝানো হয়েছে তাঁকে।

রাত্রিবেলা শুয়ে দুর্গাবাবু এত একা আর দুর্বল বোধ করছিলেন যে বলার নয়। মেয়ে-জামাই তাঁর বয়স এবং বয়সজনিত রোগভোগের কথা এতবার করে বলায় তাঁর যেন বয়সটা আজই হঠাৎ করে বড্ড বেড়ে গেছে আর শরীরের নানা জায়গায় তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে শুরু করছেন। তাই দেওয়ালের ছায়াটা আজ তিনি একদম দেখতে চাইছেন না। বড্ড ভয় করছে।

কিন্তু না দেখে পার আছে ? ওই শালার ছায়া রোজ রাতে তাঁকে দেখা না দিয়ে ছাড়ে না।

দুর্গাবাবু শক্ত করে চোখ বুজে আছেন আর টের পাচ্ছেন দেওয়ালে এতক্ষণে ছায়াটার কেরদানি শুরু হয়ে গেছে। নানা রকম আকার ধারণ করবে কিছুক্ষণ। তারপর একটা দাড়িওলা লোক পায়চারি করতে থাকবে।

শালা কি ভূত নাকি ? অ্যাঁ। এ কী রকমের ভূত রে বাবা, তিনি যতদূর শুনেছেন ভূতের নাকি ছায়া পড়ে না। কিন্তু এ ভূত যে ছায়া দিয়েই তৈরি।

দুর্গাবাবুর পেচ্ছাপ পেল। বুড়ো বয়সের এই এক দোষ।

BanglaBook.org

ঘন ঘন পেচ্ছাপ পায়। আর বেশিক্ষণ সামলানো যায় না। সুতরাং চোখ খোলো, ওঠো, টয়লেটে যাও। মেলা হাঙ্গামা বলে মনে হয় আজকাল।

মাঝরাতে উঠে পেচ্ছাপ করা যে কত শক্ত কাজ সেটা বিপত্নীক হওয়ার পরই বুঝতে পারছেন দুর্গাবাবু। তিনি ধীরে ধীরে চোখ-বোজা অবস্থাতেই উঠে বসলেন। চোখ খুলতে ভারী গা শিরশির করছে। উঠে বসে ভাবলেন, ভগবানকে একটু ডাকব নাকি ? দুর্গাবাবু আস্তিকও নন, নাস্তিকও নন। তিনি আসলে ভগবান নিয়ে কোনওদিন মাথাই ঘামাননি। ঘামানোর দরকারও পড়েনি। ঠাকুর-দেবতার ভারটা মলিনাই নিয়েছিল। কী পূজো করত না যে তা বলা কঠিন। বারের পুজো, ষষ্ঠী, শীতলা, সন্তোষীমা অবধি। দুর্গাবাবু তাই ও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন, ভগবান বলে যিনি আছেন মলিনার এত পূজো পাঠের পরও তাঁর নির্বিকার থাকা অসম্ভব। মলিনার অনুপস্থিতিতে তাই দুর্গাবাবু ভগবান নিয়েও একটু আতান্তরে পড়েছেন। এখন কাকে ডাকলে ভাল হয় সেটা স্থির করবেন কীভাবে ? শিব না কালী, লক্ষ্মী না শীতলা, রাম না নারায়ণ ? ঝুম হয়ে বসে সেটাই ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ নিজের নামটা মনে পড়ে গেল।

বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে কে যেন ফিচিক করে হেসে ফেলল।

হাসে কে ? দুর্গাবাবুর গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যেতে লাগল। ছায়া-ভূতটা নাকি ? দুর্গাবাবু আতঙ্কে খানিকক্ষণ চেঁচানোর চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে ভাষাহীন একটা আঁ আঁ শব্দ বেরোতে লাগল। হার্টফেল হয়ে যাবে কি না তা বুঝতে পারছিলেন না।

BanglaBook.org

না, হার্টফেল হল না। তবে হাত পা সিঁটিয়ে যাচ্ছিল বটে। কাঁপা হাতে বিছানার চাদরটা একধার থেকে টেনে নিয়ে মাথা মুখ সব মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলেন দুর্গাবাবু। ভূত এবার যা পারে করুক। মরতে তো একদিন হবেই।

এইভাবেই এককোণে শুয়ে থেকে তারপর যখন কাকপক্ষীর ডাক শুনতে পেলেন তখন একটু ধাতস্থ হলেন তিনি। ভোরবেলা ভূতেরা বোধহয় তেমন সুবিধে করতে পারে না। সাহস করে উঠে বাথরুমে গেলেন। ফিরে এসে শোওয়ার পর একটু ঘুমও হল।

সকালে উঠে চা খেতে খেতে ভাবলেন, মেয়ে-জামাই যেমনই হোক, তাদের কাছে গিয়ে থাকাই ভাল বলে মনে হল তাঁর। কিন্তু সিদ্ধান্তটা খুশি করতে পারল না তাঁকে। মনটা বড় আড় হয়ে আছে।

ক'দিন বড্ড বৃষ্টি বাদলা গেছে বলে বাগানে যাওয়া হয়নি। মেলা আগাছা হয়েছে। কিছু গাছ বৃষ্টির তোড়ে কেতরে পড়ে আছে। জলে কাদায় মাখামাখি। আজ সকালে রোদ উঠেছে বলে দুর্গাবাবু খুরপি বাঁখারি আর দড়ি নিয়ে বাগানে নামলেন। পড়া গাছগুলোকে দাঁড় করাতে হবে।

বড় ভাল বাগানটি তাঁর। ঘেরদেওয়ালের পাশে পাশে কতকগুলি নারকেল আর সুপুরি গাছের সারি। একখানা ঝুপসি চাঁপা ফুলের গাছ আছে। ফটকের পাশে শিউলি গাছটায় বর্ষাকালের মাঝামাঝিই ফুল এসে যায়। এই সব গাছপালার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয়। গাছ বলে মনেই হয় না, যেন সব চেনা মানুষ।

একখানা ফলন্ত লঙ্কা গাছকে ভূমিশয্যা থেকে তুলে খুব যত্ন দিয়ে দাঁড় করাচ্ছিলেন দুর্গাবাবু, ঘাড়ের পাশেই একটা গলা খাঁকারির শব্দে মুখ তুলে চাইলেন।

আরে, অধিরথ যে!

অধিরথ গ্যালগ্যালে হাসিমুখে বলল, গাছপালা বড় ভাল জিনিস, কী বলেন?

মানুষের চেয়ে অনেক ভাল। তা তোমার কী খবর?

আজ্ঞে খবর ভাল নয়।

কেন কী হল?

সেই পুরনো ব্যাপারটাই চলছে।

BanglaBook.org

প্রভাসের বউ খারাপ ব্যবহার করছে বুঝি।

গরিবের তো ওইটেই মুশকিল, তার সবই খারাপ দেখে লোকে। কাল একটা প্রশংসার কথাই বলে ফেলেছিলুম, তার উল্টো মানে করে কী ঝাড়টাই না ঝাড়লে। কাজ কি কম করি মশাই? চাকরের অধিক খাটছি, তবু বরফ গলছে না।

তা হলে তো সমস্যাতেই পড়েছ?

সমস্যার অভাব কী? আচ্ছা দুর্গাবাবু, একটা কথা।

কী কথা?

আপনার বাড়িতে কি ভূত আছে।

দুর্গাবাবু ফের মুখ তুলে চেয়ে বললেন, কেন বলো তো?

প্রভাসদার বাড়িতে আছে। প্রভাসদা বলছিলেন ভূতটা নাকি আপনার বাড়িতেও হানা দিচ্ছে।

দুর্গাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ভূত কি না জানি না বাপু। মলিনা বেঁচে থাকতে তো এসব হয়নি কখনও। আজকাল কী যেন সব হচ্ছে।

একটা ছায়া এসে নাচানাচি করে কি?

নাচে না, তবে পায়চারি করে। দাড়িওলা একটা লোক।

আমারটা নাচে।

সে কী?

তবে আর বলছি কী? কাল রাতে তো পুরো ভারতনাট্যম দেখিয়ে দিল।

মেয়েছেলে নাকি?

আজ্ঞে।

আমারটা পুরুষ।

কাল রাতে নাচটা দেখার পর আমার ভয়ডর কেটে গেল। ভাবলুম সারাদিন খাটাখাটির পর রাতে একটু নাচ দেখলে তো ভালই হয়। কী বলেন।

চেয়ে দেখলে? ভয় করল না?

না। বেশ জুত করে বসে বড় বড় চোখ করে চেয়ে দেখলুম। বাহবাও দিয়েছি মাঝে মাঝে। ছুঁড়ি নাচে ভাল।

ওরে বাবা! আমি তো চাদরমুড়ি দিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে

BanglaBook.org

থাকি।

আপনার একজন সঙ্গী দরকার।

হুঁ। তা সে আর কাকে পাব ?

আমাকে পুষ্যিপুত্তুর নেবেন ?

অ্যাঁ ! বলো কী ?

কথাটা কি খারাপ হল ? ম্যাকফারলনগঞ্জে আমারও একটু থিতু হওয়া দরকার। আপনারও একজন সঙ্গী থাকা ভাল।

সে হওয়ার নয়।

কেন বলুন তো ! লোকের কাছে কেবল না-না শুনতে শুনতে আজকাল আমার দন্ত্যন-এর ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছে।

প্রথম কথা তোমার আর পুষ্যিপুত্তুর হওয়ার বয়স নেই। আর দ্বিতীয় কথা এই সব বাড়িঘর বিক্রি করে আমি মেয়ের বাড়ি চলে যাব্ বলে ঠিক করেছি।

যাঃ বাবা, বড় আশা করে এসেছিলুম যে মশাই।

পুষ্যিপুত্তুর হওয়া গৌরবের ব্যাপার নয়।

গৌরব নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে বলুন। ও না হলেও আমার চলবে। তা বাড়িটা কাকে বেচবেন ?

সে আছে একজন।

যে কোনও লেনদেনের মাঝখানেই একজন দালাল থাকে।

তা বটে।

তা যাকে বেচবেন তার কাছ থেকে কষাকষি করে কিছু আদায়ও তো করতে পারতাম।

সে লোকও ঠিক হয়ে গেছে।

কপালটাই খারাপ দেখছি। তা দুর্গাবাবু, হঠাৎ এসব বেচেবুচে চলেই বা যাচ্ছেন কেন ?

বুড়ো হচ্ছি যে হে। কবে কোন অসুখ দেখা দেয় কে জানে। কে দেখবে বলো !

তা বয়সটা কত হল আপনার ?

উনপঞ্চাশ পেরিয়ে সামনের আশ্বিনে পঞ্চাশে পড়ব।

BanglaBook.org

পঞ্চাশটা কি কোনও বয়স ?

বয়স নয় ?

কী যে বলেন দুর্গাবাবু, কালো মিশমিশ করছে চুল, শরীরে চর্বি নেই, দাঁতগুলো ঝকঝক করছে। বয়সটা হল কোথায় বলুন তো।

পঞ্চাশ কি কিছু কম হল ?

খুবই কম হল মশাই। আপনি হঠাৎ বয়সের কথাটা তোলায় আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ভাবলুম দেখতে ছোকরাটির মতো হলেও দুর্গাবাবুর বোধহয় মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে। কিন্তু তা তো নয়।

বুড়ো নই বলছ ?

কত লোক এ বয়সে প্রথম বিয়ে বসে।

অ্যাঁ !

ঢুলি পাড়ার বিজু গায়েন এই সেদিন বাষট্টি বছর বয়সে বিয়ে করল বাইশ বছরের নয়নাকে। সুভাষপল্লীর বাঞ্ছারাম পঞ্চান্ন বছর বয়সে বিয়ে করল অনিমাকে। কদমতলার শিবু পোদ্দার—

জানি। শিবুর বিয়েতে গিয়ে বিরিয়ানি খেয়ে এলাম। এই তো সেদিন।

তবে ?

তবে কী ?

আপনার আটকাচ্ছে কোথায় ?

কীসের কথা বলছ ?

বলছি বিয়ের কথা।

পাগল হলে নাকি ?

যে মানুষ উনপঞ্চাশে নিজেকে বুড়ো ভাবে সে পাগল না আমি পাগল ?

তা হলে বোধহয় আমিই পাগল। আমাদের গাঁয়ে ছেলেবেলায় দেখেছিলুম এক বুড়ো দোজবরকে লোকে গাধার পিঠে চাপিয়ে গাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। আমার সেই দশা দেখতে চাও ?

BanglaBook.org

তাই যদি হবে তা হলে শিবু পোদ্দারের বিয়েতে কি আপনার বিরিয়ানি জুটত ? না কি বিজু গায়েন বা বাঞ্ছারাম সুখে ঘর করতে পারত।

দুর্গাবাবু একটু হেসে বললেন, তুমি যে ছিটিয়াল তা প্রভাস বলেছিল বটে।

তা বলুক। আমি ওসব প্রাহ্য করি না। যা ন্যায্য কথা তা বলতে হলে বলেই দিই।

মাথাটা খারাপ কোরো না বাপু। এমনিতেই আমার মনটা ভাল নেই। তার ওপর রাতে মোটে ঘুমই হয়নি।

বিয়ে হল ঘুমের ওষুধ।

ওফ, জ্বালালে দেখছি।

কথাটা পেড়ে রেখে গেলুম। ইচ্ছে গেলে বলবেন। কচি কাঁচা নয়, একটা ডাগর গোছের পাত্রী আমিই জোগাড় করে দিতে পারব। হাজারখানেক ফেললেই হবে।

টাকা চাইছ। অ্যাঁ। ঘুষ। আমাকে পেয়েছ কি তুমি ?

দুর্গাবাবু হঠাৎ চটে ওঠায় দু হাত পিছিয়ে অধিরথ মনের দুঃখে বলল, নাঃ, আপনি উল্টো মানে ধরলেন দেখছি।

দুর্গাবাবু সহজে রাগেন না, রাগলেও তা বেশিক্ষণ থাকে না ! অধিরথ চলে যাওয়ার পরই দুর্গাবাবু টের পাচ্ছিলেন, তাঁর রাগটা মোটেই নেই। বরং সেই জায়গায় বেশ একটা স্ফূর্তির ভাব। অধিরথ লোকটা যা-ই হোক, কিন্তু তার কথাটা বড্ড গুনগুন করছে মনের মধ্যে। উনপঞ্চাশটা কি তা হলে সত্যিই বুড়ো বয়স নয় ? অ্যাঁ ! তাঁকে কি সত্যিই ছোকরার মতো দেখায় ?

কথাটা যে এক সকালে দুবার শুনতে হবে এতটা আশা করেননি দুর্গাবাবু। বেলা সাড়ে ন'টায় দাড়ি কামাতে বসেছেন দোতলার বারান্দায়। তাঁর মাঝবয়সী ঝি ফুলমণি বারান্দা ঝ্যাঁটাতে এসে দিব্যি আঁট হয়ে পায়ের কাছটিতে বসে বলল, ও বাবা, কী সব শুনছি বলো তো।

কী আবার শুনলি ?

তুমি নাকি বাড়িঘর বেচে মেয়ের বাড়ি চলে যাবে।

BanglaBook.org

সে রকমই কথা।

মেয়ের বাড়ি কেউ যায় ?

গেলে কী হয় ? আমার আর কে আছে বল ?

না-ই থাক, তা বলে মেয়ের বাড়ি গিয়ে থাকা কি ভাল ? পাঁচ জনে বলবে কী ?

বলে বলুক।

রোজই ভাবছি তোমাকে কথাটা বলব, মোটে ফাঁক করতে পারি না। আজ তোমার মেয়ে-জামাই বাজার করতে বেরিয়েছে বলে ফাঁক পেলুম। বলি, এসব বুদ্ধি পরামর্শ দিচ্ছেটা কে ? জামাই নাকি ?

দিলে ?

সে কিন্তু সুবিধের লোক নয়। ফুলমণি ছোটলোক হলে কি হয়, লোক চেনে।

দুর্গাবাবু হেসে বললেন, কী চিনলি ?

চিনতে আর কত সময় লাগে। লহমায় চেনা যায়।

কেমন লোক ?

ভাল নয়। মেয়েটাকে জলেই দিয়েছ। ও জামাই তোমার রক্ত শুষে খাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুর্গাবাবু বললেন, তা আর কী করা যাবে বল। একা একা থাকি বলে ওরা চিন্তা করে। বয়স তো হচ্ছে।

ও আবার কী কথা ! তোমার শত্তুরের বয়স হোক

বলিস কী ? উনপঞ্চাশ বলে কথা। জরা-ব্যাধি ধরল বলে।

তোমার যেমন কথা। বুড়ো-বুড়ো ভাব করে বুড়ো হওয়ার চেষ্টা করছ। তোমার জামাই বুঝি বুড়ো বানাতে চাইছে তোমাকে।

বানাবে কেন ? হয়েই আছি।

দেখো, আমার কানে অনেক কথা আসে। কাজ করি আর ফাঁকে ফাঁকে কথা শুনি। কাল সকালেই তো দেবাদেবী কথা কইছিল ঘরে বসে। ঘর মুছতে গিয়েছিলুম। পট করে

BanglaBook.org

জামাইয়ের কথা কানে এল, বুড়ো-বুড়ো বলে যাও, রোগ-ভোগের ভয় দেখাও, তাতেই কাজ হবে। সেই বামুনের কথা জানো না, কাঁধে পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছিল।

দুর্গাবাবু ক্ষুর থামিয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বললেন, বলল ?

তা বলল না তো কি ? বামুনের পাঁঠার লোভে তিনটে জোচ্চোর এসে তিনবার যখন বলল, ও বামুনঠাকুর, কাঁধে কুকুর নিয়ে কোথায় যাও ? তখন বামুনের মনে হল, এটা পাঁঠা নয় তা হলে, কুকুরই হবে। তোমারও সেই দশা। ও জামাই তোমাকে খাবে, তারপর তোমার সব গাপ করবে। তোমার মেয়েটা যদি চালাক হত তা হলেও একটা উপায় ছিল। মেয়েটা তো বোকার হদ্দ।

তুই এত বুঝলি কেমন করে ?

তোমার বাড়িতে পনেরো বছর কাজ করছি, এ সংসারের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা।

তা হলে তুই কী বলিস ?

কি আবার বলব ? বলে দাও আমি এসব ছেড়ে যাব না। তোমরা চলে যাও।

আমাকে একা রেখে গেলে ওদের যে চিন্তা হয়।

আহা, কত দরদ রে। ওসব জানা আছে বাপু। সংসার না আঁস্তাকুড়। সংসার কি ভাল জায়গা বাবা ! ছেলেপুলে বুকে করে মানুষ করো, তারাই বুকে হাঁটু দিয়ে একদিন ভীমের মতো দুঃশাসনের রক্ত খাবে। কম শিক্ষা তো হল না।

রোগ-ভোগ হলে আমাকে দেখে কে বল ?

তাই বলো। তোমার তো জনের অভাব। এত বড় বাড়ি আগলে একা পড়ে থাকো, সেও ভাল কথা নয়। একা মানুষের মাথায় নানারকম বাই চাপে।

তা চাপে। আমি আজকাল রাত-বিরেতে একটু ভয়-ভয়ও পাই।

একা থাকার তোমার দরকারটা কী ? দিব্যি ফনফনে কার্তিক ঠাকুরটির মতো চেহারা, ঝাড়া হাত-পা ভগবানের

BanglaBook.org

দয়ায় খাওয়া-পরার অভাব নেই, একা থাকবে কোন দুঃখে পুরুষমানুষ ?

দুর্গাবাবুর বুকটা কেঁপে উঠল। এ বলতে চায় কী ? সেই কথাটাই ? হাওয়া যে সেদিকেই বইছে। উনি আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলেন না। দাড়িটা ফের কামাতে গিয়ে দেখলেন হাত কাঁপছে।

ফুলমণি খানিক বসে থেকে বলল, সে তো কচিকাঁচাও নয়। না হোক ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। তোমাদের জাতে কাটেরও বটে। দেখতেও মোটে খারাপ নয়।

বলছিস কী আপনমনে ?

শিবানীর কথাই বলছি। কাদাপাড়ায় এমন একটাও লোক পাবে না যে শিবানীর কুচ্ছো করবে। তেমন মেয়েই নয়। পয়সার অভাব, তা কী করবে ? মা-টা অল্প বয়সে মরায় এ মেয়ের ঘাড়েই তো সংসার ছিল। ছোট ছোট মেলা ভাই-বোন আগলে মানুষ করেছে। আর এসব করে নিজের বিয়েটারই সময় পেল না। বাবাটা দুঃখু করে বলে, এ মেয়ে যে-ঘরে যেত সে-ঘর আলো হত। কিন্তু ঘরই জুটল না মেয়েটার।

দুর্গাবাবুর ফের হার্টফেল করার লক্ষণ দেখা দিল।

পাঁচ

মরণের ভূত একবার যাকে ধরে তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না। বারবার ওই ভূত তার দিকে টানে। গগন ভাবে, মরণেরও কি সৌন্দর্য নেই ? নেশা নেই ? তাও আছে কারও কারও কাছে, যাদের জীবনটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। তাদের তখন না ভাল লাগে আলো, না গান, না সৎ কথা। কেবল ভাবে মরলে জুড়োই। ক'দিন যাবৎ গগন খুব ভাবছে এ সব কথা। জলে-ডোবা মেয়েটাকে টেনে তুলেছিল ঠিকই, কিন্তু সে যে আবার ঝাঁপ খায়নি বা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েনি বা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়নি তা কে

BanglaBook.org

বলতে পারে। তা হলে মেহনতটাই বৃথা গেল।

আজ দুপুরে হাঁদু মণ্ডলের সঙ্গে বাসে চেপে ফের ম্যাকফারলনগঞ্জে যেতে যেতে তাই গগনের বুকটা মাঝে মাঝে দুর দুর করছিল। খবর না নেওয়াই ভাল বোধহয়। যা হওয়ার তা হোক। তার কী ?

কিন্তু হাঁদু মণ্ডলই কথাটা খুঁচিয়ে তুলল, সেই যে নিজের প্রাণটা হাতে করে মেয়েটাকে বাঁচালি তার একটা খবর নিবি না আজ ?

খবর নিতে গিয়ে কোন ফ্যাসাদ হয় কে জানে বাবা। ডাগর মেয়ে, ও ব্যাপারে না জড়ানোই ভাল।

সে কথা ঠিক। কোন চক্করে পড়ে মরতে গিয়েছিল তা তো আর জানিস না। প্রেম-ট্রেমই হবে বোধহয়, কী বলিস! সিঁদুর ছিল সিঁথেয় ?

তা কে দেখেছে! থাকলেও জলে ধুয়ে গিয়েছিল।

এ সব কথা আগেও হয়েছে। ঘটনার দিন বাসে ফেরার পথে। আজও হচ্ছে। মানুষ তো ঘটনার সবটা দেখতে পায় না, আগু-পিছুও জানতে পারে না, তাই জল্পনা-কল্পনা করে।

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াই হয়েছিল বোধহয়, না ?

হতেই পারে।

দেখতে বেশ কিন্তু।

কী করে বুঝলে ? অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল তো।

তোর মাথা। দিব্যি আলো ছিল তখনও। আর তোর কি তখন দেখার মতো অবস্থা ছিল! মরতে মরতে বেঁচে গেছিস।

তা বটে। না, আমি ভাল করে দেখিনি। তবে ভয় হচ্ছে, মেয়েটা ফের মরার চেষ্টা করেনি তো ?

হ্যাঁ, তা বটে।

মরার ঝোঁক চাপলে কে ঠেকাবে বলো!

হুঁ। ভাবনার কথা। আজ উকিলবাবুর ওখান থেকে ফেরার পথে একটু খোঁজ নিবি নাকি ?

খোঁজ নেব! কী ভাবে নেব ? সে কি আর আমাদের

BanglaBook.org

চিনবে ?

বাড়িটা তো চিনিস।

তা চিনি।

তবে আর কি। একটু ঘুরঘুর করলেই হবে বাড়ির সামনে।

তোমার যেমন কথা। বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করা কি ভাল ? লোকের সন্দেহ হবে না ? শেষে অপমান হয়ে ফিরতে হবে।

অত ভাবছিস কেন ? আমি যাত্রা থিয়েটারের লোক। মেলা ডায়ালগ জানি। খবর ঠিক বের করে ফেলব।

গগন চুপ করে বসে রইল। মেয়েটা বলেছিল, আর মরবে না। জলের তলায় নাকি চক্কোত্তিমশাইকে দেখেছে। তিনি নাকি ভগবানের মতো মানুষ। কথাটা বুঝতে পারেনি গগন। জলে ডুবে মেয়েটার মাথা ভাল কাজ করছে না বলেই মনে হয়েছিল। তা সে যাই হোক, মরার ইচ্ছেটা যদি চলে গিয়ে থাকে তবেই মঙ্গল।

ম্যাকফারলনগঞ্জে বাজারের কাছে নামল দু'জন।

ও গগন, কিছু খাবি ?

এই তো এক পেট খেয়ে এসে বাসে উঠলাম, এখনই খাব কি ?

ভাবলাম বাসের ঝাঁকুনিতে যদি খিদে পেয়ে থাকে।

তোমার পেয়েছে বোধহয়। তা হলে তুমি খাও।

থাকগে। ফেরার পথে খাব বরং।

সেই ভাল।

ঘড়ি দেখে হাঁদু মণ্ডল বলল, চারটে এখনও বাজেনি। চল নামটা লিখিয়ে তারপর একটু গঞ্জটা ঘুরেফিরে দেখি।

নাম লেখাতে হবে না হাঁদুদা। সেদিনই বুঝে গেছি উকিলবাবুর তেমন মক্কেল নেই। মুহুরিটা আমাদের ঘোল খাওয়াচ্ছিল।

তাই মনে হয়েছিল বটে। তা হলে কী করবি ? চা খাই আয়।

BanglaBook.org

বাজারের ধারে বটতলায় ফাঁকা দোকানে বসে চা খেতে খেতে ফের কথাটা উঠল।

ও গগন, হাতে যখন সময় আছে তখন সেই কাজটা সেরে নিলে হয়।

কোন কাজটা ?

সেই মেয়েটার খবর।

তুমি ভোলনি দেখছি।

ভুলব কি রে ? তুই প্রাণ তুচ্ছ করে বাঁচালি বটে, কিন্তু তোলার সময় আমিও তো একটু সাহায্য করেছি, নাকি ?

তা তো করেইছ।

সেই সুবাদে আমারও একটা কর্তব্য আছে। নাম জিজ্ঞেস করিসনি ?

করেছি। নাম পারুল। ওই তো একটু এগিয়ে গেলেই ডানহাতি বাড়ি।

ওতেই হবে।

দোকানদার ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সী একটি নিরীহ লোক। রংটি ফরসার দিকেই। হাঁদু চা খেতে খেতে দোকানিকে বলল, ব্যবসা কেমন হে ?

দোকানি একটু হাসল, ওই টুকটাক। হাটবারেই যা বিকিকিনি।

শুধু চা-বিস্কুট ? আর কিছু হয় না দোকানে ?

হাটবারে হয়। জিলিপি, কচুরি।

বাঃ। তা এবার হাটবারে এসে তোমার দোকানের কচুরি আর জিলিপি খেয়ে যাব।

তা এসো। কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

কাশীগঙ্গা গ্রাম। চেনো ?

নাম শুনেছি। তবে যাতায়াত নেই।

আমরা খুব আসি। ওই পারুলদের বাড়ি—এই গগনের একটু আত্মীয় হয় ওরা।

কোন পারুল ?

এই রাস্তাতেই। একটু এগিয়ে ডানহাতি বাড়ি।

BanglaBook.org

ওঃ। গঙ্গাধর ঘটকের মেয়ে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আন্দাজে হ্যাঁ বলা ছাড়া উপায় ছিল না।

কেমন আত্মীয় ?

হাঁদু আবছা গলায় বলল, দূর সম্পর্কের।

চা খেয়ে দু'জনে উঠে পড়ল। রাস্তায় এসে হাঁদু বলল, এই তো খবর নেওয়া হয়ে গেল। খারাপ কিছু হলে দোকানদার বলত। তাই না, বল !

হ্যাঁ। একটা দুশ্চিন্তা গেল।

মুখে বললেও দুশ্চিন্তাটা ঠিক গেল না গগনের। একটু খিঁচ রয়েই গেল। মেয়েটা আসলে মরতে গিয়েছিল কেন ?

মুহুরিবাবু আজ তাদের দেখেই চিনল।

আজ তারিখ ছিল বুঝি ?

হাঁদু আমতা আমতা করে বলল, ঠিক তা নয়। দলিল-টলিল সব কি উকিলবাবুর দেখা হয়ে গেছে ?

মুহুরি ফোকলা একটু হেসে বলে, এ কি হেঁজিপেঁজি উকিল নাকি রে বাবা ! দলিল ফেললেই পড়া হয়ে যাবে ! সময় লাগবে বাপু। দলিল দেখতে হবে, পয়েন্ট ভাবতে হবে। অনেক বায়নাক্কা।

তা উকিলবাবুর সময় কবে হবে মুহুরিবাবু ?

ওরে বাপু, আগের দিনই তো বলে দিয়েছি উকিল খায় মুহুরির হাতে। আগে তো এই শর্মা দেখবে। পয়েন্ট-টয়েন্ট তো এই শর্মাকেই সাজিয়ে দিতে হবে। উকিলবাবু দলিল ছুঁয়েও দেখবেন না। ওই চেয়ারে শিবনেত্র হয়ে বসে আমি যা বলব তা শুনবেন।

হাঁদু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, উনি পড়বেন না ? তা হলে মামলা করবেন কী করে ?

বলেছি তো, উকিল তড়পায় মুহুরির জোরে। সিগারেট নেই ?

এই যে ! বলে হাঁদু সিগারেট এগিয়ে দিল।

মুহুরি তার টেবিলের ওপর গাদি করা দলিল-দস্তাবেজ

BanglaBook.org

থেকে হাঁদুর দলিলটা বের করে বলল, বাতাসী মণ্ডলের নামে দলিল তো।

যে আজ্ঞে।

দেখেছি।

কী দেখলেন ?

মামলা লড়া যাবে।

দলিলে কোনও ফাঁক-ফোঁকর নেই তো !

ফাঁক-ফোকর থাকলেই বা কী ? ও সব ভরাট করাই তো আমাদের কাজ। যাও চট করে চা-টা বলে দিয়ে এসো। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

এই যাই।

হাঁদু বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে গগনও।

শোনো হাঁদুদা, মুহুরি আজ টাকা চাইলে দিয়ো না কিন্তু।

হাঁদু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, দেব না বলছিস ? কিন্তু শুনলি তো, মামলা নাকি মুহুরিরই হাতে। যেমন কেস সাজাবে তেমনি হবে। খুশি না রাখলে যদি কাঁচিয়ে দেয় ?

গগন একটু ভেবে বলল, মামলা ভাল সাজালেই যে তুমি জিতবে তা কিন্তু নয়। ও পক্ষেরও উকিল আছে।

আমার মতো বাঘা উকিল পাবে ওরা ?

উকিলের মহিমা কি আমি জানি ? বাঘা উকিল বলেই তো আরও ভয়। যত বাঘা তত বড় থাবা। তোমাকে ছিবড়ে করে ছাড়বে। মুহুরির রকম থেকেই তো বুঝতে পারছ।

তুই হচ্ছিস ভণ্ডুলেশ্বর। যাই করতে যাই তাতেই ফ্যাকড়া তুলিস।

তোমার ভালর জন্যই তুলি, নইলে আমার কী বলো।

মামলা করতে গেলে উকিলকে মুহুরিকে পেশকারকে খাওয়াতে হয় এ তো জানা কথা।

হ্যাঁ, তা জেনেও লোকে হাঁড়িকাঠে গলা দেয়, তাও জানি। তুমি যে তোমার শালাদের টিট করার জন্য শেষ অবধি মামলা লড়বেই সেও কারও বুঝতে বাকি নেই। শুধু বলছি, লক্ষণ ভাল নয়।

BanglaBook.org

কেন, খারাপ কী দেখলি ?

সাত দিন আগে এসে দু'শো টাকা কড়কড়ে নগদ ধরিয়ে দিয়ে গেলে, অথচ উকিলবাবু এখনও তোমার দলিলখানা ছুঁয়েও দেখেননি। কবে ছোঁবেন তারও ঠিক নেই। এখন শুনলাম তিনি মোটে ছোঁবেনই না।

হ্যাঁ, সেই জন্য মুহুরিটাকে হাতে রাখতে হবে।

তোমার শালা গদাধরের সঙ্গে গতকাল আমার হাজারমণির ঘাটে দেখা হয়েছিল।

ভ্রূ কুঁচকে হাঁদু বলল, গদাধর ! কী বলল জোচ্চোরটা ?

ওর দোষ নিয়ো না, নিজে থেকে কিছু বলেনি। কথাটা আমিই তুললাম।

কী বললি ? প্রভাস উকিলকে ধরেছি সে কথা বলিসনি তো।

না। তবে মামলা যে তুমি করবে সেটা বলেছি।

শুনে ঘাবড়ে গেল না ?

তেমন তো মনে হল না। সাইকেল নিয়ে নৌকোয় ঘাট পার হচ্ছিল। মামলার কথা শুনে সাইকেলের বেলটা টিং-টিং করে বাজিয়ে যেন একটু টিটকিরিই দিল। তারপর বলল, জামাইদাদার মাথাটাই খারাপ হয়েছে।

আমার মাথা খারাপ হলে ওদের একটু সুবিধে হয়।

তা হয়তো হয়। কিন্তু তুমি যেমন ক্ষেপে আছ, ওদের মাথা আবার ততটা গরম নয়। হেসে-টেসে অনেক কথা বলল।

মামলার কথা ?

আরে না। সে ধার আর মাড়ালই না। অন্য সব কথা।

ওদের আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

কী ভাবে শিক্ষাটা দেবে বলো তো হাঁদুদা ? মামলা যখন শেষ হবে তখন তোমার ট্যাঁকও ফতুর, বয়সও ফতুর। কী শিক্ষা দেবে ?

ওই তো তোর দোষ। সব সময়ে উল্টো গাইবি।

উল্টোই তো গাই, তবু তো তুমি আমাকে ছাড়ো না।

banglabook.org

দেখ গগন, তোর বুদ্ধি-বিদ্যে কম নেই। কিন্তু তুই কি সব বুঝিস ?

কী বোঝার আছে ?

শ্বশুরবাড়ির কাছে অপমান হলে জামাইয়ের কতটা আঁতে লাগে জানিস ? জানবি কী করে ? বিয়েই তো করিসনি।

বিয়ে করিনি বলেই এটা না জানব কেন ?

তা হলে ! শালাদের কাছে তো হাত কচলাতে পারি না। স্ত্রী-সম্পত্তি, ন্যায্য দলিল, দেবে না বললেই হল ?

দেবে না তো বলেনি। আধা হিস্যা দিতে চেয়েছে তো।

হিস্যা ! হিস্যা আবার কী ? এ তো বখরার মাল নয়। শাশুড়ির নিজের হাতে করে-দেওয়া দলিল।

বলি, জমির ফসল বা ফসলের দাম পেয়েছ ?

দিলে তো পাব।

চাষ করে কে ?

ওরাই করে।

ও জমি ওদের দখলে তো !

হ্যাঁ।

আমি আইন-টাইন জানি না, কিন্তু বলে দিচ্ছি, ওদের জোর অনেক বেশি।

কী করে ?

দখলের জোরে।

দলিলের জোর নেই বলছিস !

হাঁদুদা, তুমি এমনিতে চালাক হলে কি হবে, আসলে বোকা। ধরো, দলিলের জোরে আর টাকার হরির লুট দিয়ে মামলা একদিন জিতলে, কিন্তু জমির দখল নিতে পারবে ? ও তোমার শ্বশুরবাড়ির গাঁ, শালারা তোমাকে ঘেঁষতে দেবে ? লাঠি যার, মাটি তার।

সে তখন দেখা যাবে। মামলাটা তো আগে জিতি।

তা হলে আর শালাদের শিক্ষাটা দিলে কী করে ? তুমি মামলা জিতেও যদি দখল নিতে না পারো তা হলে তো শালারা তোমাকে বক দেখাবে।

BanglaBook.org

সে তুই যা-ই বলিস, প্রেস্টিজ বলে একটা কথা আছে।

সেইটেই তো আমি বুঝতে পারছি না। এই যে মুহুরিকে তেল মাখাতে হচ্ছে, উকিলকে পুজো করতে হচ্ছে, পেশকারকেও হাতে রাখতে হবে, এতে প্রেস্টিজ থাকছে বলছ? কামড়াকামড়ি তো শুরু হয়ে গেছে দেখছি তোমাকে নিয়ে।

হাঁদু মণ্ডলের বোধহয় একটু গোঁসা হল। মুখখানা থোম্বা হয়ে আছে।

মরণচাঁদ তাদের চিনতে পারল। ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, মুহুরিবাবুর চা পাঠাব কি?

গগন বলল, পাঠাও।

মরণচাঁদের চা কিছু খারাপ নয়। চায়ের গন্ধটিও বেশ ঝাঁঝালো। গগনের ভালই লাগছিল, কিন্তু হাঁদুর মেজাজটা বিগড়েছে। কথা-টথা কইছে না। এ লক্ষণটা গগনের ভাল বলেই মনে হচ্ছিল। ভাবুক, বিগড়োক, তারপর যদি বুদ্ধি বিবেচনা কাজ করতে শুরু করে। তবে অনেক মানুষ আছে, শত ঘা খেলেও শেখে না। হাঁদুর শালাদের চেনে গগন। ভালয় মন্দয় মেশানো লোক, আর সকলের মতোই। তারা আপসেও রাজি। কিন্তু এই আহাম্মক হাঁদু মণ্ডলই গিঁট মেরে বসে আছে।

মরণচাঁদ হঠাৎ আহ্লাদিত গলায় বলে উঠল, ওই আসছে!

গগন অবাক হয়ে বলল, কে আসছে?

জবাব শোনার আগেই পাঁচ-ছ'টা সাইকেল হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল দোকানের সামনে। পাঁচ-ছ'টা ছেলে-ছোকরা হই-হই করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। উকিলবাবুর ছোট মেয়ে মুখে একটু টেপা হাসি নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে।

গগন আজ একটু বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। বলল, ওঠো তো হাঁদুদা। এখানে আর পোষাবে না।

ছোকরাগুলো টেবিল বাজিয়ে বেসুরো গলায় হিন্দি ফিলমের মহব্বতের গান ধরে ফেলল।

হাঁদু বলল, উকিলবাবুর সঙ্গে কথাটা সেরে গেলে হত না?

সে তো ছ'টার সময়। দেরি আছে। এখন চলো।

দু'জনে বাইরে বেরিয়ে দেখতে পেল, উকিলবাবুর ছোট মেয়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে চুলের বাঁধন খুলছে। ওটা অছিলা। ভক্তদের দর্শন দেওয়া আর কি।

এই সময়টায় রোজ বুড়ঢা এই পথে যায়। এই অপরাহ্নে গাছের চিকিড়িমিকিড়ি ছায়া পড়ে থাকে পথের ওপর, যেন আলপনা। ঝিরি ঝিরি বাতাস বয়ে যায়। নিস্তব্ধ হয়ে যায় চারদিক। আলোছায়াময় পথটি দিয়ে বুড়ঢা ধীর পায়ে হেঁটে আসে। পরনে সাদা জামা আর ধুতি, মাথা নিচু। বুড়ঢা সব সময়ে কীসের চিন্তা করে কে জানে। সব সময়ে নিজের ভিতরে ডুব দিয়ে আছে সে। গেল বার একদিন খুব সাহস করে কাঁপা হাতে একটা চিঠি ঢিল বেঁধে ছুঁড়ে দিয়েছিল সে। কোনও পাপ কথা লেখেনি সে। শুধু লিখেছিল, পায়ে পড়ি, একবার আমার দিকে তাকিও। এই অভাগিনী ধন্য হবে তাতে। বুড়ঢা সেই চিঠির দিকে তাকিয়েও দেখেনি, কুড়িয়ে নেওয়া তো দূরের কথা। তার পায়ের কাছেই গিয়ে পড়েছিল চিঠিটা। দেখেনি কি বুড়ঢা? নিশ্চয়ই দেখেছে। কিন্তু কুড়িয়ে নিল না তো? বুড়ঢা কি ওরকম চিঠি অনেক পায়। তাই অত অবহেলা।

উদাসীন বলেই বোধহয় বুড়ঢা ক্রমে দেবতা হয়ে উঠেছে পারুলের কাছে। বুড়ঢা জানেও না, তার জন্যই মরতে গিয়েছিল পারুল। মরেও গিয়েছিল সে। শুধু চক্কোত্তিমশাই মরতে দিলেন না। মরণের দোর আগলে চৌকি পেতে বসে ছিলেন। কোথা থেকে উটকো একটা লোক এসে জল থেকে তুলে আনল তাকে। বাড়ি অবধি পৌঁছেও দিয়ে গেল। শুধু তার গলার স্বরটা মনে আছে। অন্ধকারে মুখখানা ভাল দেখতে পায়নি। কতবার মুখটা ভাববার চেষ্টা করেছে সে। কেমন লোক? চেনাও দিল না তো!

সেই থেকে পারুলের বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। একবার মরণের দোর ঘুরে এলে বোধহয় বাঁচাটা এমন ভাল লাগে। সকালে উঠে রোজ ঠাকুরপুজোর ফুল তোলে সে, মায়ের

amarboi.com

কাজকর্ম করে দেয়, গুনগুন করে গানও গায়। সারাক্ষণ বুড়ঢার কথাই ভাবে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝরোখার ভিতর দিয়ে একটা অন্ধকার মুখের কথাও মনে পড়ে তার। ভরাট গলায় লোকটা বলেছিল, মরে কিছু প্রমাণ করা যায় না।

তাই হবে। কিন্তু পারুলের মনে হয়, তার ওই মরণঝাঁপের সময়, তলিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে একটা উটকো লোক এল কেন? কই, বুড়ঢাও তো আসতে পারত। মানুষের বিপদ হলে বুড়ঢাই তো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগে। ভগবানের লোক! কই ভগবানের লোক তো এল না তাকে তুলতে। অন্য লোক এল কেন? সেই লোকটার নামও যে জানে না পারুল। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের কে যে সেই লোকটা কে বলবে? শুধু মনে পড়ে গলার স্বরটি ছিল ভরাট। আর কিছু নয়।

আজও ইস্কুলের পর বিকেলে বাড়ি ফিরে বুড়ঢার জন্য জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে পারুল। মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখা যায় তাকে। হেঁটে চলে যায়; কোনওদিকে তাকায় না। আজও দাঁড়িয়ে আছে পারুল। সামনের পথটায় আলো-ছায়ার কী সুন্দর আলপনা। আজ মেঘলা নেই। ঝিরিঝিরি বাতাস দিচ্ছে। আপনা থেকেই যেন তৈরি হচ্ছে বুড়ঢার আগমনের প্রস্তুতি। তৃষিত নয়নে চেয়ে আছে পারুল। বড্ড আনমনা, মনটা আজ বড্ড চঞ্চল। কত কথা যে ওড়াউড়ি করছে মাথার ভিতরে। যেন পাক-খাওয়া বাতাসে ছেঁড়া পাতা, কাগজের টুকরো।

চোখে কেন জল এল কে জানে। সামনের দৃশ্যটা কেমন উঁচু-নিচু ভূত-ভূত হয়ে যেতে লাগল। বুকের মধ্যে একটা হু-হু। এত একা সে! কেন এত একা!

সংবিৎ ফিরল অনেকক্ষণ বাদে। সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ালঘড়িটা দেখে চমকে ওঠে পারুল। সাড়ে চারটে! ও মা! বুড়ঢা তো তা হলে অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। কী আশ্চর্য আজ কেন এত

BanglaBook.org

আনমনা হয়ে গেল সে। বুড়ঢাকে দেখাই যে হল না আজ। পথের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে পারুল। দু'জন গেঁয়ো চেহারার লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। পারুল সরে এল। শুনতে পেল একজন আর একজনকে বলছে, এই তো সেই মেয়েটা!

ছয়

মেয়ে জামাই চলে যাওয়ার পর ফাঁকা বাড়িটা যেন গিলে খেতে লাগল দুর্গাবাবুকে। জামাই আর মেয়ে গেল আজই সকালে। কাল ঝুনঝুনওয়ালা এসে হাজির। মুখে ভারী বিনয়ের ভাব, আপ্যায়নের হাসি। আর কী মিষ্টি মিষ্টি কথা। প্রথমেই দেড় লাখ টাকার একটা দর দিয়ে বলল, বাড়ি তো অনেক পুরনো হয়ে গেছে, চুন-সুরকির গাঁথনি, পুরো মাল তো আমাকে ফেলে দিতে হবে। বাড়িটার জন্য পঁচাত্তর হাজার দিচ্ছি। আর বটতলার জমি-জায়গা যা আছে ও সব তো দখলদারদের হাতে, বর্গাদারও ছাড়বে না। আমার অনেক খরচ। তবু তার জন্যও পঁচাত্তর হাজার টাকা দিচ্ছি। আমার কিছু লোকসানই হবে।

দুর্গাবাবু চোখ বুজে ভাবছিলেন। বুঝতে পারছিলেন, তিনি হেরে যাচ্ছেন, ঠকে যাচ্ছেন। ঝুনঝুনওয়ালা জামাইয়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছে। জেনেও সেটা না জানার ভান করতে হবে তাঁকে।

ঠিক এই সময়ে যেন পরিত্রাতার ভূমিকায় নেমে পড়ল জামাই নবকুমার। খুবই বিস্মিত গলায় বলল, না না শেঠজি, এ আপনি কী বলছেন! আমার হিসেবমতো বাড়ি আর জমি নিয়ে তিন লাখ টাকা দাঁড়ায়। দরটা বড্ড কম হয়ে যাচ্ছে।

ঝুনঝুনওয়ালা মিষ্টি হেসে বলল, দর দেখলে তো হবে না নববাবু। বটতলায় দুর্গাবাবুর পঁচিশ বিঘে জমি আছে নিজের নামে, আর দশ বিঘে আছে বেনামে। কিন্তু বেশির ভাগই আছে ভাগচাষির দখলে। আর কিছু বেদখলও আছে। এ

BanglaBook.org

সব লোককে হঠাতে গেলে কত খরচ একটু ভাবুন। আর এই বাড়ি তো ভেঙে ফেলতে হবে। তারও তো মোটা খরচ আছে।

দুর্গাবাবুকে সাক্ষীগোপাল হিসেবে বসিয়ে রেখে নবকুমারই কথা বলতে লাগল, না না শেঠজি, আমার শ্বশুরমশাইয়ের এইটুকুই তো শেষ সম্বল। অত কম দর দিলে ওঁর হাতে থাকবে কী ?

দেড় লাখ কি কিছু কম আছে বাবুজি ? ওর সঙ্গে আমার খরচাটা ধরে নিন, তা হলে আসলি দরটা মালুম হবে।

সবেগে মাথা নেড়ে নবকুমার বলল, না না শেঠজি, এত কমে হয় না।

ঝুনঝুনওয়ালা একটু হেসে বলল, দুর্গাবাবুর তো খেতি থেকে কিছুই ইনকাম হয় না। দু'-চার কুইন্টাল চাল পান, ব্যস। আর বাড়িটা তো জঙ্গল মহাল করে ফেলে রেখেছেন। বাড়ি-জমি যদি ইনভেস্টমেন্ট না হয় তবে এ দিয়ে কী হবে ওঁর। বরং টাকাটা পেলে কাজে লাগবে। ঠিক আছে, আমি আরও পঁচিশ হাজার দিব।

দুর্গাবাবু বুঝতে পারলেন, এই নাটকটায় তাকে কোনও পার্টই দেওয়া হয়নি। তিনি আসলে দর্শক। বা বড়জোর মৃত সৈনিক। তিনি তাই চোখটা একটু চেয়ে নাটকটা দেখতে লাগলেন। যদিও তাঁর ঘটিবাটি চাঁটি হয়ে যাচ্ছে, তবু এই পরিস্থিতি থেকেও যদি একটু নাটক দেখার আনন্দ নিংড়ে নেওয়া যায়।

তা নাটকটা খুব বেশিদূর গড়াল না। কারণ বন্দোবস্ত তো আগেই করা আছে। বখরার রেটও পাকা। কাজেই প্ল্যানমাফিক ঝুনঝুনওয়ালা আড়াই লাখে উঠে থামল। নবকুমারও আড়াই লাখে নেমে থামল। দু'জনেরই মুখে হাসি।

ঝুনঝুনওয়ালা বলল, সইসাবুদ আজই হয়ে যাক।

দুর্গাবাবু এবার একটু নড়েচড়ে উঠলেন। মাথায় কোনও বুদ্ধিই খেলছিল না। বাড়ি-জমি বিক্রি ঠেকানো যে যাবে না

BanglaBook.org

এটাও বুঝতে পারছেন। তবু আজই সইসাবুদ করে দিলে সর্বনাশটা তাড়াতাড়ি ডেকে আনা হবে। সেটা একটু পিছিয়ে দেওয়ার জন্য হঠাৎ বললেন, আজ বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীবারে এ সব কাজ করতে নেই।

ঝুনঝুনওয়ালা বলল, লছমিবারই তো ভাল আছে দুর্গাবাবু।

নবকুমারও বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, লক্ষ্মীবারেই লক্ষ্মী ঘরে আসছে বাবা! নগদ কড়কড়ে আড়াই লাখ টাকা। শেঠজি ক্যাশ দেবেন বলেই রেখেছেন।

ঝুনঝুনওয়ালা প্রসন্ন হেসে হাতের চামড়ার ব্যাগটি তুলে দুর্গাবাবুকে দেখিয়ে বলল, এ কি ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি দুর্গাবাবু? আমার উকিলবাবু কাগজপত্র সব রেডি করে রেখেছেন। টাকাটা রেখে দিন, দুপুরবেলা কাছারিতে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে আসবেন।

দুর্গাবাবুর মানসিক দৃঢ়তার একান্ত অভাব। এই চাপের কাছে তিনি নত হয়েও পড়ছিলেন। পড়তে পড়তেও বললেন, আজ থাক। আজকের দিনটা আমার স্ত্রী খুব মানতেন।

একটা সাঁড়াশির দুটো হাতলের মতো দুই প্রতিপক্ষ চেপে ধরছিল তাঁকে।

ঝুনঝুনওয়ালা বলল, সে কী দুর্গাবাবু, আমিও যে লছমিমাই আর গণেশবাবাকে প্রণাম করে এসেছি। আজ তিল পুন্না না করলে যে পাপ হয়ে যাবে।

নবকুমারও বলল, ও সব কুসংস্কারের কোনও মানে হয় না বাবা। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করা ঠিক হচ্ছে না। কোথায় কোন বাধা আসে কে জানে?

দুর্গাবাবুর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। বাঁচাল মালা। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল বোধহয়। বেরিয়ে এসে বলল, বাবা কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে। আমাদের বাড়িতে কখনও বৃহস্পতিবার কোনও লেনদেন হত না। মায়ের বারণ ছিল। শেঠজি, আজ হবে না। আপনি কাল

BanglaBook.org

আসুন।

ঝুনঝুনওয়ালা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, আরে আজ যে আমাকে বিষ্ণুপুর যেতে হবে বিকালে। ফিরতে ফিরতে সোমবার। বড় টেন্ডার আছে।

মালা বলল, তা হলে সোমবারই হবে। আজ নয়।

ডুবতে ডুবতেও কিছুক্ষণের জন্য বাঁচলেন দুর্গাবাবু।

এই ঘটনার পর কাল সারাদিনই নবকুমার আর মালার মধ্যে খুব অশান্তি হয়েছে।

নবকুমার বলল, তোমার জন্যই ব্যাপারটা কেঁচে গেল। এখন কী হবে কে জানে।

মালা বলল, কী আবার হবে। সোমবার রেজিস্ট্রি হলে ক্ষতি কী?

আহা, সোমবার তো আর কালকেই নয়। আমি তো আর ততদিন বসে থাকতে পারব না।

বসে থাকব কেন? রবিবার এসে পড়ব।

সে তো হল। কিন্তু আজ হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে যাওয়া যেত।

অত অস্থির হচ্ছ কেন, ঝুনঝুনওয়ালা কি পিছোবে ভেবেছ।

তা ভাবছি না। কিন্তু পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেল যে।

তুমি ওরকম ভিলেনের মতো কথা বলো কেন? বাবা শুনলে কী ভাববে?

আমার মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। আজই আমার আড়াই লাখ পেমেন্ট হয়ে যেত। ইস! মরতে যে কেন বৃহস্পতিবার দিনটা করলাম। তুমিও তো একটু আগে বলতে পারতে। তা হলে গতকালই দিন ফেলতাম।

আমার কি মনে ছিল!

এ সব কথা ফুলমণিই আড়ি পেতে শুনে পরে দুর্গাবাবুকে গোপনে বলে গেছে।

বাবা, এরা সব তোমাকে ছিবড়ে করে ছাড়বে। আমি তো গতরে খেটে খাই, লাখ-বেলাখের খবরও রাখি না। কিন্তু

BanglaBook.org

পাঁচ জনের কাছে যা শুনি তাতে তোমার বাড়ি জমি মিলিয়ে দশ-পনেরো লাখের কম হবে না।

দুর্গাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কে জানে!

তুমি যেন কেমন হালছাড়া হয়ে গেছ।

আমার হাল ধরে কে বল! আছেটা কে! মেয়েটা অবধি জামাইয়ের তালে তালে নাচছে। যা করছে করুক।

শোনো বাবা, ভগবান যখন একবার বাঁচিয়ে দিয়েছেন তখন শক্ত হও। একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াও তো! পাঁচ জনের পরামর্শ নাও। হুট করে কিছু কোরো না।

দুর্গাবাবু কাল সারাদিন মনমরা হয়ে ছিলেন। ঘটনা যা ঘটছে তার জন্য ততটা নয়, কিন্তু তিনি যে পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন এইজন্যই নিজেকে নপুংসকের মতো লাগছে।

আজ ভোরবেলা মেয়ে জামাই ফিরে গেল। রবিবার ফের আসবে। সোমবার রেজিস্ট্রি। এই যে দুটো দিন একটু ফাঁক এইটেই যা সান্ত্বনা।

সকালে এসে ফুলমণি চা করে দিল। চা খেয়ে যখন বাগানে যাবেন বলে ভাবছেন, তখন ফুলমণি ঝাঁটা হাতে ওপরে উঠে এল।

ও বাবা, আজ চা কেমন খেলে?

চা আবার কেমন খাব! রোজ যেমন খাই।

চিনি-টিনি ঠিক দিয়েছিল তো!

ঠিকই ছিল। কেন বল তো!

আজ আমার ভাইঝি করেছে কিনা।

অ।

গাছপালার মধ্যে দুর্গাবাবু ভারী শান্তি পান। চা খেয়ে সামনের বাগানে এসে থকথকে কাদার আর জলের মধ্যেই ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের তদারক করতে লাগলেন। বর্ষার জল পেয়ে আগাছাও গজিয়েছে বিস্তর। জোঁক লাফাচ্ছে, দুটো ঢোঁড়া সাপ তাঁর সাড়া পেয়ে পালাল। জামগাছে একটা ডিমরুল ঘটের মতো বড়সড় একটা বাসা করে ফেলেছে।

BanglaBook.org

বাসাটা ভাঙা দরকার। ঘর থেকে একখানা বাঁশের মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিনে ভিজিয়ে নিয়ে এলেন। আগুন দিয়ে ভিমরুলের বাসায় ধরতেই ভোঁ ভোঁ করে উড়ে পালাতে লাগল তারা। মরেও পড়ল কতক। বাসাটা নিকেশ করে একটু চেয়ে চেয়ে দেখলেন নিজের বাড়িখানা। এই বাড়িতেই তাঁর জন্ম। তাঁর বাপ মা এখানেই দেহ রেখেছেন। তিন পুরুষের বাড়িখানা ঝুনঝুনওয়ালা মাত্র পঁচাত্তর হাজারে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু টাকার দামে কি সব মূল্য হিসেব করা যায়। বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। পরিক্রমার মতো চারদিকে বারকয়েক পাক খেলেন। এ বাড়ি ছেড়ে যেতে তাঁর বড় কষ্ট হবে।

তৃতীয়বার পরিক্রমার পথে বাড়ির পিছন দিককার কলতলায় এসে পড়েছিলেন। তখনই শুনতে পেলেন, ফুলমণি যেন কাকে ডাকছে।

তোমার মতলবখানা কী বলো তো! এ বাড়িতে রোজই যে তোমার বড় আনাগোনা দেখছি! বাবুর মাথাটা খারাপ করেই ছাড়বে নাকি?

অধিরথের গলা শোনা গেল, যাঃ বাবা, আমি আবার দুর্গাবাবুর মাথা খারাপ করার মতো কী করলাম?

তোমার মতলব মোটেই ভাল নয়। শুনলুম নাকি তুমি বাবুর পুষ্যিপুত্তুর হতে চেয়েছ!

ও, তাই বলো! সে কি আর সত্যি সত্যিই বলেছি! কথার কথা। কিন্তু আমাকে পুষ্যিপুত্তুর নিলে লোকসান ছিল না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ অবধি করে দিতুম। সব কাজ জানি কিনা। শুনলুম নাকি বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে! কাল ঝুনঝুনওয়ালা এসেছিল নাকি?

তা বিক্রি হলেই বা তোমার কী?

তা আমারও একটু বিষয়কর্ম ছিল। আমাকে দিয়ে বিক্রি করালে গরিবমানুষ কিছু দালালি পেতুম।

সে আর তোমাকে পেতে হবে না। বাবুর গুণধর জামাই বাবাজীবনই দালালি খেয়েছে।

BanglaBook.org

জামাই ! জামাই দালালি পায় কোন সুবাদে ?

সে আর জিজ্ঞেস কোরো না বাপু। বাবু বড় মনোকষ্টে আছে। এখন তুমি এসো গিয়ে।

দরটা কত উঠল শুনতে পাই না একটু ?

শুনে আর করবেটা কী ? জলের চেয়েও সস্তায় ওই ঝুনঝুন কিনে নিচ্ছে। মোটে আড়াই লাখ, তাও অনেক টানাহ্যাঁচড়ার পর।

বলো কী ফুলমণি ? আড়াই ! মোটে আড়াই !

ত্রিশ বিঘে জমি আর এই বাড়ি নিয়ে।

এঃ হেঃ, এ তো খুব ঠকা হয়ে যাচ্ছে দুর্গাবাবুর। হেসে খেলে দশ-পনেরো লাখ টাকা দর পাওয়া যেত যে।

তাই তো বলছি। বাবু তো সর্বস্বান্ত হল, এবার তুমি বরং ওই ঝুনঝুনের পুষ্যিপুত্তুর হও গে যাও।

সে হতে পারলে তো কথাই ছিল না গো ফুলমণি। তবে তার গুদামে স্টোরকিপারের একটা চাকরি আছে। দুর্গাবাবু বলে দিলে বোধহয় চাকরিটা আমার হয়ে যায়। এত বড় দাঁও মেরেছে, এখন চক্ষুলজ্জায় বোধহয় চাকরিটা দিতেও পারে ঝুনঝুনওয়ালা।

না না, বাবুর মাথাটা আর খারাপ কোরো না। এখন যাও, বাবুকে একটু একা থাকতে দাও।

সে না হয় যাচ্ছি। কিন্তু ওটি কে বলো তো ফুলমণি। ওই যে ঘর থেকে কাপড়-টাপড় নিয়ে কলতলায় গেল।

আবার ওদিকে নজর কেন ? ও আমার ভাইঝি। আজ মেলা কাচাকুচি আছে বলে নিয়ে এসেছি।

অধিরথ খুব অবাক হয়ে বলল, ভাইঝি ! তোমার ভাই তো রেমো। সে তো গুরুপদর দোকানে চাল-ডাল মাপে। তার তো মোটে বিয়েই হয়নি।

দুর্গাবাবু শুনতে শুনতে একটু মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ একগাদা বেডকভার আর চাদর দু' হাতে ধরে একটা মেয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁকে দেখে থতমত খেল। শুধু থতমতই নয় ; লজ্জায় একেবারে অধোমুখ।

BanglaBook.org

দুর্গাবাবু বললেন, লজ্জা কীসের ? তুমি ফুলমণির ভাইঝি তো ! লজ্জার কিছু নেই। কাজ করো, আমি যাচ্ছি।

পা বাড়াতে গিয়ে দুর্গাবাবু একটু থমকালেন। শুনতে পেলেন অধিরথ ফুলমণিকে বলছে, ও তোমার ভাইঝি হচ্ছে কোন সুবাদে শুনি ! ও তো কাদাপাড়ার প্রাণগোবিন্দ দত্তর মেয়ে শিবানী। ওরা আট ঘরের কায়স্থ।

আরে চুপ চুপ ! বাবু শুনতে পেলে আস্ত রাখবে না।

কিন্তু তোমার মতলবখানা কী বলো তো !

সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।

অধিরথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, কাজ নেই বললেই হল ? আমি যে ও মেয়ের সঙ্গে দুর্গাবাবুর সম্বন্ধ করছি। কথাবার্তাও একটু এগিয়ে আছে প্রাণগোবিন্দবাবুর সঙ্গে।

ফুলমণি এবার ভারী আহ্লাদের গলায় বলল, বাঁচালে বাপ ! আমারও তো ওই মতলব। ভাবলুম একবার বাবুকে দেখিয়ে দিই। চোখে লেগে গেলে আর পায় কে ! তা মেয়ের যা লজ্জা ! কিছুতেই আসতে চায় না। অনেক ধরে করে এনেছি।

এঃ হেঃ, তা হলে আমার ঘটকালির টাকাটাও গেল দেখছি ! হাজার টাকা দক্ষিণা ধরা ছিল।

তুমি বাপু পিচেশ আছ। মানুষের উপকার করে পয়সা নাও ?

ভিতরে যখন এ সব কথা হচ্ছে, তখন বাইরে অন্য নাটক। মেয়েটা অধোবদন হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি খুঁটছে। আর দুর্গাবাবুর হার্ট মেল ট্রেনের মতো এমন ছুটছে যে হঠাৎ ফেল হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু নড়তে পারছেন না। শরীরটায় যেন একটা স্তম্ভন হয়ে আছে।

মেয়েটা কচি কাঁচা নয়। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স হবে। শ্যামলা, দোহারা চেহারা, মুখখানা খুব সুন্দর কিছু নয়, কিন্তু ভারী নরম সরম ভাব আছে। এর বেশি দেখার সাহস দুর্গাবাবুর হল না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ভারী পা দু'খানা টেনে টেনে হাঁটতে

BanglaBook.org

লাগলেন।

এসব কী হচ্ছে ? এরা কি পাগল ? এই বুড়ো বয়সে বিয়ে করলে লোকে বলবে কী ? মেয়ে-জামাই এসে দুয়ো দিয়ে যাবে, পাড়া প্রতিবেশী ঠাট্টা মস্করা করবে, সে লজ্জা রাখবেন কোথায় ?

কাঁপা বুক এবং বড় অস্বস্তি নিয়ে বাগানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন দুর্গাবাবু। তার পর অধিরথকে দেখতে পেলেন, বেরিয়ে আসছে।

এক গাল হেসে অধিরথ বলল, এই আপনার কাছেই আসা।

হুঁ।

বড্ড গম্ভীর দেখাচ্ছে যে !

হুঁ।

শুনলুম এখান থেকে তল্পিতল্পা গোটাবেন বলে ভাবছেন।

হুঁ।

শেষমেষ ওই ঝুনঝুনওয়ালাকেই বেচে দিচ্ছেন সব ?

হুঁ।

মাত্র আড়াই লাখে ?

হুঁ।

তার চেয়ে গরিব দুঃখীকে বিলিয়ে দিলেই তো ভাল হত। এও তো বিলিয়ে দেওয়াই হচ্ছে। আড়াই লাখ একটা দাম হল ? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ।

হুঁ।

বুড়ো বয়সে লোকের ভীমরতি হয় শুনেছি, কিন্তু এই কাঁচা বয়সেও যে হয় তা জানা ছিল না।

এ কথায় আর হুঁ টুকুও বেরোল না দুর্গাবাবুর মুখ থেকে। অধিরথ একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে চলে গেল।

দুর্গাবাবু জামগাছটার তলায় একটা ইঁটের ওপর বসে ভাবতে লাগলেন। এত ভাবতে লাগলেন যে বাহ্য-চৈতন্য রইল না। এ সব কী হচ্ছে তাঁকে নিয়ে ? হচ্ছেটা কী ?

এত মগ্ন ছিলেন যে ফুলমণির ডাকটাও অনেকক্ষণ শুনতে

BanglaBook.org

পাননি। শেষে ফুলমণি বেরিয়ে এসে চনচনে গলায় "বাবা, ও বাবা" বলে চেঁচাতে সংবিৎ ফিরল।

কী বলছিস ?

বলি বেলা কত হল খেয়াল আছে ? নাওয়া খাওয়া নেই নাকি ?

ঢেকে রেখে যা, নিয়ে খাব।

ওই করে করেই তো শরীর পাত করছ। দেখাশোনা শাসন করার লোক না থাকলে অমন লক্ষ্মীছাড়া ভাব হয়। আর বসে থাকতে হবে না। ওঠো, উঠে পড়ো।

দুর্গাবাবু উঠে পড়লেন। কিন্তু তাঁর ভারী লজ্জা করছিল। মেয়েটা যে এখনও বাড়ির মধ্যে আছে তা তিনি জানেন। পা সরতে চাইছিল না তাঁর। কিন্তু ফুলমণি ছাড়ার পাত্রী নয়।

দুর্গাবাবু স্নান করলেন। তারপর যখন নীচের দালানে এসে পিঁড়িতে বসলেন তখন হঠাৎ নিজেকে জামাই-জামাই লাগল হঠাৎ।

আজ রান্নার একটু বেশ বাড়াবাড়ি লক্ষ করলেন দুর্গাবাবু। রোজ একটা মাছের ঝোল, ডাল আর চচ্চড়ি বা ভাজা গোছের কিছু হয়। আজ এল সুক্তো, ভাজামুগের ডাল, পোস্তর বড়া, মুড়িঘণ্ট, রুই মাছের কালিয়া, কাঁচা আমের অম্বল। তার চেয়েও বড় কথা, ফুলমণি নয়, পরিবেশন করছে শিবানী। দুর্গাবাবু হেঁট মাথা আর তুলতেই পারছেন না। বুকের গুড়গুড়ুনিটাও বন্ধ হওয়ার নয়।

ফুলমণি পাশেই পাখা-হাতে বসা। জিজ্ঞেস করল, রান্না কেমন হয়েছে ?

রান্না কেমন হয়েছে তা দুর্গাবাবুও বলতে পারবেন না। তিনি খেয়ে যাচ্ছেন এই পর্যন্ত। মুখে বললেন, ভালই তো।

ভাল কী গো ! ওর রান্নার প্রশংসা সবাই করে। বলে, শিবানীর হাতে মা ভবানীর ভর হয়।

দুর্গাবাবু বললেন, হুঁ।

ভারী সুলক্ষণা মেয়ে। ঘরের কাজ, সেলাই ফোঁড়াই,

BanglaBook.org

একটু আধটু গান সব পারে। যার ঘরে যাবে তার ঘরে লক্ষ্মী জেঁকে বসবেন।

হুঁ।

অমন ঘাড় গুঁজে খাচ্ছ কেন? রোজ তো দেখি খেতে বসে কত কথা কও।

এই নানা কথা ভাবি আর কি।

ভাববার তো কথাই তোমার। যে-খপ্পরে পড়েছ, উদ্ধার পাওয়া কঠিন। তবে তোমার ব্যবস্থা আমি করেই ছাড়ব।

কী ব্যবস্থা তা আর জানতে চাওয়ার সাহস হল না দুর্গাবাবুর।

ওই বদমাশ জামাইকে যদি ঝেড়ে কাপড় না পরাই তো আমার নাম ফুলমণিই নয়।

হুঁ।

আর ঝুনঝুনের ব্যবস্থাও করছি। আমার সইয়ের ছেলে নয়াগঞ্জের দারোগা। কোন ঠাকুরের শিষ্য, ঘুষটুস খায় না, পাজি লোকের যম। তাকে খবর পাঠাচ্ছি, ঝুনঝুনকে দেবেখন ঠাণ্ডা করে।

হুঁ।

খাওয়াটা কোনওক্রমে শেষ করে দুর্গাবাবু দোতলায় এসে যেন বাঁচলেন। যা লজ্জা করছিল আর বলার নয়। দাড়ি কামানোর হাত আয়নাটা নিয়ে নিজের মুখখানা এক ঝলক দেখে নিলেন। সত্যিই কি তবে তেমন বুড়ো হননি তিনি? চুল টুল পাকেনি তেমন ঠিকই, কিন্তু সেটা তো কোনও কথা নয়। মেয়ে জামাই যখন বলছে তখন বুড়ো কি আর না হয়েছেন!

আয়নাটা আর একবার মুখের কাছে তুলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে যেন বাজ পড়ল। একটা মিহি লাজুক গলা বলল, আপনার পান।

যেন কত পাপ করে ফেলছিলেন এমন চমকে গিয়ে আয়নাটা পট করে নামিয়ে ফেললেন তিনি।

নতমুখী মেয়েটা একটা স্টিলের রেকাব ধরে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

আছে।

ওঃ। বলে পানটা তুলে নিলেন দুর্গাবাবু।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর পানটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলেন তিনি, পান তো তিনি খান না। তবে দিল কেন?

পান কি তা হলে কোনও সংকেত? কোনও পূর্বাভাস? কে জানে কী। পানটা মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে তিনি যেন যৌবনের গন্ধ পাচ্ছিলেন। আর খুবই লজ্জার কথা—একটু কাম ভাবও।

একটু গড়াগড়ি দেবেন বলে শুতে যাচ্ছিলেন, ফুলমণি এল।

আমার ভাইঝিকে কেমন দেখলে বলো তো।

দুর্গাবাবুর কানটান লাল হয়ে গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, বেশ ভাল।

ঠোঁটকাটা ফুলমণি বলল, পছন্দ?

দুর্গাবাবু চোখ বুজে ফেললেন।

তোমাকে দেখে তো আমার ভাইঝির চোখের পলক পড়ছে না। যাকগে, এখন একটু ঘুমোও। কাল আবার ওকে নিয়ে আসব'খন।

কাল! কালকের যে এখনও কত দেরি।

সাত

নতুন দুটো গজলের ক্যাসেট কিনেছি। শুনবি? তা হলে চল আমাদের বাড়ি। দু' পিরিয়ড আগে যখন ছুটিই হয়ে গেল।

গজল শুনলে আমার এত কান্না পায়!

আমারও পায়। আর পায় বলেই তো শোনা। কাঁদতে ভাল লাগে না তোর?

একটু একটু লাগে।

আমার যখন গজল শুনে বুকটা কেমন করে কান্না আসে তখন কী যে ভাল লাগে। চল আজ দু'জনে মিলে গান শুনে

BanglaBook.org

কাঁদি।

ও বাবা, তোর সঙ্গে যাওয়ায় যে বিপদ।

কীসের বিপদ?

তোর পিছনে যে ছেলেরা লাগে, তোকে ফলো করে!

আহা, তোর পিছনে বুঝি লাগে না! স্কুলের কাছেই থাকিস বলে টুক করে বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারিস, তাই হ্যাংলা ছেলেগুলো বেশি সুবিধে করতে পারে না। আমার বাড়িটা তো একটু দূরে।

মোটেই সেটা কারণ নয়। আমি কি তোর মতো সুন্দর যে আমার পিছনে লাগবে?

মারব থাপ্পড়, তুই আবার কুচ্ছিত কবে থেকে?

তোর মতো তো নই!

কেউ কারও মতো নয়। আমার দিদি আরও সুন্দর ছিল, তার পিছনে আরও ছেলেরা লাগত।

হ্যাঁ, গৌরীদি সুন্দর ছিল বটে।

দিদি কাউকে পাত্তা দিত না, আমিও দিই না। ওদের ভয় পাস কেন?

কেমন যেন লাগে। ঠিক আছে, চল।

স্কুল পুরোটা ছুটি হয়নি। দিদিমণি আসেনি বলে শুধু তাদের ক্লাসটা ছুটি হয়ে গেছে। পারুল আর বকুল যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে নির্জন ছায়াময় রাস্তায় পা দিল তখন অভ্যস্ত জায়গায় কোনও ছেলে ছোকরাকে দেখা গেল না।

পারুল বলল, যাক বাবা, কেউ নেই আজ।

বকুল হাসল, ওরা তো আর জানে না, আজ আমাদের আগে ছুটি হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

কেন রে?

অভ্যেস হয়ে গেছে যে! পিছু পিছু যায়, শিস দেয়, গান গায়, নিজেকে যেন দেবী-দেবী লাগে।

উঃ, তোর যা সাহস!

দূর! সাহসের কী? এরা তো ভিতুর ডিম। ধমক দিলেই

BanglaBook.org

পালায়।

ওদের কাউকে তোর পছন্দ হয় না ?

পাগল ! পছন্দ করব কি, হেসেই মরি এদের কাণ্ড দেখে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা চায়ের দোকান আছে দেখেছিস তো। সেখানে বসে কত কাণ্ড করে। বেসুরো গান, চেঁচামেচি। বাবা তো দোকানটা তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করেছিল। আমিই বাবাকে বললাম, অত ভয় পাচ্ছ কেন ? রাস্তায় তো কত কুকুরও চেঁচামেচি করে, এও তাই বলে ধরে নাও।

পারুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তোর রকমটাই ভাল।

কিন্তু আমাকে সবাই খারাপ ভাবে, তা জানিস ?

কেন বলতো !

বলে আমি নাকি ঢলানি, ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছি।

যাঃ, তোর কী দোষ ?

বকুল ঠোঁট উল্টে বলে, বললে বলুক, আমি কেয়ার করি না।

নির্জন রাস্তার বাঁ ধারে নিবিড় বাঁশঝাড়টার দিকে একটু তাকাল পারুল। বাঁশঝাড়ের ওপাশে ভাঙা দেউল, তারপর পাতালদীঘি। কোন অতলে তলিয়ে গিয়েছিল সে! চক্কোত্তিমশাই মরণের দোর আগলে রইলেন, আর কোথা থেকে উটকো একটা লোক এসে টেনে তুলল তাকে! ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। আজ আর মরার কথা ভাবতেও পারে না সে। দিন তিনেক আগে এক বিকেলে যে-দুটি গেঁয়ো লোক রাস্তা থেকে তাকে দেখেছিল তাদেরই একজন কি তাকে বাঁচিয়েছিল ? হবেও বা।

কী ভাবছিস পারুল ?

কিছু না।

আয়।

এ বাড়িতে বকুলের নিজস্ব একটা ঘর আছে। কী সাজানো আর ফিটফাট। একধারে সিঙ্গল খাটে বিছানা।

BanglaBook.org

অন্য ধারে পড়ার ডেস্ক আর চেয়ার। পাশেই বইয়ের র‍্যাক। একটা লম্বা শো-কেসের ওপর দামি মিউজিক সিস্টেম। দুটো বেতের চেয়ার আর টেবিল।

পাখা ছেড়ে দিয়ে বকুল বলল, বোস।

একটু বাদে বাড়ির ঝি এসে দুটো স্টিলের বাটিতে মাখা মুড়ি আর চা দিয়ে গেল। গজলের ক্যাসেটটা চালিয়ে বসল দু'জনে মুখোমুখি।

কেমন লাগছে ?

মুগ্ধ পারুল গানটা শুনতে শুনতে বলল, দারুণ।

কিছুক্ষণ গজলের স্রোতে ভেসে গেল তারা। চোখ সজল হল কতবার। গলা ধরে এল। এত মন খারাপ করে দেয় বলেই কি এত ভাল ?

বকুল বলল, গজল শুনলে আমার কী মনে হয় জানিস ?

কী ?

মনে হয় পৃথিবীটা কত বড়। ম্যাকফারলনগঞ্জে থেকে তো সেটা বোঝা যায় না। যখন গজলের সুর শুনি তখন যেন সমুদ্দুর পেরিয়ে যাই, পাহাড় পেরিয়ে যাই, আকাশ পেরিয়ে যাই। কোথায় কোথায় যেন নিয়ে যায় আমাকে। তোর এ রকম হয় ?

না। আমার কেবল বুকের মধ্যে একটা ঢেউ ভাঙতে থাকে আর খুব কান্না পায়। আর কী মনে হয় জানিস। মনে হয় মস্ত একটা মাঠ ভেঙে কেবল ছুটতে থাকি, কেবল ছুটতে থাকি।

অধিকাকু কী বলে জানিস। বলে গজল শুনলেই তোমার এই, তা হলে খেয়ালে মিয়া কি মল্লার শুনলে না জানি কী হবে।

অধিকাকু কে রে ? অধিরথ নাকি ?

হ্যাঁ। সম্পর্কটা গোলমেলে। কাকু হয় কিনা কে জানে বাবা। কিছু একটা ডাকতে হবে তো। তাই কাকুই ডাকি।

হ্যাঁ, আমার বাবার কাছেও খুব যান। কী সব দুঃখের কথা টথা বলেন।

BanglaBook.org

মা তো দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু আমার তেমন খারাপ লাগে না। হাতের কাছে একটা ফাইফরমাশ করার লোক লাগে না বল! অধিকাকু সেদিক দিয়ে খুব ভাল। রাত বারোটাতেও যদি বলি, অমুক ক্যাসেটটা এনে দাও তো দোকান থেকে, ঠিক এনে দেবে।

কী করে?

ওই যে পানু নামে ছেলেটার ক্যাসেটের দোকান আছে বাজারে তাকে ঘুম থেকে তুলে এই তো সেদিন লতার রামরতন ধন পায়ো ক্যাসেটটা এনে দিল। হাতের কাছে একটা কাকুটাকু থাকা ভাল নয়, বল! গার্জিয়ান গোছের চোখ রাঙানো কাকু হলে তো চলবে না আমার, একটু মাই ডিয়ার গোছেরই দরকার। তাই না?

তোর সব কিছুই ভাল। কপালটাও।

আর তোর বুঝি খারাপ?

আমার কী ভাল বল তো! তুই কত স্মার্ট, কত সাহসী, কত বেপরোয়া। ঠিক আজকালকার মেয়েদের যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি। আর আমি এখনও কেমন যেন বোকা-বোকা, সহজেই আবেগে ভেসে যাই, একটুতেই মরতে ইচ্ছে করে।

তুই প্রেমে টেমে পড়িসনি তো?

পারুল একটু ম্লান হাসল। বলল, আমি বোধহয় টক করে পড়ে যাব।

দূর! ও সব এখনই কি! আগে একটু ছেলেগুলোকে নাচিয়ে নে, তারপর যখন চুনোপুঁটিরা সরে গিয়ে রাঘব বোয়াল আসবে তখন বেছেগুছে প্রেমে পড়িস।

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে খুব হাসল পারুল। তারপর বলল, অত শক্ত থাকিস কী করে বল তো!

বকুল তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমার কী মনে হয় জানিস! তুই হবি লক্ষ্মী বউ। যাকে ভালবাসবি তাকে নিয়ে মজে থাকবি। মন দিয়ে ঘরকন্না করবি, ছেলে মানুষ করবি। আর আমি হব দজ্জাল বউ। সবাইকে

BanglaBook.org

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাব। স্বামী বেচারা নাকানি চোবানি খাবে আমার পাল্লায় পড়ে।

যাঃ! বিয়ের পর কোন মেয়ে কী হবে তা বলাই যায় না। কত রোখা চোখা মেয়ে কেমন শান্তশিষ্ট হয়ে যায়। আবার শান্তশিষ্ট হয়ে যায় খরদড়।

ঠোঁট উল্টে বকুল বলল, বিয়ের কথা ভাবিই না। তুই বুঝি খুব বিয়ের কথা ভাবিস?

ভাবি রে। বিয়ে তো করতেই হবে একদিন। সে জীবনটা কেমন হবে তা মাঝে মাঝে ভাবি।

আমি ওসব ভাবিই না। জীবনে কত কী করার আছে। বিয়ে করলেই বাঁধা পড়ে যেতে হয়। ড্রপসিন নেমে এল জীবনে। তখন ওই একটা লোকের সেবা করো, সংসারের পেছনে গাধার খাটনি দাও। দেখছি তো চারদিকে। দিদি তো বলেই দিয়েছে, বিয়ে করবে না। নাচ-গান নিয়ে থাকবে।

তুই?

আমিও তাই। তবে প্রেম-টেম একটু আধটু করতে পারি।

প্রেম করবি, আর বিয়ে করবি না?

প্রেমের সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক? প্রেম তো সব মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে-মিথ্যে ডায়ালগ। শুনতে বেশ, আসলে গ্যাস-বেলুন।

সেই জন্যই তোকে আমার হিংসে হয়। তোর মতো যদি হতে পারতাম। আমি বড্ড সহজে গলে যাই, ভেসে যাই।

সেই জন্যই তো বলি, তুই যার ঘরে যাবি সে খুব সুখী হবে। তুই হবি লক্ষ্মী বউ।

ছাই হব। ইস, পাঁচটা বাজে! এবার যাই, মা ভাববে।

পারুল আনমনে নেমে এল নীচে। মনটা একটু অস্থির। এত নরম মন নিয়ে কঠিন পৃথিবীতে কি টিকে থাকা যায়!

বাঁশ ঝাড়ের কাছাকাছি নির্জন রাস্তায় দুটো লোক উল্টো দিক থেকে আসছিল। তাকে দেখে দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে। প্রথমটায় ভাল

BanglaBook.org

করে তাকায়নি পারুল। তার মনটা অস্থির ছিল। কিন্তু তারপর লোকদুটো দেখে সেও থমকাল। এ তো সেই দু'জন! তার মধ্যে একজন লম্বাপানা, অন্য জন বেঁটে। লম্বা মানুষটিই কি সে?

পারুল আজ সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বলল, আপনি কে বলুন তো!

লোকটা হাতজোড় করে বলল, আমার নাম গগন ভট্টাচার্য। এই উকিলবাবুর কাছে আসতে হয় মাঝে মাঝে।

ওঃ! সেদিন আমাদের বাড়ির সামনেও আপনাদের দেখেছি, না?

গগন আর তার সঙ্গী সবেগে মাথা নাড়ল। গগন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরাই।

গলাটা চিনতে ভুল হল না পারুলের। এ সেই লোক। একটু মুখ টিপে হেসে সে বলল, আমাদের বাড়িতে একবার আসবেন আজ?

গগন থতমত খেয়ে বলল, তার কী দরকার?

একটু চা খেয়ে যাবেন।

আপনাদের কষ্ট হবে।

কিছু কষ্ট হবে না। চা করতে কষ্ট কী? জল থেকে আমাকে তুলতে তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট আপনি করেছেন।

লজ্জায় অধোবদন গগন বলল, সে কী কথা! ভগবানের ইচ্ছে না হলে আমরা কি কারক হতে পারি। আপনি সেদিন চক্কোত্তিমশাইকে দেখেছিলেন বলেই না রক্ষে পেয়েছেন। তিনিই রক্ষাকর্তা।

আপনিও।

কী যে বলেন!

আসবেন কিন্তু! আমি বসে থাকব।

আমরা গাঁয়ের লোক, আপনাদের সঙ্গে লৌকিকতার দরকার ছিল না।

লৌকিকতা কেন হবে?

BanglaBook.org

আচ্ছা, বলছেন যখন আসব।

পারুলের কেমন যেন লাগছে। ভাল না মন্দ সে বুঝতে পারছে না। বাড়িতে ফিরে সে মাকে বলল, ও মা, তারা আসছে।

কারা রে ?

পারুল মাকে সবই বলে। জলে ডোবার ঘটনাও বলেছিল।

বলেছিল, তবে রেখে ঢেকে। শাপলা তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায়, তারপর একটা লোক এসে—

তার মা ভাল মানুষ। সব বিশ্বাস করে। সেদিন অচেনা অজানা লোকটাকে মেলা আশীর্বাদ করেছিল, আহা সে বেঁচে থাক। তাকে নিয়ে এলি না কেন ?

ভাল করে দেখিইনি যে। অন্ধকার ছিল, বৃষ্টি পড়ছিল, আর আমারও কি তখন ভাল করে হুঁশ ফিরেছে। ঘোরের মধ্যে ছিলুম।

তা হলে কী হবে মা ?

কী আর হবে ! মনে করে নাও ভগবানই এসেছিল মানুষ হয়ে। এ ঠিক চক্কোত্তিমশাইয়ের কাজ মা, তাঁকে আমি চিনি।

মা জোড়হাত কপালে ঠেকিয়েছিল।

আজ যখন পারুল বলল, সেই যে মা, যে-লোকটা আমাকে জল থেকে তুলেছিল সে আর তার এক বন্ধু।

ও মা ! তা হলে এখন কী আয়োজন করবি ? তোর বাবাকে বরং দোকানে গিয়ে একটা খবর দিয়ে আয়, মিষ্টি টিষ্টি পাঠাক।

পারুল হেসে কুটিপাটি, অত অস্থির হয়ো না মা। তারা নিতান্ত গেঁয়ো ভালমানুষ লোক। বেশি খাতির যত্ন করলে ভয় পাবে। নাড়ু মোয়া যা আছে দিয়ো, ওতেই বেশি খুশি হবে।

গাঁয়ের লোক বুঝি ! তাই অত মায়াদয়া।

কেন মা, শহরের লোকের বুঝি মায়া-দয়া নেই ?

BanglaBook.org

তা বলিনি মা, শহরেও আছে। গাঁয়ে একটু বেশি আছে।

তাই বুঝি!

আজ মনটা ভাল লাগছে পারুলের। লোকটা হয়তো গেঁয়ো, কিন্তু ভারী ভাল কথা বলে। সেদিনও বলেছিল। আজও বলল। ভগবানের কথা, চক্কোত্তিমশাইয়ের কথা। নিজের কথা বলল না।

সাড়ে ছ'টা নাগাদ গেঁয়ো লোক দুটি এল। ভারী বিগলিত ভাব। যেন বাড়িতে ডেকে তাদের মহা সম্মানিত করা হয়েছে। মাকে প্রণাম করে দু'জনেই বসল চেয়ারে।

মা বলল, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন বাবা। মেয়েটা আমার অন্ধের নড়ি, তোমরা না থাকলে—

পারুল বলল, ও কথা থাক না মা! ওঁরা লজ্জা পাচ্ছেন।

আচ্ছা। তোমরা কী করো বাবা?

হাঁদু মণ্ডল বলিয়ে কইয়ে নয়। গগন বলল, এই হাঁদুদার বেশ বড়সড় কারবার আছে। চালকল, আটাচাক্কি, পাম্পসেট আর ট্র্যাক্টর ভাড়া দেওয়া। আর আমি গরিব বামুন মা। পুজোআচ্চা করি, কয়েকটা ছেলে-মেয়ে পড়াই, আর গাঁয়ের লোকের মামলা মোকদ্দমা, দরখাস্ত লেখা, এই সব কাজে একটু আধটু সাহায্য করি। উঞ্ছবৃত্তিই বলতে পারেন।

কে আছে তোমার?

মা ছাড়া আর কেউ নেই। কোনওক্রমে চলে যায়।

লেখাপড়া শেখোনি বুঝি?

তারই বা কী দাম মা? খানিক শিখেছিলাম। এখানকারই কলেজে পড়েছি। বি.এ পাশও করেছি। ওতে কিছু হয় না।

তা বটে বাবা।

দু'জনে যত্ন করে নাড়ু আর মোয়া খেল। চা খেল তারিয়ে তারিয়ে।

গগন বলল, কাপ প্লেট ধুয়ে রেখে যাই মা?

ছিঃ ছিঃ, তা কেন? তোমরা আমার অতিথি।

পারুল কথা না বলে স্নিগ্ধ চোখে গগনকে দেখছিল। বড়

BanglaBook.org

ভাল লোকটা।

আবার আসবেন, যখন ইচ্ছে হবে।

গগন লজ্জা পেয়ে বলল, এই হাঁদুদার কাজেই আসা, নইলে বড় একটা আসা হয় না।

দু'টি গেঁয়ো মানুষ চলে যাওয়ার পরও যেন ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ তাদের একটা রেশ রয়ে গেল। না, দুজনের নয়, একজনের। গগন ভট্টাচার্য। কেমন অকপটে নিজের কথা বলল। কত দীন ভাব!

পারুলের মা বড্ড আনমনা হয়ে এ-ঘর ও-ঘর করল খানিক। তার পর হঠাৎ পারুলের মুখের দিকে চেয়ে করুণ গলায় বলল, বড্ড গরিব, না?

মা কী বলছে তা কেমন করে যেন বুঝতে পারল পারুল। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ মা, বড্ড গরিব।

কেন এত গরিব হল বল তো!

এ কথার কী জবাব দেবে পারুল? একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে সে মায়ের সামনে থেকে সরে গেল।

আট

ফুলমণির সঙ্গে শিবানী রোজই সকালের দিকে আসছে। আর ওই সময়টুকু বড় ভাল কাটছে দুর্গাবাবুর। মনটা বেশ কেমন ফুরফুরে লাগে। শরীরটাও যেন আর আগের মতো বিকল নয়।

একটু আধটু কথাও হচ্ছে আজকাল।

দিন দুই যাতায়াতের পর এক দিন সকালে শিবানী চা দিতে এসে খুব মৃদু গলায় বলল, খালি পেটে চা খাওয়া ভাল নয় কিন্তু।

ও। বলে তটস্থ হলেন দুর্গাবাবু। সকালের চায়ের সঙ্গে তাঁর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। তবু বললেন, তা হলে?

দুটো বিস্কুট দিই?

দাও।

BanglaBook.org

দুপুরে আরও একটু কথা হল।

শিবানী বলল, ছানা কেটে রেখে যাচ্ছি। বিকেলে মিছরি দিয়ে খাবেন।

দুর্গাবাবু সঙ্গে সঙ্গে রাজি, আচ্ছা।

এই যে টুকটাক কথা এ যেন সেতারবাদ্যের মতো। একটা ঝংকার থেকে যাচ্ছে হাওয়ায়।

রোববার সকালে ফুলমণিকে দিয়ে অধিরথকে ডাকিয়ে আনালেন দুর্গাবাবু।

অধিরথ, আজ বিকেলে আমার মেয়ে-জামাই আসবে। কী করা ?

অধিরথ বলল, ভাবছেন কেন, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কী ব্যবস্থা ?

প্রভাসদাকে সব বলেছি। উনি তো ঝুনঝুনওয়ালারও উকিল। আড়াই লাখ দর শুনে খুব চটে গেলেন। বললেন, ঝুনঝুনওয়ালা ভেবেছেটা কী ? মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গোটা ম্যাকফারলনগঞ্জটাই কিনে নেবে নাকি ? এ তো হতে দেওয়া যায় না। গত এক বছরে তিন তিনটে সম্পত্তি জলের দরে কিনে নিয়েছে। অধীর হালদারের কাছে কিছু পেত, সে মরার পর তার বিধবা বউকে ভয় দেখিয়ে বাড়ি আর দোকান কিনে নিল। কালী নন্দীর তেলকল গাপ করল। মধু বিশ্বাসের ধানজমিও বেনামে কিনেছে শোনা যাচ্ছে।

বটে !

প্রভাস উকিল ক্ষেপলে সর্বনাশ। তাই আমি তাকে ঠাণ্ডা হতেই দিচ্ছি না। সর্বদাই ক্ষেপিয়ে রাখছি।

কাল সকালেই ঝুনঝুনওয়ালা ফের টাকার থলি নিয়ে আসবে। বড্ড চিন্তা হচ্ছে।

স্রেফ না করে দেবেন।

না করলেই কি হবে ? জামাই শুনবে কেন ?

যদি অনুমতি করেন তবে হাতকাটা বিশেকে দিয়ে উত্তম মধ্যম দেওয়াই।

BanglaBook.org

না না, ওসব কোরো না বাপু। শত হলেও জামাই।

এই সেন্টিমেন্টেই তো খেল আপনাকে। ব্যাটা দিনে দুপুরে আপনার মাথার কাঁঠাল ভাঙছে তবু জামাই বলতে নাল গড়াচ্ছে আপনার।

না বাপু, অশান্তি আমি পছন্দ করি না। মারধর করলে ওদের সন্দেহ হবেই যে কাজটায় আমার হাত আছে।

তা অবশ্য ঠিক। আপনি ভাববেন না, চুপচাপ থাকুন। দেখুন কী হয়।

কী হয় দেখার জন্য বিশেষ অপেক্ষা করতে হল না। দুপুরের একটু বাদেই রে-রে করে এসে পড়ল নবকুমার আর মালা। তাদের পায়ের দাপট আজ আলাদা।

নবকুমার ঘরে ঢুকেই বেশ হেঁকে বলল, কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি নাকি প্রভাস উকিলকে ঝুনঝুনওয়ালার পিছনে লাগিয়েছেন?

আকাশ থেকে পড়ে দুর্গাবাবু বললেন, আমি!

আপনি ছাড়া আর কে? শেঠজি তো ভয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। বলছে ওসব সম্পত্তি আমি চাই না, প্রভাসবাবু পাবলিককে ক্ষেপিয়ে তুলছে। আমার ব্যবসা গজব হয়ে যাবে।

মনে মনে দুর্গাবাবু খুশি হয়ে মুখে বললেন, তা হলে সেটা প্রভাস নিজে যা ভাল বুঝেছে করেছে। আমার সঙ্গে তার দেখাই হয়নি।

আমি জানতে চাই, তার এত বড় সাহস কী করে হয়? ক পয়সার উকিল সে যে শেঠজির মতো লোকের পিছনে লাগতে যায়?

তা আমি জানি না। তোমরা বোঝো গে।

পাশে দাঁড়িয়ে মালাও আপসাচ্ছিল। ফুঁসে উঠে বলল, আরও কী সব কথা শুনছি বাবা?

দুর্গাবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, কী শুনলি আবার!

তুমি নাকি আবার বিয়ে করছ?

দুর্গাবাবু দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে পড়ে বললেন, বিয়ে!

BanglaBook.org

কী যা তা বলছিস ?

তোমার পেয়ারের অধিরথের সঙ্গে আমার পথে দেখা হয়েছিল। কী আহ্লাদ তার। এক গাল হেসে বলল, আপনাদের আর দুর্গাবাবুর জন্য চিন্তা ভাবনা রইল না। ভারী সুলক্ষণা পাত্রী পাওয়া গেছে। শ্রাবণেই বিয়ে।

অধিরথ যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল দুর্গাবাবুর। তিনি কথা খুঁজে না পেয়ে বললেন, দূর দূর ! ওসব পাগলের কথা।

মেয়েটার নামও বলেছে। কাদাপাড়ার শিবানী। সে নাকি রোজ এ বাড়িতে আসছে আজকাল ? সত্যি নাকি ?

দুর্গাবাবু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, ওই ফুলমণির কাজে সাহায্য করতে কে একটা মেয়ে আসে যেন। আমি তাকে ভাল করে দেখিইনি।

মালা দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ছুঁচ হয়ে ঢুকেছে, এ বার ফাল হয়ে বেরোবে। কোথায় সেই হারামজাদি ? আজই দুটোকে ঝাঁটা মেরে এ বাড়ি থেকে তাড়াব।

আহা, হাঙ্গামা করার দরকার কী ? ওসব শোনাকথা বিশ্বাস না করলেই হয়।

যা রটে তার কিছু কিন্তু বটে।

বাজে কথা রে, বাজে কথা।

নবকুমার বলল, এখন শেঠজির ব্যাপারটা কী হবে ?

দুর্গাবাবু খুব ভয়ে ভয়ে বললেন, হাঙ্গামার ভয় থাকলে এখন না হয় থাক।

এত বড় একটা অফার ছেড়ে দেবেন ? কেমন লোক আপনি ? প্রভাস উকিলের ভয়ে গর্তে ঢুকলে তো চলবে না। এ বার আপনাকে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে। আপনি প্রভাসকে সাফ বলে দিন, আমার সম্পত্তি আমি কাকে বেচব না বেচব সেটা আমি বুঝব। তোমাকে নাক গলাতে হবে না।

মালা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, তুমি না পারো আমি প্রভাসকাকুর বাড়িতে যাচ্ছি। আমাদের এত দৌড়ঝাঁপ, এত

BanglaBook.org

কষ্ট, এত প্ল্যান সব মাটি হবে নাকি ?

দুর্গাবাবু মনে মনে পিছিয়ে যাচ্ছেন, হার মানতে শুরু করেছেন। এরা বোধহয় যা করার করেই যাবে। তিনি একটু ককিয়ে উঠলেন।

নবকুমার মালার দিকে চেয়ে বলল, তা হলে এখনই প্রভাস উকিলের বাড়ি যাই চলো। এর একটা হেস্তনেস্ত এখনই হওয়া দরকার।

তাই চলো। বলে একটা ঝড় তুলে দু'জন দুড়দাড় করে বেরিয়ে গেল।

দুর্গাবাবু খাটের বাজুতে মাথা রেখে নেতিয়ে বসে রইলেন। বুকের মধ্যে সেই দুরু দুরু।

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে লাজুক মেয়েলি গলা বলে উঠল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে।

বড্ড চমকে গেলেন দুর্গাবাবু। শিবানী তো কখন চলে গেছে !

শিবানী মৃদু স্বরে বলল, আমি আজ যাইনি। ওরা আসবে শুনেছিলাম, হয়তো অশান্তি করবে। তাই যাইনি। যদি তেমন কিছু হয় তবে এসে সামনে দাঁড়াব ভেবেছিলাম।

দুর্গাবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, ওরা এসে পড়বে। তুমি বরং যাও।

শিবানী একটু হাসল, অধিকার তো আপনার, ওরা কেন তাড়াচ্ছে আপনাকে ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুর্গাবাবু বললেন, কী করব বলো তো।

আপনি একটু রুখে দাঁড়ালেই হয়।

ওদের সঙ্গে পারব ?

তা হলে আমাকে অধিকার দিন।

তুমি ! তুমি কি পারবে ?

আমি ঝগড়া করতে পারি না। কিন্তু আমি কাউকে ভয় পাই না।

দুর্গাবাবু মেয়েটার মুখের দিকে আজ অকপটে তাকালেন।

BanglaBook.org

মুখটা শান্ত, চোখ নম্র, কিন্তু তবু ওর সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা প্রকাশ আছে।

নববাবু পাজি লোক। পাজি লোকরা সত্যি কথা শুনলে ভয় পায়।

দুর্গাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, সব জানি।

আপনি ভয় পাবেন না। যা সত্যি তা ঠাণ্ডা মাথায় বলে দিন। দেখবেন, ওরা আপনার ওপর আর ওরকম করতে পারবে না।

আমি কি পারব শিবানী ?

আমার যে খুব ইচ্ছে হয় আপনাকে সিংহের মতো দেখতে। পুরুষ মানুষ যখন বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে দেখতে সবচেয়ে সুন্দর।

দুর্গাবাবু ঢোঁক গিললেন। তারপর হঠাৎ অস্ফুট স্বরে বললেন, তোমাকে একটা কথা আজও জিজ্ঞেস করা হয়নি। জিজ্ঞেস করব ?

করুন না।

আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় ?

এই কথা ! এখনও বোঝেননি ?

না। আমি তো—মানে আমার তো বয়স হয়েছে।

আপনার একরকম হিসেব, আমার অন্যরকম হিসেব।

তা হলে কি পছন্দ ?

শিবানী মাথা নত করে বলল, হ্যাঁ। আমি গরিবের মেয়ে বলে আপনার যেন কখনও মনে না হয় যে, ভাত কাপড়ের লোভে পছন্দ করেছি।

আহা, ও কথা কেন ?

আমি সংসার করতে ভালবাসি। আমার নিজের আজও সংসার হয়নি। আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে, আপনাকে ঘিরে একটা সুন্দর সংসার গড়ে তোলা যায়।

যায়ই তো।

শিবানী হাসল, আমি যাচ্ছি। আপনি কিন্তু ভয় পাবেন না। একবার বুক ফুলিয়ে বলে দেখুন, ওরা চুপসে যাবে।

BanglaBook.org

ঠিক পারবেন।

শিবানী চলে যাওয়ার পর দুর্গাবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। শরীরে আর মনে দুটোতেই একটু জোর পাচ্ছেন যেন। ভয়ও করছে বটে।

খুক করে কে একটা হেসে উঠল।

দুর্গাবাবু চমকে উঠে বললেন, কে! কে রে!

ঘরের দেওয়ালে আচমকা একটা ছায়া এসে পড়ল। মাথায় পাগড়ি বাঁধা একটা পালোয়ান লোক, হাতে লাঠি। পাখসাট মেরে বনবন করে কিছুক্ষণ লাঠি ঘুরিয়ে ফস্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুর্গাবাবু ভয় পেলেন না, বরং খুশিই হলেন। তাঁর ভিতরে একটা বীরত্বের ভাব জেগে উঠেছে।

কায়দাটা তাকে শিখিয়েছিল এক খুনি। এমনিতে খুব একটা বিকট চেহারা নয়। বরং কণ্ঠিধারী, বিনয়ী লোক। দেখে খুনটুন করতে পারে বলে মনেই হবে না। তার নাম রসিক দাস। কিন্তু রসিক দাস মাঝে মাঝে তার নিরীহ চোখ থেকে এমন ভয়ঙ্কর দৃষ্টি বের করতে পারত যা দেখে অনেক বীরেরই কাপড় নষ্ট হওয়ার জোগাড়।

রসিকের হয়ে একটা মামলা লড়ছিল প্রভাস। তখনই একদিন প্রভাস তাকে বলেছিল, ওই যে আপনার একটা রক্ত-জল-করা চাউনি আছে সেটা কী করে করেন তা একটু শিখিয়ে দেবেন?

রসিক বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে বলল, কী যে বলেন উকিলবাবু, সামান্য মানুষ আমরা।

সে বললে শুনছি না। চোখের একটা কায়দা আপনি জানেন। নইলে হঠাৎ অমন ঝলকানি দিয়ে আগুন বেরোয় কী করে?

রসিক দাস কিছুতেই রাজি হয় না। শেষে বলল, মনটাই হল আসল। মনটাকে যদি তপ্ত কড়াই করে না তুলতে পারেন তা হলে ওটা হওয়ার নয়। মনটা গরম হলে একটু তলচক্ষু করে চোখটা পুরো মেলে তাকাবেন। শক্ত কিছু

BanglaBook.org

নয়। অভ্যেস করলে হয়ে যাবে।

প্রভাস এরপর থেকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তালিম নিত। রসিকের সঙ্গে তখন রোজই দেখা হয়। সেও ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিতে লাগল। মাস কয়েকের চেষ্টায় প্রভাসের চোখে অনেকটাই সেই ঝলসানি দেখা দিতে শুরু করল। আর সেটা নানা অবস্থায় কাজেও লেগেছে তার। এক জজসাহেবকে গেঁথে ফেলেছিল সে। হারা-মামলায় রায় ঘুরিয়ে প্রভাসকে তিনি জিতিয়ে দেন।

অনেকদিন অভ্যেস নেই। তবু আজ দুপুরে যখন মালা আর নবকুমার তাকে টিট করতে এসে শোরগোল তুলল তখন প্রভাস কতদিন বাদে চোখটাকে একটু শানিয়ে নিয়ে রসিক দাসের মতোই চেয়ে রইল দুজনের দিকে।

মালা চেঁচাচ্ছিল, কেন আপনি শেঠজিকে ভয় দেখিয়েছেন ? আমরা সব ঠিকঠাক করে গেলাম, আপনি সব ভণ্ডুল করে দিলেন কেন ? এটা আপনার অত্যন্ত অন্যায়।

নবকুমার ইংরিজি ছোটাচ্ছিল, হোয়াট রাইট হ্যাভ ইউ গট টু... টু...

চোখটা কাজ করতে শুরু করল দশ মিনিটের মাথায়। মালার গলা নামতে লাগল। নবকুমারও একটু দম ধরল।

প্রভাস খুব ঠাণ্ডা গলায় নবকুমারকে জিজ্ঞেস করল, এই সম্পত্তি হাতবদলের জন্য তুমি কত পাচ্ছ ?

আমি ! আমি কেন পাব ? আমার পাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন ?

মালা সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে বলল, দেড় লাখের বেশি দর দিতেই চাইছিল না। ও-ই তো বলে কয়ে দরটা একটু বাড়াল।

প্রভাসরঞ্জন দুজনকে তার রসিক দাসের চোখে ফুঁড়ে খুব নিচু গলায় নবকুমারকে বলল, সাড়ে ছ লাখ, না ?

নবকুমার কেমন ক্যাবলা হয়ে গেল, বলল, অ্যাঁ।

শেঠজি আমাকে বলেছে ট্র্যানজ্যাকশানটার জন্য তুমি সাত লাখ চেয়েছিলে। সাড়ে ছয়ে রফা হয়েছে, যদি আড়াই লাখে

BanglaBook.org

সেল ডিড কমপ্লিট করতে পারো।

নবকুমার গলায় জোর আনার চেষ্টা করে বলল, কখ্খনও না, এ সব ডাহা মিথ্যে কথা।

খুব ঠাণ্ডা অমায়িক গলায় প্রভাস বলল, তুমি কী গাধা।

অ্যাঁ।

খুব নির্বোধ লোকই দুর্গাবাবুর গোটা সম্পত্তিটার দর আড়াই লাখ বলে বিশ্বাস করবে। তুমি কতটা নির্বোধ বলে তোমার ধারণা?

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় নবকুমার বলল, এ সব কী বলছেন?

তুমি বোকা নও, একটু বেশি চালাক। আর বেশি চালাকেরা আবার আসলে বোকাই।

অ্যাঁ।

হ্যাঁ। তুমি যদি দরটা সাত আট রেখে নিজে দুই আড়াই লাখ দালালি খেতে তা হলে তেমন সন্দেহের কারণ হত না। হাতবদলটা হয়েও যেতে পারত। কিন্তু অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। দামের তিনগুণ নিজে ঘুষ খেতে গিয়ে গণ্ডগোল করে ফেলেছ।

মালা কটমট করে নবকুমারের দিকে চেয়ে বলল, সাড়ে ছয়। অ্যাঁ! সাড়ে ছয়। কিন্তু তুমি যে বললে শেঠজি তোমাকে মোটে আড়াই লাখ দেবে? আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছ?

আরে না, না। ও সব বিশ্বাস কোরো না। আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে।

মিথ্যুক কোথাকার! শয়তান। জোচ্চোর।

মালা, মুখ সামলাও বলছি?

মালা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ফটাস করে একটা চড় কষাল নবকুমারের গালে, বলল, বদমাইশ। ফের চোখ রাঙাচ্ছ। আমাকে আড়াই লাখ বলে সাড়ে ছয় লাখ গাপ করছিলে।

প্রভাস খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, বাঙালি মেয়েদের দোষ কী জানো? গলার জোর যতটা, গায়ের তার একশো ভাগও

BanglaBook.org

নয়। হবেই বা কী করে ? স্বাস্থ্যের চর্চা নেই, ব্যায়াম নেই, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অম্বলের রোগে ভুগে, শরীর না খাটিয়ে আরও উচ্ছন্নে যাচ্ছে। আগেকার দিনে তবু মেয়েরা জাঁতা টাতা ঘোরাত, ঢেঁকি কুটত, বড় বড় চাদর কাচত, তখন গায়ের জোর হত।

মালা ফুঁসে উঠে বলল, কী বলছেন ও সব ?

তোমার চড়টার কথাই বলছি। ওটা একটা চড় হল ? চড় এমন হবে যে পটকা ফাটার মতো আওয়াজ হবে, গালে পাঁচটি আঙুলের শিলমোহর বসবে, আর চড়-খাওয়া লোক উল্টে পড়ে যাবে, তবে না ! এ লোকটা তো ভাল করে টেরও পেল না যে তুমি ওকে একখানা চড় কষিয়েছ !

নবকুমার একথা শুনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, এ সব কী হচ্ছে ! অ্যাঁ ! আপনি আমার বউকে ক্ষেপিয়ে তুলছেন ! আপনি তো খুব খারাপ লোক দেখছি।

প্রভাস খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, খারাপ লোকেরা তাই বলে বটে !

আচ্ছা আমিও দেখে নেব। চলো তো মালা, চলো।

দুজনে তড়িঘড়ি উঠে বেরিয়ে পড়ল। প্রভাস খুব আলস্যের সঙ্গে একটা হাই তুলল বড় করে।

বাড়িতে ঢুকতেই একটু থমকে গেল নবকুমার। নীচের বারান্দায় শ্বশুরমশাই একটা হাতলহীন চেয়ারে একখানা লাঠি হাতে বসে আছেন। লাঠিখানা বেশ বাগিয়ে ধরা। আর চোখ দুখানা যেন বাঘের মতো জ্বলছে।

মালা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে মিহি গলায় বলল, এ কী বাবা, তোমার হাতে লাঠি কেন ?

দুর্গাবাবুর সেই তটস্থ ভাবটা যেন নেই। গম্ভীর গলায় বললেন, এমনি।

কেন যেন নবকুমারের আর এগোতে সাহস হচ্ছিল না। ব্যাপারটা না বুঝে নাগালের মধ্যে যাওয়াটা হঠকারিতা হবে। সে তফাতে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধার

BanglaBook.org

ভান করতে লাগল। কাজটা বেশ কঠিন। কারণ সে চটি পরে এসেছে। অভিনয় করতে করতে সে শুনতে পেল মালা আদুরে গলায় বলছে, হ্যাঁ বাবা, দামটা বড্ড কমই হচ্ছিল। আমিও তোমার জামাইকে বলছিলাম। তা শেঠজি নাকি দামটা বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে। সাত লাখ নাকি দিতে রাজি।

দুর্গাবাবুর গলায় সুন্দরবনের বাঘ কথা কয়ে উঠল, কিন্তু আমি রাজি নই।

রাজি নও। কেন বাবা? একটা ভুল না হয় হয়েইছে, তা বলে কি আর রাগ করে থাকতে হয়?

বাঘটা ফের মেঘের মতো গর্জন করে উঠল, বাড়ি বেচলে বউ নিয়ে থাকব কোথায়?

মালা কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে থেকে অবাক গলায় বলল, বউ নিয়ে?

নবকুমারের মনে হচ্ছিল, "মিটিমিটি চায়, কলসা নাড়ে, সেই বাঘেই মানুষ মারে।" একটু দূর থেকে সে শ্বশুরমশাইয়ের ভাবগতিক খুব ভাল দেখল না।

মালা আগুন হয়ে বলল, বিয়ে করবে? আর আমার মায়ের স্মৃতি। সেটা বুঝি কিছু নয়? ওই শিবানী এসে আমার মায়ের ঘরে থাকবে? মায়ের সংসারে ভাগ বসাবে?

নিজের চরকায় তেল দে। নিজে আগে ভাল করে সংসার কর গে। আমার জন্য ভাবতে হবে না।

নবকুমার সতর্ক গলায় বলল, চলে এসো মালা।

নয়

রাত্রিবেলা দোকান থেকে খুব উত্তেজিতভাবেই ফিরে এলেন গঙ্গাধর ঘটক। ঘরে ঢুকেই বললেন, কী কাণ্ড। সারা শহরে টি-টি পড়ে গেছে।

পারুলের মা অবাক হয়ে বললেন, কী আবার কাণ্ড হল?

আরে আমাদের দুর্গার জামাইটা গো। সে নাকি

BanglaBook.org

ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে দুর্গার ঘটিবাটি চাঁটির ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। পনেরো লাখ টাকার সম্পত্তি আড়াই লাখে কিনিয়ে দিয়ে নিজে নাকি ছ সাত লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছিল প্রায়। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে দুর্গা।

পারুলের মা গালে হাত দিয়ে বলল, ও মা। এই তো সেদিন বিয়ে হল। কেমন টুকটুকে জামাই। তার এই কাণ্ড

সারা শহরে তো সেই নিয়েই কথা হচ্ছে। দুর্গাটাই বা এমন আহাম্মক হয় গেল কী করে তাই ভাবি। এত বোকা সোকা তো সে ছিল না।

তা বাঁচল কী করে ?

সে অনেক ঘটনা। কপালজোরই বলতে হয়। তবে প্রভাস উকিল ছিল বলে রক্ষা। ঝুনঝুনওয়ালা তো চারদিকে টাকা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কখন কার কী যে গাপ করবে কে জানে বাবা। মাস ছয়েক আগে একবার আমার কাছেও এসেছিল।

কী বলতে ?

খুব বিনয় টিনয় করে বলল, আপনার দোকানটা আমাকে বেচে দিন, আমি ভাল দাম দেব। আমি বললুম, দোকান বেচলে আমার চলবে কী করে, করব কী ? তখন বলে কি, আপনি ব্যবসা করবেন কেন ? টাকা ব্যাঙ্কে রেখে সুদ টানুন।

তুমি কী বললে ?

বললুম, না শেঠজি, দোকান আমার লক্ষ্মী। অনোহারী দোকান, সারাদিন মেলা লোক আসে, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আসে, আমার সময়টাও ভাল কাটে, ও আমি বেচব না। তখন এক লাফে দাম প্রায় দেড়গুণ করল। আমি বুঝলুম, বাজারের ভাল পজিশনে দোকান বলে এটার ওপর ওর লোভের নজর পড়েছে।

এত সব বলোনি তো আগে !

বলে লাভ কী হত ! তুমি ভিতু মানুষ, খামোখা দুশ্চিন্তা করতে।

banglaboi.org

তারপর কী হল ?

সে অনেক কাণ্ড। মদন বলে যে-ছেলেটা তখন দোকানের কর্মচারী ছিল তাকে হাত করে দোকান থেকে মালপত্র সরাতে লাগল, দুবার রাতে দোকান ভেঙে চুরি হল। সব ওই ঝুনঝুনের কাজ। যাতে আমি এত ঝঞ্ঝাট দেখে দোকান বেচে দিই। আমি গোঁ ধরে ছিলুম বলে শেষে ক্ষান্ত দিয়েছিল।

দুর্গাবাবুর জামাইকে নিয়ে কী হল ?

শেষ অবধি দুর্গার আক্কেল হয়েছে। আজ নাকি মেয়ে জামাই বিক্রিবাটা পাকা করতে এসেছিল। প্রভাসের কড়কানি খেয়ে পালিয়েছে। তারপর দুর্গাও নাকি রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভাবছি মেয়েটাই বা কেমন ধারা ? স্বামীর সঙ্গে যুক্তি করে বাপকে ঠকাতে চাইছিস। এ তো ঘোর কলি দেখছি।

পারুলের মা বললেন, কলি ছাড়া আর কী ? দু চারটে ভাল লোক আছে বলে আজও চন্দ্রসূর্য ওঠে।

গঙ্গাধরবাবুকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। গম্ভীরমুখে একটু 'হুঁ' দিলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ বাদে বললেন, তাই হবে।

যখন খেতে বসলেন রাতে তখনও গঙ্গাধর ঘটক খুবই ভাবিত।

পারুল বলল, ও বাবা, অত ভাবছ কী ?

এই নানা কথা। ভবিষ্যতের ভাবনা।

কোনওদিন তো এত ভাব না, আজ হঠাৎ দুর্গাকাকুর ঘটনায় এত ভাববার কী হল ?

ওইটেই ভাবাচ্ছে রে মা। খুব ভাবাচ্ছে।

অন্যের কী হল তা নিয়ে তোমার ভাববার কী ? আর সে ঘটনা তো মিটেও গেছে।

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে বললেন, মেটেনি। মেটেনি। দুর্গার ঘটনা থেকেই তো আমার সমস্যা শুরু।

পারুলের মা বললেন, সে আবার কী রকম ?

বুঝছ না ? আমার তো পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ওই

BanglaBook.org

একটাই সন্তান। পারুল। একটা ছেলেও নেই। তাই ভাবছি।

পারুলের মা রাগ করে বললেন, আহা ছেলে নেই তো কী, মেয়ে কি ফেলনা ? অনেকের তো তাও থাকে না।

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে বলেন, সে কথা বলিনি। মেয়ে মোটে ফেলনা নয়। কিন্তু আমার ইচ্ছে কী ছিল জানো ?

বললে তো জানব।

ভেবেছিলুম পারুলের বিয়ে দিয়ে জামাইকে দোকানপাট সব বুঝিয়ে দেব। সে-ই ছেলের জায়গা নেবে। কিন্তু দুর্গার ঘটনার পর এমন ভয় পেয়ে গেছি যে, বলার নয়। কত সাধ করে কত দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে দিল, তার কি না এই পরিণতি।

তা নিয়ে ভাববার কী আছে ? সকলের কি একরকম হয় ?

কথায় বলে, যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা। কথাটা আজ আবার নতুন করে প্রমাণ হল তো। জামাই যে এমন পাষণ্ড হয় জানা ছিল না।

সবাই তো আর হয় না।

দুর্গার যদি হতে পারে আমারই বা হতে বাধা কী ?

পারুলের মা হাসলেন, এই নিয়ে এত ভাবছ !

বড্ড ভয় পেয়েছি যে। কবে থেকে ভেবে রেখেছি একটি গরিব আর সৎ প্রকৃতির ছেলে যদি পাই তবে তার সঙ্গে পারুলের বিয়ে দেব আর তাকে ব্যবসা শেখাব। ধীরে ধীরে দোকানের ভার ছেড়ে দেব তার হাতে। তা বলে ঘর-জামাই থাকবে না। আলাদা সংসার করবে, যাতায়াত থাকবে। দায়দফায় দেখবে। সে আশায় আজ যেন জল ঢেলে দিল দুর্গার জামাই।

এ সব কথা যখন হচ্ছে তখন পারুল একটু আবডালে দরজার আড়ালে গেছে। জামাই নিয়ে কথা সামনে বসে শুনতে নেই।

হঠাৎ পারুলের মা একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, দেখো, কপাল সকলের সমান নয়। একজনের খারাপ হয়েছে বলে

BanglaBook.org

সকলেরই খারাপ হবে এমন কথা কি বলা যায় ?

আহা, তা তো বলিনি। বলছি দুশ্চিন্তা হয়। ভয় হতে থাকে।

তুমি গরিবের ছেলের সঙ্গে পারুলের বিয়ে দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিলে ? কই বলোনি তো কোনওদিন।

আহা মনের মধ্যে কত কথাই তো আসে যায়, সব কি আর বলার মতো ! গরিবের ছেলে আর সৎ প্রকৃতির মানুষ হলে ভাল হবে ভেবেছিলুম।

বড়লোকের ছেলে বা চাকুরে ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না ?

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে বলেন, তা বলছি না। ভাল ছেলে পেলে তো বিয়ে দেবই। পারুল সুখী হলেই হল। সে ক্ষেত্রে দোকানটা ঝুনঝুনকে বেচেই দিতুম। কারণ পয়সাওলা পাত্ররা তো আর আমার দোকান দেখতে আসবে না। আমি আসলে দোকানটার কথা ভেবেই ওরকম একটা চিন্তা করতুম আর কি ! সেটা চিন্তাই, আর কিছু নয়।

তা হলে একটা কথা বলব ?

কী কথা ?

আমার একটা ছেলেকে খুব পছন্দ।

গঙ্গাধর চোখ তুলে বললেন, কে বলো তো !

তুমি চিনবে না। কাশীগঙ্গা গাঁয়ে থাকে।

কাশীগঙ্গা ! সে তো হটুগঞ্জের পর। বড় কালীবাড়ি আছে। তা সেখানে তুমি কবে গিয়েছিলে ?

আমি যাব কেন ? ছেলেটাকে চিনি।

চিনলে কী করে ?

সে অনেক কথা। রাতে শুনো। তবে ছেলেটা ভারী সৎ। পুরুতের কাজ করে, বি এ পাশ।

ও বাবা ! এ তো রীতিমতো পছন্দ করেই বসে আছ দেখছি !

পারুলের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বললেন, তাকে দেখেই মনে হয় বড় ভাল, বড় সৎ। কিন্তু যখন

BanglaBook.org

শুনলুম সে বড় গরিব, তখনই মনটা খারাপ হয়ে গেল। গরিবকে কি পছন্দ হয় কারও, বলো !

গঙ্গাধর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, বয়স কত ?

সাতাশ আঠাশ হবে। চেহারা কন্দর্পকান্তি নয় বটে, কিন্তু বড় ভাল লাগবে দেখলে। কিছু লোক আছে না, যাদের নাক মুখ চোখ যেমনই হোক, মুখের ভাবটাতেই যেন রূপ খুলে পড়ে, এ হল সেই রকম।

ফট করে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। ভাল করে খোঁজ নাও।

সে তুমি নাও গে। তার নাম গগন ভট্‌চায। আমার যা দেখার তা আমি দেখে নিয়েছি। আমার আর খোঁজ নেওয়ার দরকার নেই।

তোমার যখন এত পছন্দ, তা হলে দেখাই যাক। কালই আমি শ্যামাদাসকে কাশীগঙ্গায় পাঠাচ্ছি।

পারুলের মা নিশ্চিন্তের গলায় বললেন, পাঠাও। তবে আমি জানি কোনও খারাপ কথা শুনে আসবে না শ্যামাদাস।

দরজার আড়ালে দুটো হাত মুঠো করে, দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পারুল। এ কী শুনছে সে ? এ রকম তো হওয়ার কথা নয়। সে তো ভালবাসে বুড়ঢাকে। সে কেন অজানা, উটকো এক পুরুতকে বিয়ে করতে যাবে ?

মা আর সে যখন মুখোমুখি খেতে বসেছে তখন পারুল বলল, এ সব বাবাকে কী বলছিলে মা ? গগন ভট্‌চাযকে কেন বিয়ে করতে যাব আমি ? এ তোমার খুব অন্যায়।

মা একটু অস্বস্তি বোধ করল। ভয়-খাওয়া গলায় বলল, জানি, কথাটা হুট করে বেরিয়ে গেছে। তোকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

কেন বললে মা, বাবাকে ?

কেন বললুম তা ঠিক জানি না। ওকে দেখে সেদিন মনটা বড় ঠাণ্ডা হল। মুখখানা বড্ড সরল। চোখ দুখানা দেখেছিস ? চোখ দুখানায় একটুও পাপ নেই।

তুমি কতটুকু জানো লোকটাকে ?

BanglaBook.org

এ অন্যরকম জানা মা। এ জানা তো খোঁজখবর নিয়ে জানা নয়। এক একটা লোক এমন আছে যাদের জানতে এক পলক দেখাই যথেষ্ট। তোর যদি অপছন্দ হয় তা হলে আর কথা কীসের ? তোর বাবাকে বারণ করে দেবখন।

তাই দিও।

রাতে শুয়ে একা ঘরে ঘুম আসছিল না পারুলের। ঠিক কথা, লোকটা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তাই বলে কি তাকে কিনে নিয়েছে নাকি ? বড্ড রাগ হচ্ছে তার লোকটার ওপর। কেন ও বাঁচাল তাকে ? কেন বুড়ঢা বাঁচাতে এল না ?

পরদিন গঙ্গাধরের দোকানের কর্মচারী শ্যামাদাস দুপুরের আগেই কাশীগঙ্গা থেকে ফিরে এসে বলল, বেশি খবর নিতে হয়নি। তল্লাটের সবাই এক ডাকে গগন ভট্‌চাযকে চেনে। সবাই বলে, তার মতো ছেলে হয় না। পাঁচ জনের দায়দফায় বুক দিয়ে গিয়ে পড়ে। চরিত্র খুব ভাল। তবে রোজগার তেমন নয়। বুড়ি মাকে নিয়ে থাকে।

গঙ্গাধর দুপুরে বাড়িতে খেতে এসে স্ত্রীর কাছে বললেন, তোমার সেই পাত্রর খবর নিয়েছি। ভালই।

পারুলের মায়ের মুখখানা থমথমে। বিষণ্ণ গলায় বললেন, তাকে আমার মেয়ের পছন্দ নয়। কথা পাড়ার দরকার নেই আর।

ও, তা হলে থাক।

দুজনে একটু জড়সড় হয়েই আজ উকিলবাবুর ঘরে ঢুকল।

মুহুরি তাদের দিকে চেয়ে বলল, এই যে !

গগন বলল, নমস্কার মুহুরিবাবু।

নমস্কার। তোমাদের মামলার কাগজ তৈরি হয়ে গেছে। কোনও চিন্তা নেই।

হাঁদু মণ্ডল বলল, আজ্ঞে তার আর দরকার নেই।

মুহুরি বলে, কীসের দরকার নেই ?

BanglaBook.org

আজ্ঞে মামলার। আমার শালাদের সঙ্গে আপস হয়ে গেছে।

এঃ হেঃ, মামলাই হবে না ?

না।

এঃ হেঃ। আপস করে ফেললে ?

আজ্ঞে।

তা হলে আর হলটা কী ? আপস কি সমানে সমানে হল ?

না। আধাআধি।

দূর। ওটা আবার কেমন আপস ? মামলাটা তোমার দিকেই জোরালো ছিল। পুরোটা পেয়ে যেতে।

আজ্ঞে, অসুবিধেও ছিল। জমি আমার শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে কিনা। দখল নেওয়া যেত না।

তবু মামলাটা ঠুকে দিলে পারতে। মামলার মজাই আলাদা। কত নতুন নতুন পয়েন্ট বেরোয়, কত গুপ্ত কথা ফাঁস হয়।

আজ্ঞে, এ যাত্রায় সেটা আর হল না। উকিলবাবুকে বলবেন। এই যে নিন একটা সিগারেট। আর এই দুটো টাকা।

মুহুরি হাত বাড়িয়ে বলল, চলবে।

আর চা ?

তাও চলবে।

বেরিয়ে এসে মরণচাঁদের দোকানে চা খেতে খেতে হাঁদু মল্লিক বলল, সেই বাড়িতে যাবি নাকি রে গগন ?

গগন মাথা নেড়ে বলে, আর গিয়ে কাজটা কী ?

বলেছিল শহরে এলে যেন যাস।

সে কথার কথা। ভদ্রতা করে বলা।

নাড়ু আর মোয়া খাইয়েছিল।

হ্যাঁ। শোধবোধ হয়ে গেছে।

কীসের শোধবোধ ?

ওই যে জল থেকে তুলেছিলুম সেই ধার নাড়ু আর মোয়ায় আর চায়ে শোধ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

যাবি না তা হলে ?

না হাঁদুদা। রোজ রোজ গেলে মান থাকে না। হ্যাংলা ভাববে।

কীসের হ্যাংলা ! আমরা কি খেতে চেয়েছি ?

তা নয়। শত হলেও সোমত্থ মেয়ে। ভাববে হয়তো মেয়েটার সঙ্গে ভাবসাব করার চেষ্টা করছি।

তা বটে। ওদিকটা আমি ভেবে দেখিনি।

সব দিক ভেবে দেখা ভাল।

তা হলে এখন কী করবি ? গাঁয়ে ফিরে যাবি ?

তাই চলো।

আজ এখানে হাটবার। তোর বউদি কটা জিনিস নিতে বলে দিয়েছিল। চ, তা হলে হাটটা ঘুরে যাই।

চলো। হাতে মেলা সময়। মোটে তো সাড়ে তিনটে বাজে।

ম্যাকফারলনগঞ্জের হাট বেশ জমজমাট। মেলা দোকানপাট বসেছে। হাঁদু মণ্ডল ঘুরে ঘুরে তার বউয়ের জন্য মেলা জিনিসপত্র কিনছে। নিস্পৃহ চোখে এই কেনাকাটা দেখে যাচ্ছে গগন। তার কিছু কেনার নেই। পকেটে পয়সাও নেই। দেওয়ার মতো লোকও নেই।

মনটা ভালই লাগছে গগনের। অনেক বোঝানোর পর হাঁদু মণ্ডল শেষ অবধি তার কথা শুনেছে। মামলা মোকদ্দমায় আর যায়নি। তাতে যে আখেরে লাভই হবে সেটা একটু দেরিতে হলেও বুঝেছে হাঁদু মণ্ডল। আর তা হতেই আজ গগনের বুকটা ঠাণ্ডা।

ভিড়ের ভিতর থেকে হঠাৎ ফস করে একটা লোক এসে গগনের সামনে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো চেহারা, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। একগাল হেসে বলল, তুমি গগন ভট্‌চায না ?

গগন অবাক হয়ে বলল, আজ্ঞে।

আমাকে চিনবে না। এই তো দিন কতক আগে

BanglaBook.org

তোমাদের কাশীগঙ্গায় গিয়েছিলুম। তোমাকেও দূর থেকে দেখেছি। সাইকেলে কোথায় যেন যাচ্ছিলে, একজন দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওই গগন ভট্‌চায। বড্ড ভাল লোক।

গগন কিছু বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে বলে, আজ্ঞে।

তা এসো না, কত্তাবাবুর সঙ্গে দেখাটা করেই যাও।

কত্তাবাবু! তিনি কে?

আরে গঙ্গাধর ঘটক। এই তো কাছেই দোকান। লাভলি স্টোর্স হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান। দিনে না হোক দু-চার হাজার টাকার বিক্রি।

গগন কিছু বুঝল না। কেন এ লোকটা তার গাঁয়ে গিয়েছিল, কেনই বা কত্তাবাবু তাকে খুঁজছেন সেটা বোধগম্য করার জন্য সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। তারপরই হঠাৎ গঙ্গাধর ঘটকের নামটা তার মাথায় টং করে উঠল। তাই তো! গঙ্গাধর ঘটক হল পারুলের বাবা।

লোকটা দেঁতো হেসে বলল, আমি হলুম কত্তাবাবুর দোকানের কর্মচারী শ্যামাদাস। এসো, কত্তাবাবু তোমাকে দেখলে খুশি হবেন।

আজ্ঞে আমি বড় সামান্য মানুষ।

আহা, আমরা কে কোন লাট বেলাটটা বলো! চলো। ভাগ্যিস একটু চা খেতে বেরিয়েছিলুম, তাই তোমার সঙ্গে দেখা। আজ ফুরসতই পাওয়া যাচ্ছিল না, দোকানে আজ পাকা কাঁঠালে মাছি পড়ার মতো ভিড়। হাটবার তো। চলো চলো।

গগন হাঁদু মণ্ডলকে বলতেই হাঁদু বলল, আমার এখনও মেলা কেনাকাটা বাকি। তুই ঘুরে আয় গে। সাতটার বাস ধরব মনে রাখিস। বটতলার চায়ের দোকানে থাকবখন।

খুবই কুণ্ঠিত পায়ে গগন শ্যামাদাসের পিছু পিছু যেতে লাগল। বাজারের বড়রাস্তার ওপরেই বেশ বড় দোকান। খদ্দেরে খদ্দেরে ছয়লাপ। শ্যামাদাস দোকানে ঢুকে কাউন্টারের ওধারে মাঝবয়সী একজন লোকের কানে কানে

BanglaBook.org

কী বলল। লোকটার মুখের সঙ্গে পারুলের মুখের অদ্ভুত মিল। লোকটা তার দিকে এক পলক তাকিয়ে শ্যামাদাসকে কী একটু বলে বেরিয়ে এল। এসেই দুই হাত বাড়িয়ে গগনের হাত দুখানা ধরে ফেলে বলল, তোমার নামই গগন ?

যে আজ্ঞে।

পারুলের মা তোমার কথা বলছিল খুব। পারুলকে প্রাণে রক্ষা করেছ সেদিন।

আজ্ঞে, ওকথা বলবেন না। রক্ষাকর্তা ঠাকুর, আমরা নিমিত্তমাত্র।

এ কথা ক'জন বলতে পারে বলো। সবাই তো আজকাল বুক বাজিয়ে কেবল নিজেকে দেখাচ্ছে। চলো, বাড়ি চলো, তোমার সঙ্গে দু দণ্ড কথা কই।

আজ্ঞে সে না হয় আর একদিন হবে। আপনার দোকানে আজ মেলা ভিড় দেখছি।

ও কিছু নয়। হাটবারে ভিড় হয়। শ্যামাদাস আছে, পরিতোষ আছে, ওরা সামলে নেবেখন। সব বিশ্বাসী কর্মচারী। চলো।

আজও বুড়ঢার জন্য অভ্যাসবশে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে পারুল। রাস্তায় আলো-ছায়ার আলপনা। রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত। রোজকার মতোই বুকের মধ্যে একটা দূরাগত দামামার শব্দ। সমস্ত অস্তিত্ব যেন এসে জড়ো হয়েছে তার দুই চোখে। সব রোজকার মতোই। তবে কেন যে একটা বেসুর বাজছে কে জানে ! খুব মৃদু, খুব সূক্ষ্ম, খুব অবুঝ। একাগ্র দুটি চোখ, কিন্তু মনটা বার বার নানা চিন্তায় পিছনে সরে যাচ্ছে।

বুড়ঢাকে দেখা গেল। ডান দিক থেকে ওই তো আসছে। মাথা নিচু। অপলক চেয়ে রইল পারুল। কিন্তু বুকের দামামা বন্ধ হল না তো ! মনে হল না তো, সারাটা দিন এসে সার্থক হল এই মুহূর্তে। আজ বুড়ঢা চলে যাওয়ার পরও পথের দিকে চেয়ে রইল পারুল। বেসুর বাজছে কেন ? এত

BanglaBook.org

বেসুর বাজছে কেন ? বুড়টা চলে গেছে, তবু সে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে কোন প্রত্যাশায় ? কেন ?

হঠাৎ কি রাস্তার ওপর অপার্থিব কোনও আলো এসে পড়ল ?

চমকে উঠল পারুল।

কে আসছে ? ও কে ? তার বাবার পাশে-পাশে হেঁটে আসছে নতমুখ সেই গেঁয়ো লোকটা। অদ্ভুত আলোটা গিয়ে কি ওর মুখে জড়ো হল ?

কী হল কে জানে ? বুকের ভিতরে দ্রুম দ্রুম শব্দ হতে লাগল তার। মুখ কান তপ্ত হয়ে গেল লজ্জায়। সে শুধু অস্ফুট গলায় বলে উঠল, মা গো !

অনেক রাতে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে জেগে আছে পারুল। বুকে এখনও অস্থিরতা। এখনও পাগল-পাগল লাগছে মাথা। মনটা ভেসে যাচ্ছে এক জোয়ারে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই আচমকা সোজা হয়ে উঠে বসল সে। মনে পড়ল ! না ঠিক মনে পড়া নয়। কিন্তু অবচেতনের খুব গভীর থেকে অস্পষ্ট সংকেতের মতো একটা দৃশ্য আবছা ভেসে উঠল মনে। জল থেকে তুলে তাকে মাটিতে শুইয়ে একজন ছায়ার মতো মানুষ তার মুখে মুখ দিয়ে বন্ধ শ্বাস চালু করছে নিজের শ্বাসবায়ু দিয়ে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

মা গো ! বলে এই অন্ধকার ঘরেও লজ্জায় দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল পারুল। তারপর আপনমনে হাসতে লাগল। বালিশে মাথা ফেলে সে খানিকক্ষণ শুধু হাসল। না, আজ ঘুম হবে না পারুলের। তাতে বয়েই গেল। আজ সারারাত জেগে থাকবে সে। আজ সারারাত ওর কথা ভাববে। গায়ে কাঁটা দেবে। তারপর হাসবে। একটু কাঁদবেও হয়তো। আর লজ্জা করবে। আর ভাল লাগবে। বুক ভেসে যাবে জোয়ারের জলে। আজ জেগে থাকতে বড় ভাল লাগবে পারুলের। আজ কি ঘুমোতে পারে পারুল ?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG